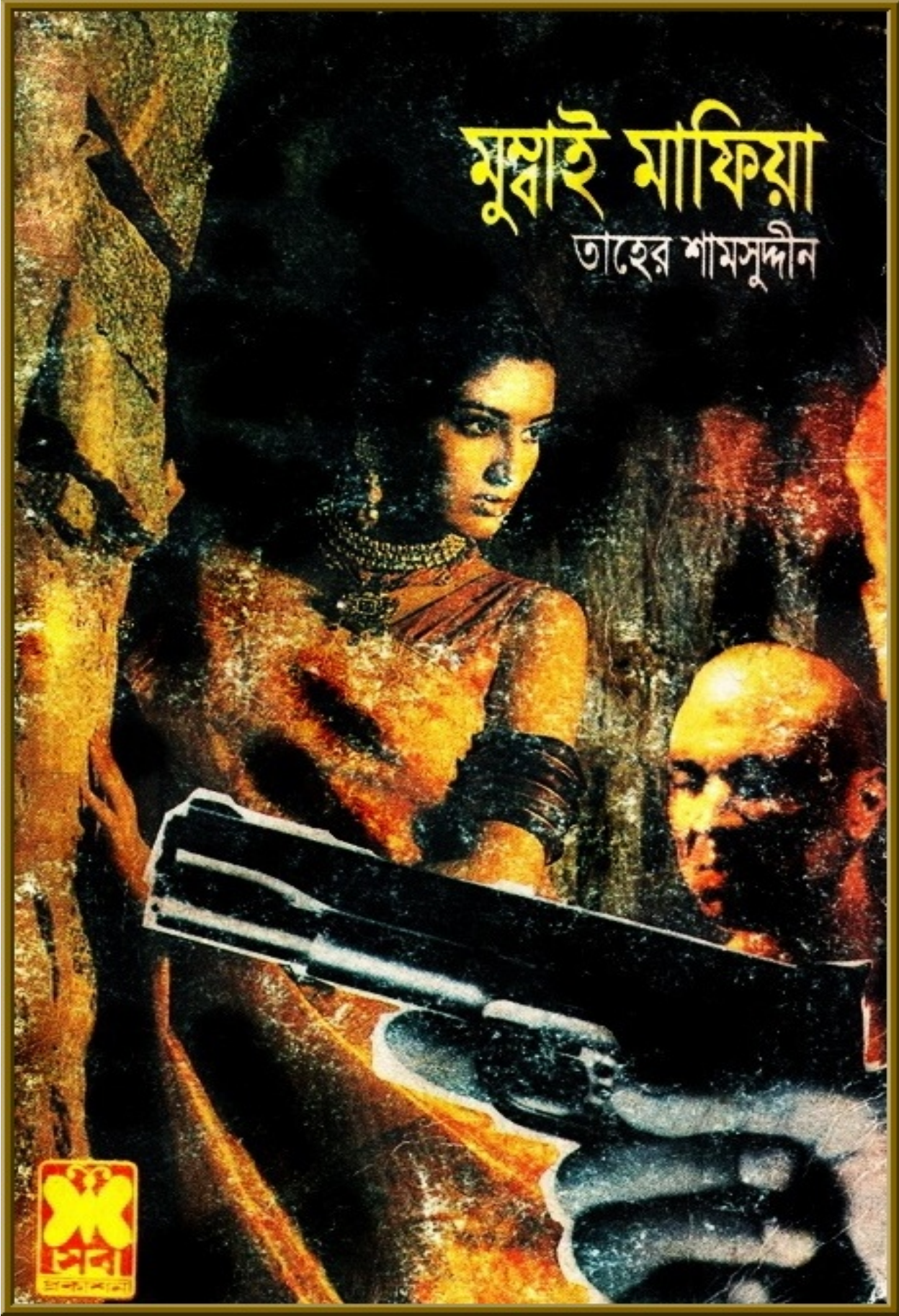

মুম্বাই মাফিয়া
তাহের শামসুদ্দীন
সেবা

রহস্যোপন্যাস

মুম্বাই মাফিয়া

তাহের শামসুদ্দীন

চণ্ডিগড়ের নামী পুলিশ অফিসার ভীমসেন সেকোয়াত। চাকরি ছেড়ে মুম্বাই শহরে খুললেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সী। ব্যবসা রমরমা। এক ধনকুবেরের চব্বিশ বছর বয়সী মেয়ে ব্ল্যাকমেইলের শিকার। ভীমসেনের সেক্রেটারি নিশা মলেট কেস্‌টা তুলে দিল তরুণ ডিটেকটিভ রাজিবের হাতে। রাজিব না জেনে পা দিল মুম্বাই মাফিয়ার ফাঁদে। তার সঙ্গে হাত মিলাল মাফিয়ারই প্রাণভোমরা নীলম আনজারিয়া...

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রহস্যোপন্যাস

মুম্বাই মাফিয়া

তাহের শামসুদ্দীন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সেবা প্রকাশনী

মুম্বাই মাফিয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এক

ভীমসেন সেকোয়াত ছিলেন ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের এক নামী পুলিশ অফিসার। ভিন্দ্রানওয়ালের খালিস্তানপন্থী উগ্রবাদীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে তাঁর সাফল্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতময়। এহেন মানুষটা বছর কয়েক আগে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন পশ্চিম উপকূলে, মুম্বাই শহরে।

মুম্বাই হলো ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী। দুর্বার এর আকর্ষণ। অন্ধকার রাতে সার্চলাইটের তীব্র আলোর ছটায় দিশাহারা পতঙ্গের মত সারা ভারতের এবং বিদেশের মানুষ নিত্য ছুটে আসে এখানে। ওরা আসে বিচিত্র খেয়ালে। আশা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা আর ধান্ধার টানে। ভীমসেন সেকোয়াতও এসেছিলেন।

পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন অপরাধ উদ্‌ঘাটন আর অপরাধীদের মোকাবিলায় পুলিশী ব্যবস্থার পাশাপাশি সৎ, দক্ষ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থারও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ ভারতের মত দেশে রয়েছে। বিশেষ করে মুম্বাইয়ের মত শহরে—যেখানে দরিদ্র নিঃস্ব ভাগ্যান্বেষী মানুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে ধনী-কোটিপতি-বিলাসী-ভোগী-গুণ্ডা-বদমাশ-প্রতারক-ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়কারী বা 'ব্ল্যাকমেলার'দের ভিড়। মুম্বাই-এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এখানে নিত্য এমন সব

অপরাধ ঘটে যেগুলোর প্রতিকারের জন্য ধনী লোকরা পুলিশের কাছে যেতে চায় না। এদেরই চাহিদা মেটানোর জন্য ভীমসেন খুলে বসেছিলেন তাঁর 'সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরো।' মুম্বাই শহরে আরও কয়েকটা নাম সর্বস্ব প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সী আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সেকোয়াত ব্যুরো বছর কয়েকের মধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে।

আজ এর কর্মীসংখ্যা দুই ডজনের ওপরে। খুন-জখম ছাড়া আর সব ধরনের ঘটনা নিয়ে ওরা কাজ করে। সবাই সাবেক পুলিশ, কিংবা সেনা অফিসার। দু'জন দু'জন করে টীম। অফিসে প্রত্যেক টীমের জন্য আলাদা কক্ষ। কোন টীম কি নিয়ে কাজ করছে তা অপর কোন টীমের কারও জানার সুযোগ নেই। কোন টীমের কাজ সম্পর্কে কিছু জানাজানি হয়ে গেলে ওই টীমের দু'জনেরই চাকরি খতম—এমনি কড়া আইন।

সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরোতে প্রাক্তন পুলিশ কিংবা সৈনিক না হয়েও চাকরি পেয়েছিল সৌখিন গোয়েন্দাগিরির নেশায় আচ্ছন্ন সুঠামদেহী এক উচ্চ শিক্ষিত সাহসী যুবক। নাম তার রাজিব খাণ্ডেওয়াল। প্রায় বছর খানেক কাজ করার পর ভীমসেন তাকে টীমকর্তা করেছেন এবং সাবেক লেফটেন্যান্ট সুভাষ চেট্টিয়ারকে দিয়েছেন সহকারী হিসাবে। রাজিবের সাথে একই ঘরে বসে সুভাষ।

দেখতে একটু বেঁটে মনে হলেও সুভাষ কিন্তু বেশ তাগড়া লোক। পেশীবহুল চওড়া কাঁধ। এক হারানো শিশুর খোঁজে রাজিব একবার চেন্নাই গিয়েছিল। সেখানেই পরিচয় হয় সুভাষের সাথে। সেনাবাহিনী থেকে সদ্য অবসর নিলেও বহুদিন থাকার ফলে চেন্নাইতে অনেকের সাথে পরিচয় ছিল সুভাষের। সেই পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে সুভাষ অনেক সাহায্য করে রাজিবের। শিশুটির

BanglaBook.org

অপহরণ রহস্য উদঘাটনেও সহায়তা করে। এতে রাজিব বুঝতে পারে যে গোয়েন্দাগিরিতে মাথা খুলবে লোকটার। তারই প্রস্তাবে সুভাষ চেট্টিয়ার চলে আসে মুম্বাই। যোগ দেয় 'সেকোয়াত ব্যুরো-তে'।

রাজিব খাণ্ডেওয়ালের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। অবিবাহিত। মুখের চেহারা এখনও যা আছে তা দেখে বাচ্চারা ভয় পায় না। দক্ষতার গুণে অল্প দিনেই মুম্বাই শহরে রামকান্ত দেশাই স্ট্রীটে ঘনশ্যাম বিল্ডিং-এর ওপরতলায় 'সেকোয়াত ব্যুরোর' একজন নামজাদা অফিসার।

সুভাষ চেট্টিয়ারও ইতোমধ্যে নিজেকে অপরিহার্য প্রমাণ করেছে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী রাজিবের কাছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে। সময় কত জিজ্ঞেস করে না। ওদের যে ধরনের কাজ তাতে এর গুরুত্ব অনেক। তথ্য ঘেঁটে বের করতে তার জুড়ি নেই। এতে রাজিবের অনেক সময় বেঁচে যায়। কাজ না থাকলে সুভাষ ড্যাং ড্যাং করে ঘোরে শহরময়। হোটেল-রেস্তোরাঁ, বার, শুঁড়িখানা, জাহাজঘাটা ও বন্দর এলাকার নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবন-যাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে সে। ষণ্ডা-গুণ্ডারা খর্ব আকৃতির কারণে তুচ্ছ করে তাকায়ও না তার দিকে। ওরা জানে না, ওই বেঁটে-খাট ধরনের ওই মানুষটির একটা ঘুষি হাতিকেও শুইয়ে দিতে পারে মাটিতে। আর্মিতে থাকাকালে বক্সিং-এ পাওয়া মেডেলগুলোর সংখ্যা তো নেহাত কম নয়।

জুলাই মাসের এই সকাল বেলায় রাজিব আর সুভাষ বসে আছে নিজেদের অফিসকক্ষে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায়। বাইরে বৃষ্টি, কিন্তু তাপমাত্রা কমছে না। এ সময় শহরে সৌখিন ধনী আর ট্যুরিস্টদের ভিড় কম থাকে। ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে নভেম্বরের শুরু থেকে।

BanglaBook.org

সুভাষ সিগারেট টানতে টানতে চিঠি লিখছিল মাদুরাইয়ে, এক বন্ধুকে। দুই পা টেবিলে তুলে দিয়ে রাজিব ভাবছিল অগ্নিকা ডি-মেলোর মুখ।

দু'জনের দেখা হয়েছে মাত্র মাসছয়েক আগে। দেখার সাথে সাথেই ভাল লাগা।

অগ্নিকা ডি-মেলো হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ-এর হোটেল রেইনবো-র রিসেপশনিস্ট। ব্ল্যাকমেলার বলে সন্দেহকৃত এক লোক থাকত সেই হোটেলে। তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে রাজিব গিয়েছিল। অগ্নিকাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতেই সে সহায়তা করে। ফলে রাজিব লোকটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার মত প্রচুর তথ্য পেয়ে যায়। মামলায় পাঁচ বছরের সাজা হয়ে যায় লোকটার।

অগ্নিকার মুখ, চোখ, চুল, গায়ের রঙ, গলার স্বর, দৈহিক গঠন এমন যে একটুখানি সেজেগুজে থাকলেই মুম্বাই-এর নামজাদা মডেল কন্যাদের একজন বলে চালিয়ে দেয়া যায়। সাজগোজ ছাড়াই হোটেলের গেস্টদের দৃষ্টি সারাক্ষণ বিদ্ধ করে তাকে। রাজিব আর অগ্নিকা ঘনিষ্ঠ হয়। প্রতি বুধবার রাতে তারা কোন ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খায়। খাওয়া-দাওয়ার পরে চলে যায় অগ্নিকার বাড়িতে। মাস তিনেক এভাবে চলার পর উভয়ে বুঝতে পারে যে তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে। গোয়েন্দাবৃত্তি গ্রহণের পরে ও তার আগে রাজিব নারীসঙ্গ পেয়েছে বটে, কিন্তু অগ্নিকা সবার সেরা। রাজিব বলেছিল বিয়েটা সেরে ফেললে হয়। এভাবে লুকোচুরি আর ক'দিন। দুষ্টু হাসি হেসে অগ্নিকা জবাব দিয়েছে 'এখনও নয়, রাজ। ইচ্ছা তো আমারও হয়। একটা ভাল চাকরি করি। তোমাকে বিয়ে করলে চাকরিটা ছাড়তে হবে। কারণ, তোমার আর আমার কাজের সময় মিলে না। তাই বলছি, আরও কিছুদিন সবুর করো।'

BanglaBook.org

রাজিবকে তাই মানতে হয়। আজ বুধবার। আজ রাতটা তাদের জন্য কি বয়ে আনবে তা ভাবতে যাচ্ছে রাজিব, এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠল।

সুইচ টিপে রাজিব বলল, 'খাণ্ডেওয়াল বলছি।'

'আমার অফিসে আসবে একটু, প্লীজ?' রাজিব চিনতে পারল নিশা মলেট-এর কর্কশ কণ্ঠস্বর।

নিশা মলেট হচ্ছে ভীমসেন সেকোয়াতের সেক্রেটারি এবং ডান হাত। দীর্ঘাঙ্গী, সুশ্রী এবং অতি দক্ষ। সে ডাকলে যেতে হয়।

দ্রুত পায়ে লম্বা করিডর পার হয়ে রাজিব গেল তার অফিসে। সেকোয়াতজী দিল্লী গেছেন। দায়িত্ব নিশার কাঁধে। দরজায় টোকা দিয়ে রাজিব ভেতরে যেতেই নিশা বলল, 'একটা কাজ এসেছে। মিসেস উর্মিলা রামারাম টেলিফোন করেছিলেন। তিনি আজই দুপুর বারোটায় আমাদের কাউকে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন। সাক্ষাতে বলবেন তিনি কি চান। তবে যে লোকটা যাবে সে যেন বুদ্ধিমান এবং তার পোশাক যেন ভদ্র গোছের হয়।'

'তিনি বলামাত্রই আমার কথা ভাবলে?' বলল রাজিব মুখোমুখি বসে।

'তোমার কথা ভাবলাম, যেহেতু এ মুহূর্তে তুমি ছাড়া আর সবার হাতে "কেস্" রয়েছে,' জবাব দিল নিশা মাপা কথায়।

'আচ্ছা, 'রামারাম পদবীটার অর্থ জানো?'

'জানি বলে মনে হয় না। হোমরা-চোমরা কেউ?'

'গণপত রামারাম মারা গেছেন। মিসেস উর্মিলা রামারাম বছরখানেক ধরে বিধবা। অসম্ভব ধনী। ক্ষমতা-প্রভাব অনেক। তাঁর সাথে খুব বিনয়নম্র ব্যবহার করবে। মহিলা নাকি বেশ কড়া। সহজে খুশি হন না। গিয়ে দেখো কি চান।' এক টুকরা কাগজ রাজিবের দিকে ঠেলে দিয়ে নিশা আবার বলল, 'এটা মহিলার ঠিকানা।

BanglaBook.org

কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় হাজির হবে ওখানে। রামারামদের কিছু টাকা আমাদের হাতেও আসুক।'

'আমি যাব, তাঁর বক্তব্য শুনব, যা বলবেন তাতে রাজি হব, এই তো?'

'ঠিক তাই। ফিরে এসে আমাকে রিপোর্ট করবে।'

নিশার টেলিফোন বেজে উঠল দেখে রাজিব খাণ্ডেওয়াল ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরাটা নিয়ে ফিরে গেল তার কক্ষে।

'একটা কাজ এসেছে হাতে,' বলল রাজিব। 'মিসেস গণপত রামারাম একজন গোয়েন্দা চান। তুমি একটু সাহায্য করো আমাকে, সুভাষ। মুম্বাই ক্রনিক্যাল পত্রিকার অফিসে গিয়ে সুখরাম আধারকারকে ধরে ওদের গত বছরের ফাইল ঘেঁটে গণপত রামারামের মৃত্যুর খবর, তার পরিবার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নিয়ে আসো। আমি বারোটায় দেখা করছি মহিলার সাথে। বিকেল চারটার দিকে আমরা মিলিত হব এখানে। তোমার হাত যেন খালি না থাকে।'

চেঙিয়ার লাফিয়ে উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে। এরকম কাজই চায় সে।

'দেখা হবে,' বলে চলে গেল সে।

বারোটা বাজার তিন মিনিট আগে রাজিব পৌঁছে গেল রামারামদের বাসভবনে।

বিশাল বাড়ি। গাছপালা, লন ইত্যাদি নিয়ে প্রায় দুই একর জমির ওপর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে পার্কিং টারম্যাক পর্যন্ত।

নিরিবিলি বলতে যা বোঝায় বাড়িটা তাই।

সিঁড়ি বেয়ে প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে বেল টিপল রাজিব।

পাঁচ মিনিট পরে দরজা খুলল সতর্কভাবে। সাদা কেটি, পাগড়ি

BanglaBook.org

আর কালো প্যান্ট পরা এক দীর্ঘদেহী পাঠান দাঁড়াল দরজা জুড়ে। তার বয়স সত্তরের কম হবে না।

লোকটার রক্তিম চোখ আর ঝুলে পড়া গালের পেশী দেখে রাজিবের বুঝতে কষ্ট হলো না যে ব্যাটা নেশা করে।

'রাজিব খাণ্ডেওয়াল,' বলল সে। 'মিসেস রামারাম জানেন আমি আসছি। সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরো।'

মাথা কাত করে সরে দাঁড়াল লোকটা।

'এদিকে যান, স্যার,' বলল সে সম্ভ্রম সহকারে। লম্বা লম্বা পা ফেলে একটা বড় ঘর পার হয়ে হাজির হলো আরেক দরজার সামনে। দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'একটু বসুন, মনিবজী এখনি আসবেন। রাজিব প্রবেশ করল বিশাল এক কক্ষে। নানা অ্যান্টিক দ্রব্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধানো ছবিতে ঘরটি সাজানো।

না বসে রাজিব চলে গেল জানালার কাছে। বিরাট বিস্তৃত পরিপাটি লন, গাছপালা আর দূরের আকাশে ভাসমান বিষণ্ন মেঘের স্তূপ খুঁটিয়ে দেখল সে। ভাবল, সে যে এসেছে তা মনিবকে বলতে কতখানি সময় নেবে গেঁজেল বাবুর্চিটা।

বিশ মিনিট কেটে গেল। এসময়ের মধ্যে রাজিব দেয়ালে ঝোলানো তৈলচিত্রগুলোর শৈল্পিক মান, অ্যান্টিক আসবাবগুলোর দাম কি হতে পারে তা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল। তার পরে আর কিছু করার মত না থাকায় বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে দরজা আবার খুলল এবং মিসেস রামারাম এলেন।

রাজিব ভেবেছিল সে একজন স্থূলদেহী, জমকালো পোশাক পরা প্রায়বৃদ্ধা মহিলাকে দেখবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। দেখল, মিসেস উর্মিলা রামারাম দীর্ঘকায়, মেদহীন, 'ফিগার' সচেতন মহিলা। তাঁর চুলের রং ধূসর। তাতে হেয়ার-ড্রেসারের হাতের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। মুখটা গম্ভীর হলেও সুশ্রী।

BanglaBook.org

রাজিবকে চোখ দিয়ে জরিপ করলেন তিনি। সেই দৃষ্টির সামনে রাজিবের মনে হলো সে বোধ হয় অন্তর্বাস পরে আসেনি।

'মি. খাণ্ডেওয়াল?' শীতল কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ঠিকই ধরেছেন।'

'বসুন। আমি বেশি সময় নেব না।'

পরিবেশটা প্রায় গোরস্থানের মতই উষ্ণ আর আনন্দময়।

নিশা তাকে বলে দিয়েছে এই মহিলার সাথে বিনীত আচরণ করতে। তাই একটুখানি মাথা নুইয়ে রাজিব বসল মহিলার দেখানো চেয়ারে।

মিসেস রামারাম পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। পেছন থেকে দেখলে তাঁর দেহটাকে তরুণীর দেহ বলেই ভ্রম হতে পারে। রাজিবের অনুমান তাঁর বয়স ৪৬ বছরের মত বা কিছু বেশি। তবে দেহের যত্ন নিয়েছেন বটে মহিলা।

রাজিব অপেক্ষা করে রইল। অপেক্ষা করতে সে অভ্যস্ত। অপেক্ষা করা তার কাজের অংশ।

রুমের শেষ প্রান্তে গিয়ে তিনি ঘুরলেন। থেমে আবার দৃষ্টি দিয়ে মাপলেন রাজিবকে। রাজিবও এবার ভাল করে দেখে নিল তাঁকে।

প্রায় দশ গজ দূর থেকে তাঁর শীতল কর্কশ কণ্ঠস্বর পৌঁছল রাজিবের কানে।

'শুনেছি আপনাদের ব্যুরো মুম্বাই-এ সেরা,' বললেন তিনি।

'তা না হলে আমি ওখানে কাজ করতাম না, মিসেস রামারাম,' জবাব দিল রাজিব।

রাজিবের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'মি. খাণ্ডেওয়াল, তাহলে তো মনে হয় আপনি নিজেকে ভাল গোয়েন্দাই ভাবেন।'

তাঁর কথার মধ্যে যে নাক শিঁটকানো ভাব তাতে বিরক্ত হলো

BanglaBook.org

রাজিব। গলায় একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে জবাব দিল, 'না, ভাল গোয়েন্দা বলে নিজেকে শুধু ভাবি না। আমি একজন ভাল গোয়েন্দা।'

রাজিবের প্রায় কাছে এসে থামলেন তিনি। চিন্তিতভাবে আবার তাকালেন তার দিকে। বসলেন এক অ্যান্টিক চেয়ারে।

'আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে আমার মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে। ব্ল্যাকমেল-এর কেস তো আপনারা ভাল'ই সামলান বলে জানি।'

'আপনি ঠিকই জানেন, মিসেস রামারাম,' বলল রাজিব নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

'আমি চাই আমার মেয়েকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এবং ব্ল্যাকমেলারটি কে তা আপনি বের করুন।'

'আপনার সহযোগিতা পেলে কোন সমস্যা হবে না,' বলল রাজিব। 'আপনার মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে ভাবার মত কি কারণ ঘটেছে বলবেন?'

'আমার মেয়ে প্রতি মাসের পয়লা দিনে তার অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ টাকা তুলছে। গত দশ মাস ধরে নিয়মিত তাই করেছে। সুনীল কেলকারজী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনিই জানিয়েছেন আমাকে।'

'কেলকারজী কে?' প্রশ্ন করল রাজিব।

'তিনি আমাদের পারিবারিক ব্যাংকার। মুম্বাই সিটি ব্যাংকের কর্তা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আমার স্বামীর।'

'আপনার মেয়ের নিজস্ব আয় এবং নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে?'

'দুর্ভাগ্যক্রমে আছে। আমার স্বামী বড় ভালবাসতেন আমাদের মেয়ে দর্শনাকে। তিনি একটা ট্রাস্ট করে বিপুল অঙ্কের টাকা দিয়ে যান তাকে। ট্রাস্ট থেকে মাসিক আয় আসে দেড় লাখ টাকা। এ বয়সের একটা মেয়ের জন্য এত টাকা হাস্যকর নয়কি?'

BanglaBook.org

'বয়স কত হয়েছে তাঁর?'

'চব্বিশ বছর।'

'চব্বিশ বছর বয়সী যে মেয়ের মাসিক আয় দেড় লাখ টাকা তার পক্ষে মাসে এক লাখ টাকা ব্যয় করা অস্বাভাবিক মনে করব না আমি। আপনি কেন অস্বাভাবিক ভাবছেন বলুন।'

'নিশ্চয় অস্বাভাবিক,' চড়া গলায় বললেন উর্মিলা রামারাম। 'আপনাকে বলতেই হচ্ছে যে দর্শনা সুস্থ মেয়ে নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে যখন গর্ভে ছিল তখন আমি হাম-জ্বরে আক্রান্ত হই। এর মানে কি হয় বোঝেন আপনি?'

'নিশ্চয়। মায়ের হাম-জ্বর গর্ভস্থ শিশুকেও ভোগায়।'

'ঠিক তাই। তার দৈহিক গঠন ঠিক মত হয়নি। গৃহশিক্ষক রাখতে হয়েছে শুরু থেকে, তবু শিক্ষা বলতে কিছুই হয়নি। বয়স বিশ বছর হবার আগে বোঝাই যায়নি যে সে বড় হচ্ছে। আমার স্বামী তার জন্য আয়ের এ ব্যবস্থা করে যান। প্রথম দু'মাস সে তার মাসিক আয় সম্পর্কে কোন আগ্রহই দেখায়নি। তার পরেই প্রতি মাসে এক লাখ করে টাকা তুলতে শুরু করে। সুনীল কেলকারজী আমার বন্ধু। তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। অনেক ভেবেচিন্তে মাত্র গত সপ্তাহেই আমার পরামর্শ নেয়ার সিদ্ধান্ত করেন। তিনিই আমাকে বলেছেন যে তাঁর ধারণা দর্শনাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে।'

'মিসেস রামারাম, পরিষ্কার করে বুঝে নেবার জন্য বলছি যে আমার ধারণা মতে আপনার স্বামী মারা গেছেন বারো মাস আগে। তার পরে আপনার মেয়ে টাকার মালিক হন এবং বিগত দশ মাস যাবৎ প্রতি মাসের পয়লা তারিখে এক লাখ টাকা তুলে নিচ্ছেন। এই তো কথা?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথম দুই মাস তিনি টাকা তোলেননি?'

BanglaBook.org

'কেলকারজীর বয়ানমতে মাসে বিশ হাজার টাকা করে তুলেছে নিজের ভরণপোষণ আর যে মেয়েমানুষটা তার দেখাশোনা করে তার বেতন দেয়ার জন্য। এ টাকাটা সে এখনও তোলে আলাদাভাবে।'

'আপনার মেয়ে আপনার সঙ্গে থাকেন না?'

শক্ত হয়ে গেলেন উর্মিলা রামারাম।

'নিশ্চয়ই না! আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নেই। ওই অদ্ভুত ট্রাস্ট ছাড়াও আমার স্বামী এই বাড়ির প্রান্ত সীমায় একটা কটেজ দান করে গেছেন। সে ওখানে থাকে পাঠান মেয়েমানুষটাকে নিয়ে। সেই মেয়ে মানুষটাই ঘরকন্না, রাঁধা-বাড়া সব করে। সপ্তাহ কয়েক দর্শনাকে দেখিনি। আমার বৃত্তে সে মেশে না কারও সঙ্গে, দুর্ভাগ্যক্রমে তার চেহারা আকর্ষণীয় নয়। আলাপচারিতায়ও সে একেবারে অচল।'

'তাঁর নিজস্ব বন্ধুবান্ধব আছে?' জানতে চাইল রাজিব।

'বলতে পারব না। তার জীবন নিয়ে সে আছে, আমার জীবন নিয়ে আমি।'

'ছেলে বন্ধু বান্ধব? বিশেষ কোন ছেলে বন্ধু?'

বিরসকণ্ঠে উর্মিলা রামারাম বললেন, 'থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। কোন ভাল ছেলে দর্শনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এটা কল্পনাও করতে পারি না। আগেই তো বলেছি, সে আকর্ষণীয় নয়।'

'কিন্তু মিসেস রামারাম, তিনি যে ধনী। আকর্ষণীয় না হলেও অনেক ছেলে জুটে যায় যদি মেয়েটা ধনী হয়,' বলল রাজিব।

'কেলকারজী আর আমি দু'জনেই তা নিয়ে ভেবেছি। সেটা সত্য কিনা তা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমি সেটা অবশ্যই করতে পারব। আপনার মেয়ে সম্পর্কে আমার আরও সামান্য কিছু জানার আছে।'

BanglaBook.org

'বেশি জানাতে পারব না। বলেছি তো, আমাদের দেখাসাক্ষাৎই হয় খুব কম।'

এই মহিলাটির প্রতি বিতৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল রাজিব। এ কেমন মা, ভাবল সে।

'মেয়েটি কি আপনার একমাত্র সন্তান?'

মিসেস উর্মিলা রামারামের দু'চোখ যেন জ্বলে উঠল ক্রোধে।

'এক ছেলে ছিল। তার সম্পর্কে আলোচনার দরকার নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। চলে যাবার পরে তার কোন খবর পাইনি। এতে আমি খুশি। দর্শনাকে নিয়ে যে সমস্যা তাতে সে জড়িত নয়—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আমি সুনীল কেলকারের সাথে সাক্ষাৎ করলে আপনার কোন আপত্তি থাকবে?'

'মোটেই না। কেলকারজীর ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আসলে আপনাদের সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন। দেখা করুন তাঁর সাথে।'

'আপনার মেয়ের সাথে দেখা করলে? তাঁকে আমার দেখার দরকার আছে।'

'আগামীকাল মাসের পয়লা দিন। দর্শনা নিশ্চয়ই যাবে ব্যাংকে। আপনি যাতে তাকে দেখতে পান সেই ব্যবস্থা করবেন কেলকারজী। কিন্তু কোন অজুহাতেই তার সামনে যেতে বা তার সাথে কথা বলতে পারবেন না আপনি। তার সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে এটা আমি দর্শনাকে জানতে দিতে চাই না। কেলকারজী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জানার দরকার নেই। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে আপনাদের ব্যুরোর সুনাম আছে বলে আমি শুনেছি।'

'গোপনীয়তার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন মিসেস রামারাম,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রাজিব। 'আজ বিকেলেই

BanglaBook.org

দেখা করব মি. কেলকারের সঙ্গে। আপনাকে বলার মত কিছু পেলে যোগাযোগ করব।'

'বেশি সময় নেবেন না। আপনাদের চার্জ বড় বেশি।'

'আমাদের হাতে অনেক কাজ, মিসেস রামারাম। বিশ্বাস রাখতে পারেন যে আপনি যা জানতে চান তা জানাতে আমরা বেশি সময় নেব না।'

'তথ্যটা পেলে টেলিফোন করে সাক্ষাতের একটা সময় ঠিক করে নেবেন। আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। আপনি যেতে পারেন। আমার খানসামা গাঙ্গু খান গাঁজাখোর। ওকে আমি ঘাঁটাই না পারতপক্ষে। নইলে সে আপনাকে বিদায় দিতে সঙ্গে যেত।'

'মিসেস রামারাম, আপনি কি লোকটিকে ছাড়াতে চান?' প্রশ্ন করল রাজিব দরজার কাছে গিয়ে।

ভ্রূ উঁচিয়ে শীতল দৃষ্টি হেনে উর্মিলা দেবী বললেন, 'গাঙ্গু ৩০ বছরের বেশি কাল রয়েছে আমাদের পরিবারের সাথে। সে জানে আমার অভ্যাস আচরণ। জিনিসপত্রের কদরও বোঝে। আমার বন্ধুরা তাকে পছন্দ করে। তার অবস্থা আরও খারাপ হবার আগ পর্যন্ত সে থাকবে। বিদায় মি. খাণ্ডেওয়াল।'

নীরব বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল রাজিব। বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে গিয়ে উঠল নিজের গাড়িতে।

ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকে হ্যামবার্গার দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিল। তারপরে বেলা তিনটায় পৌঁছল মুম্বাই সিটি ব্যাংকের সামনে।

বেশ ধনী ব্যাংক বলেই মনে হলো তার। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড সতর্ক অবস্থায় দাঁড়ানো। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বুলেটপ্রুফ কাঁচের আড়ালে। ফুলের ভাস, ভারী মোটা কার্পেট। শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের মৃদু গুঞ্জন।

দুই নিরাপত্তারক্ষীর কড়া দৃষ্টির মধ্যে রাজিব পৌঁছল

BanglaBook.org

'রিসেপশন' ব্যানার শোভিত এক টেবিলে। একজন বয়স্কা গোলমুখো মহিলা বসে আছেন। নিস্পৃহভাবে মহিলা দেখলেন রাজিবকে। মহিলার ভাবসাব লক্ষ্য করে রাজিব বুঝল টাকার গন্ধ শোঁকার ট্রেনিং আছে মহিলার। কিন্তু রাজিবের গা থেকে টাকার গন্ধ বেরুচ্ছে না।

'বলুন?'

'মি. কেলকার,' বলল রাজিব।

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

রাজিব পকেট থেকে তার পেশাগত পরিচিতি কার্ড বের করে টেবিলে রেখে বলল, 'তাঁকে এটা দিলে তিনি দেখা করবেন আমার সঙ্গে।'

কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখলেন মহিলা। তারপর রাজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মি. কেলকার ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আপনার কি কাজ?'

'আপনার কৌতূহল যদি অতই প্রবল হয় তাহলে মিসেস উর্মিলা রামারামকে টেলিফোন করুন। তিনিই বুঝিয়ে বলবেন আপনাকে। তিনি আবার আপনার ভবিষ্যৎ জীবনটাকেও নড়বড়ে করে দিতে পারেন,' বলে দাঁত বের করে বন্ধুর মত হাসল রাজিব। 'নিন না একটা চান্স—টেলিফোনটা করেই দেখুন না।'

মিসেস উর্মিলা রামারামের নামটা যেন বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল মহিলার কানে। খপ করে রাজিবের কার্ডটা নিয়ে মাথা উঁচু এবং পিঠ খাড়া করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি।

নিরাপত্তা রক্ষীদের একজন একটু ঘনিয়ে এল রাজিবের দিকে। রাজিব তাকে চোখ টিপে ইশারা দিতেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বন্দুকের বাঁটে হাত চেপে সরে গেল রক্ষীটা।

রাজিব মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে দেখল লোকের টাকা জমা দেয়া,

BanglaBook.org

টাকা তোলা, কর্মচারীদের ব্যস্ততা ইত্যাদি।

গোলমুখো মহিলা ফিরে এলেন। বললেন, 'মি. কেলকার দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। ওই দিকে যান, প্রথম দরজা।' তাঁর গলার আওয়াজ এত শীতল, যেন এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রটাকেও লজ্জা পাইয়ে দেবে।

রিসেপশনিস্টকে 'ধন্যবাদ' বলে রাজিব তাঁর নির্দেশমত এক দরজার সামনে গেল। দরজার ওপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা 'সুনীল্ল কেলকার-এমডি।' মৃদু টোকা দিয়ে পেতলের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে প্রবেশ করল মস্ত বড় এক অফিস ঘরে। সেই ঘরে লাউঞ্জিং চেয়ার, সোফা, ককটেল ক্যাবিনেট সবই রয়েছে। আরও আছে বিলিয়ার্ড খেলার উপযোগী প্রকাণ্ড এক টেবিল।

সেই টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন সুনীল কেলকার। রাজিবকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মোটা, বেঁটে, টেকো লোকটা। মুখে ভালমানুষী ছাপ। কিন্তু চোখ দু'টি সতর্ক ও চঞ্চল। দৃষ্টি লেসার রশ্মির মত।

হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে রসার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, 'মি. খাণ্ডেওয়াল, মিসেস রামারাম বলেছিলেন আপনি আসবেন এবং কয়েকটা প্রশ্ন করবেন।'

রাজিব বসল আরামদায়ক চেয়ারটায়। মি. কেলকারও বসলেন নিজের চেয়ারে।

'মি. কেলকার, মেয়েটা সম্পর্কে আপনার মতামতটা আমাকে জানাবেন? তার মা বলেছেন সে প্রতিবন্ধী। আপনি কি মনে করেন?'

'খোলাখুলি বলছি, আমি জানি না। দেখলে মনে হয় তার অসুবিধাটা কেটে গেছে,' বলে থামলেন কেলকার। তারপর আবার বললেন, 'তাকে স্বাভাবিকই দেখায়। তবে আমি তাকে দেখি মাত্র

BanglaBook.org

মিনিট কয়েক। টাকা তোলার সময়। পোশাক অদ্ভুত। কিন্তু ওরকম অদ্ভুত পোশাক তো অন্য মেয়েরাও আজকাল পরে।'

'শুনলাম একটা ট্রাস্ট নাকি আছে। মেয়েটা কেবল আয়টাই ছুঁতে পারে। আয় নাকি মাসে দেড় লাখ। মেয়েটা মারা গেলে এ টাকার কি হবে?'

ভ্রূ কপালে তুলে সুনীল কেলকার বললেন, 'মি. খাণ্ডেওয়াল, ওর বয়স তো মাত্র ২৪।'

'দুর্ঘটনাক্রমে মানুষ যে কোন বয়সে মারা যেতে পারে।'

'মারা গেলে ট্রাস্ট বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং টাকাটা চলে যাবে পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে।'

'কত টাকা?'

'গণপত রামারাম ছিলেন ভারতের সবচেয়ে বড় ধনীদের একজন। ট্রাস্টের টাকার অঙ্কটা আপনাকে বলা যাবে না।'

'মিসেস উর্মিলা রামারাম স্বামীর টাকাকড়ির মালিক হয়েছেন। মেয়ে মারা গেলে তিনি আরও টাকার মালিক হবেন?'

'তা ঠিক। আর কোন উত্তরাধিকারী নেই।'

'একটি ছেলে আছে,' বলল রাজিব।

মুখ বিকৃত করে কেলকারজী বললেন, 'হাঁ, কিরণ রামারাম। তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয় দু'বছর আগে, যখন সে ঘর ছেড়ে চলে যায়। পারিবারিক অর্থসম্পত্তির ওপর তার কোন দাবি নেই।'

'কারও কোন দাবি নেই?'

রাজিবের প্রশ্নে বিরক্ত হয়েছেন এমন ভঙ্গি দেখিয়ে নড়েচড়ে বসে সুনীল কেলকার বললেন, 'গণপতজী তাঁর খানসামা ও বাবুর্চি গাঙ্গু খানকে তাঁর মৃত্যুর পর পরই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বলে গেছেন তাঁর উইলে।

'আচ্ছা, মেয়েটি যে প্রতি মাসে ১ লাখ টাকা তুলে নেয় এর

BanglaBook.org

কারণ ব্ল্যাকমেল বলে মনে হয় আপনার?'

হঠাৎ সাধুসন্তের মত মুখ করে সুনীল কেলকার বললেন, 'খাণ্ডেওয়ালজী, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ব্যাংকিং-এ আছি। মিস রামারামের বয়স মাত্র ২৪ বছর। তাকে আমার স্বাভাবিকই মনে হয়। নিজের টাকা দিয়ে যা কিছু ইচ্ছা করার অধিকার রয়েছে তার। তবে কিনা গণপত রামারাম আর আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করতাম পরস্পরকে। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যে তাঁর যদি কিছু হয়ে যায় এবং দর্শনা ওই টাকার মালিক হয় তখন আমি দর্শনার ওপর কড়া নজর রাখব। মিসেস রামারামও আমার বন্ধু। আর্থিক বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমার ওপর নির্ভর করেন। নির্ভর করেন কোন সমস্যা দেখা দিলে তার মোকাবিলার ব্যাপারে। এসব কারণ না থাকলে আমি দর্শনার এভাবে টাকা তোলার ব্যাপারটা মিসেস রামারামকে বলতাম না। স্বীকার করছি যে আমি দ্বিধা করেছি। দর্শনা তার টাকা নিয়ে কি করছে না করছে তা ওর মাকে জানানো আমার কাছে অনৈতিক মনে হয়েছে। দশ মাস অপেক্ষা করে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত পুরানো বন্ধুদের প্রতি কর্তব্যবোধে মিসেস রামারামকে জানিয়েছি এবং বলেছি ব্ল্যাকমেলের সম্ভাবনাটা তদন্ত করিয়ে দেখার জন্য।'

'আপনার বক্তব্য বুঝলাম, কেলকারজী।'

'আমি আপনাকে যা বললাম তা প্রকাশ করা যাবে না, বুঝছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। মি. কেলকার, আমি মিস দর্শনা রামারামকে কেবল দেখতে চাই। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করেছেন তাঁর মা। দেখাটা কিভাবে সম্ভব হবে?'

'খুব সহজ। সে আগামীকাল এখানে আসবে টাকা তোলার জন্য। সে আমার অফিসে ঢোকা এবং বেরিয়ে যাবার সময় আপনি

BanglaBook.org

যাতে তাকে দেখেন সেই ব্যবস্থা আমি করে রাখব। বাকিটা আপনার হাতে।'

'চমৎকার। কাল ক'টায় এখানে হাজির হব?'

'সব সময় সে বেলা দশটায় আসে। আপনি ৯টা ৪৫ এ আসুন। লবিতে অপেক্ষা করুন। সে আসলে আপনাকে ইশারা করতে বলে রাখব মিস দুর্গা ছেত্রীকে।

টেলিফোন বেজে উঠল টেবিলে। চঞ্চল হয়ে রিসিভার ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে কেলকার বললেন, 'দুঃখিত, মি. খাণ্ডেওয়াল। আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না। আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে...'

রাজিব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আবারও হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে। এখন যাই।'

'আমি নিশ্চিত যে এ সামান্য সমস্যা সমাধানে আপনি সক্ষম হবেন। আপনাদের সংস্থার অনেক সুনাম শুনেছি,' বলতে বলতে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন তিনি রাজিবকে।

নিশা মলেট শুনল রাজিবের রিপোর্ট। মাঝে মাঝে নোটও নিল।

'মিসেস রামারাম তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি চান কেসটার। তিনি মনে করেন আমাদের চার্জ বড্ড বেশি,' বলল রাজিব।

নিরুত্তাপ হাসি হেসে নিশা জবাব দিল, 'ওরা সবাই বলে, তবু আসে আমাদের কাছে। তোমার এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি?'

'ব্যাংকে যাওয়া, দর্শনার পিছু নেয়া, টাকাটা সে কোথায় দিয়ে আসে তা দেখা, ভাগ্য প্রসন্ন হলে গোটা চিত্রটা দেখে ফেলা। চেট্টিয়ারকে লাগিয়ে দিয়েছি রামারামদের অতীতটা খুঁড়ে বের করতে।'

'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও,' বলে নিশা টেলিফোনে হাত দিল।

রাজিব সুভাষ চেট্টিয়ারকে পেল টাইপরাইটার নিয়ে যুদ্ধরত

BanglaBook.org

অবস্থায়। মিসেস রামারাম আর সুনীল কেলকারের সাথে সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাল তাকে। পরিশেষে বলল, 'আমার কাছে বিভ্রান্তিকর লাগছে কি জানো? মিসেস রামারাম মেয়েকে একদম পছন্দ করেন না। মেয়েও তাঁকে পছন্দ করে না। সেই মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা তা জানবার জন্য এত টাকা খরচ করে আমাদেরকে নিয়োগ করলেন কেন? এটা আমার জানা দরকার। এর মধ্যে আমি কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি।'

সুভাষ বলল, 'ওটা নিয়ে আমরা ভাবব কেন? আমাদেরকে ডাকা হয়েছে মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে কিনা এবং হলে কেন হচ্ছে তা খুঁজে বের করার জন্য। মিসেস রামারামের উদ্দেশ্য বা মতলবের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য নয়।'

'আমার মতে, ওটা জানতে পারলে কেসটা আরও আকর্ষণীয় হত। যাকগে, দর্শনাকে দেখার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছি। কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে, সুভাষ। আমি যাব ব্যাংকের ভেতরে। অপেক্ষা করব রিসেপশনিস্ট-এর সঙ্কেতের জন্য। তুমি থাকবে বাইরে। আমি ইশারা দিতেই তুমি তাকে ফলো করবে সামনে থেকে। আমি পেছন থেকে। তার গাড়িকে চোখের আড়ালে যেতে দেব না। সেই আমাদেরকে ব্ল্যাকমেলারের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে রাজিব, কাজটা তুমি যেমন বললে তেমনি সহজও হতে পারে।'

'তুমি কি করে এসেছ বলো আমাকে।'

'আমি যা পেয়েছি তাও আকর্ষণীয় হতে পারে তোমার কাছে। সিটি ক্রনিকল-এর ফাইল ঘেঁটে আধারকরের সহায়তায় জেনেছি যে গণপত রামারাম নামী লোক ছিলেন। মুম্বাই-এর বিখ্যাত স্টক ব্রোকার রামারাম অ্যান্ড চাদ্ধা-র সিনিয়র পার্টনার ছিলেন তিনি।

BanglaBook.org

কারবার করতেন প্রধানত সেরা ধনীদের সাথে। রামারামের হাতের স্পর্শে যাদু ছিল। কোন্ স্টক বা বস্তুটা কিনতে হবে, কখন কিনতে হবে, আর কখন বেচতে হবে, এসব ছিল তাঁর নখদর্পণে। মক্কেলদের তো বটেই, নিজের জন্যও বড় বড় দাঁও মেরেছেন তিনি।

'পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন উদীয়মান ব্রোকার হিসাবে। বিয়ে করেন উর্মিলা মালহোত্রাকে। উর্মিলার বাবা ছিলেন ভোজ্য তেলের বিরাট কারবারী রঘুনাথ মালহোত্রা। গণপত রামারামের দুই সন্তান। কিরণ আর দর্শনা। ওদের সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। মিসেস রামারামের সামাজিক পরিমণ্ডল অনেক বড়। উঁচু সমাজে তার জনপ্রিয়তাও প্রবল। স্বামীর রেখে যাওয়া টাকা দু'হাতে খরচ করেন। তাঁর পার্টিতে ভিড় করে লোকে।

'গত বছর ৬২ বছর বয়স্ক গণপত রামারামকে তাঁর লাইব্রেরীতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হার্টের রোগী ছিলেন বছর দশেক ধরে। সব সময় অত্যন্ত চাপের মধ্যে থাকতেন। নিজের এবং এ শহরের আরও কিছু ধনকুবেরের জন্য টাকার পাহাড় বানাতে গিয়ে ব্যস্ততা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। গণপত রামারামের মৃত্যু তাঁর স্ত্রী বা তাঁর ডাক্তার কারও কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। ডেথ সার্টিফিকেটও পরিষ্কার। তবে কপালে একটা ক্ষতের দাগ ছিল। তদন্তকারী অফিসারের সন্দেহ ছিল ওটা নিয়ে। কিন্তু ডাক্তারী মত হলো, ওই দাগটা হার্ট অ্যাটাকের পরে পড়ে যাবার সময় টেবিলের কোণায় লেগে যাবার ফলে হয়েছে। তাঁর খানসামা পাঠান গাঙ্গু খান জবানবন্দীতে বলেছে যে একটা ভারী জিনিস পতনের শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে সে তার মনিবকে মৃত দেখতে পায়। স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু। মিসেস রামারাম অঢেল টাকার মালিক হন। দর্শনা পায় মাসে

BanglaBook.org

দেড় লাখ। কিরণ রামারাম কিছুই পায় না।'

'চমৎকার, সুভাষ,' বলল রাজিব। 'তুমি যা জানালে তা খুবই চমৎকার। আমাদের কাজ হচ্ছে দর্শনাকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা তা জানা। এর বাইরে আমাদের আর কিছু করণীয় নেই। তবু আমি রামারামদের ব্যাপারে আরও কিছু জানতে চাই। জানতে চাই ছেলে কিরণ সম্পর্কে, গাঁজাখোর খানসামাটির ব্যাপারে। লোকটা পাঠান, মুসলিম। রামারাম পরিবার ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত এটা অনুমান করা যায়। কিন্তু গাঙ্গু খানকে গণপত রামারাম কোথা থেকে জুটিয়েছিলেন জানার ইচ্ছা করে। যাকগে, চলো একটা ফাইল খুলি। জানো তো সেকোয়াতজী দিল্লী থেকে ফিরেই জানতে চাইবেন খুঁটিনাটি সব তথ্য।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় শেষ হলো ওদের কাজ। রাজিবের মন ছুটে গেল অগ্নিকা ডি-মেলোর কাছে। এ রাতেই সে সব সময় অগ্নিকাকে নিয়ে চলে যায় সী-বীচ এ। সেখানে রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। গলদা চিংড়ি আর কাঁকড়ার লোভে ভিড় জমে লোকের। একটা রেস্তোরাঁ তাদের প্রিয়। মালিক রাজিবের চেনা। গলাকাটা দাম নেয় না।

'আজ রাতে তোমার প্রোগ্রাম কি, সুভাষ?' জানতে চাইল রাজিব টেবিল সাফ করতে করতে।

'আমার আবার প্রোগ্রাম কি। ঘরে ফিরব। কিছু রেঁধে নেব পেট ভরানোর জন্য। খেয়ে টিভি-র সামনে বসে থাকব শোবার আগ পর্যন্ত।'

'এভাবে বাঁচার কোন মানে হয় না। আমার মত একটি আগ্রহী ভাল মেয়ে খুঁজে নাও।'

'আমাকে টাকা জমাতে হয়। আমি এতেই সুখী। যাই রাজিব,' বলে হাত নেড়ে চলে গেল চেট্টিয়ার।

কোলাবা কজওয়ের পর থেকে মধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকা।

BanglaBook.org

সেখানে রাজিবের দুই কামরার ফ্ল্যাট। তার পরেই শ্রমিকদের বস্তি এলাকা। নড়বড়ে লিফ্‌টে চড়ে চারতলায় উঠে গেল সে।

মুম্বাই শহরে প্রথম এসে এ ঘর দুটো ভাড়া নেয় সে। তখন মনে হয়েছিল বেশ সস্তা। তবে রুম দু'টির অবস্থা কাহিল। দেয়ালের রং গাঢ় সবুজ। আসবাবপত্র পুরানো। খাটটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে। বিছানার গদি উঁচু-নিচু।

রাজিব নিজেকে বুঝিয়েছে যে বেশি দিন তো থাকবে না এখানে। তাছাড়া ভাড়াটা খুবই কম। কাজেই রুম দু'টি নিলে দোষ কি।

কিন্তু এসব বিবেচনা উল্টে গেছে অগ্নিকা তার বাসায় আসার জন্য গোঁ ধরার পরে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিয়ে অগ্নিকা বলে ওঠে, 'এরকম একটা গর্তের মধ্যে তোমার থাকা চলবে না।'

রাজিব তাকে ভাড়ার কথাটা বলল। 'ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায়।' বলল অগ্নিকা।

করল বটে! এক সপ্তাহের জন্য রাজিবকে থাকতে হলো সুভাষ চেট্টিয়ারের ছোট আস্তানায়। হোটেল রেইনবো-র দু'জন রং মিস্ত্রি'র সাহায্যে রুম দুটোর চেহারা পাল্টে দিয়েছে। হোটেলের স্টোররুম থেকে পানির দামে আসবাব এনে সাজিয়েছে। এক সপ্তাহ পরে সব কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রাজিব।

তবে ঘরে ঢুকে ই সামনে চোখে পড়ে হা-করা ফাঁকা দেয়াল। এর কি ব্যবস্থা করবে তা এখনও ওদের কারও মাথায় আসেনি। রাজিব ভেবেছে দেয়ালজোড়া বুকশেলফ-এর কথা। অগ্নিকা বলে, আধুনিক পেইন্টিং-এর একটি ভাল কপি এনে ঝুলিয়ে দেবে।

রাজিব প্রবেশ করল তার ফ্ল্যাটে। দেয়ালটা আর ফাঁকা নেই।

দেয়াল জুড়ে কাঠ কয়লা দিয়ে বড় বড় মোটা অক্ষরে লিখিত

BanglaBook.org

রয়েছে এক বার্তা:

দর্শনা থেকে দূরে থাকো, নইলে···

সামনের দরজার পেছনে লুকিয়ে লোকটা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল রাজিবের জন্য। খুব চটপটে এবং দক্ষ লোক। রাজিব কেবল আঘাতটা নেমে আসার শব্দ শুনেছিল। তারপরেই চোখে সর্ষে ফুল। শেষে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

দুই

পরদিন পৌনে দশটায় প্রায় থপথপ করে রাজিব প্রবেশ করল মুম্বাই সিটি ব্যাংকের লবিতে। রিসেপশনিস্ট মিস দুর্গা ছেত্রীর শীতল দৃষ্টির সামনে।

'মি. কেলকারকে জানাচ্ছি। নামটা মি. খাণ্ডেওয়াল তো?'

বুড়ি বোয়ালটির ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল রাজিব। তাই জবাব দিল, 'আপনার দক্ষতার জন্য ধন্যবাদ, নামটা শ্রীমতি দুর্গা ছেত্রী, তাই না?'

মুখের অর্গল শক্তভাবে বন্ধ করে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি। বললেন, 'মি. কেলকার, মি. খাণ্ডেওয়াল এসেছেন।'

ভরপেট ভোজন শেষে পরিতৃপ্ত বামুনের মত মুখ করে সুনীল কেলকার নিজের অফিস কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করল রাজিবের সাথে। বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, আপনি এখানে বসে থাকুন। দুর্গা ছেত্রীকে বলে দিয়েছি মিস রামারাম আসা মাত্রই

BanglaBook.org

আপনাকে সতর্ক করে দিতে।'

রাজিব তাই করল। রিসেপশন টেবিলের দশ ফুটের মধ্যে একটা আরামদায়ক চেয়ারে চেপে বসে খুশিই হলো সে।

প্রচণ্ড মাথাব্যথায় ছটফট করছিল সে। অগ্নিকার সেবাযত্ন এবং সকালে পাঁচটা অ্যাসপ্রো গেলার পরও মাথাব্যথাটা কমছে না।

আগের দিনের সন্ধ্যার ঘটনাটা নিয়ে ভাবল সে।

অগ্নিকা তাকে নিতে এসে দেখে সামনের দরজা খোলা, দেয়ালের লিখন, আর ফ্লোরে পড়ে থাকা রাজিবকে।

অগ্নিকা সেই বিরল ধাঁচের মেয়ে, যারা যে কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে। রাজিবকে তুলে বসায়। ডান কানের পেছনে ডিম্বের মত ফুলে ওঠা পিণ্ডটা দেখে। একটি কথাও না বলে ছুটে যায় কিচেনে। আইস প্যাক বানিয়ে এনে আস্তে করে চেপে ধরে ফোলা জায়গাটার ওপর। মিনিট দশেক এই চিকিৎসা চলার পরে রাজিবের মাথা পরিষ্কার হয়ে আসে।

'দুঃখিত অগ্নিকা,' বলে রাজিব। 'আমার এক অপ্রত্যাশিত মেহমান এসে পড়েছিল।'

'উঁহু, কোন কথা নয়। তোমার শুয়ে পড়া উচিত।'

কথাটা মনে ধরল রাজিবের। অগ্নিকার সহায়তায় পোশাক পাল্টে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল বিছানায়।

মাথাটা কোনক্রমে বালিশে রেখে বলল, 'এখন বরফ দিয়ে একটা ডবল হুইস্কি হলে কাজ হত মনে হয়।'

'অ্যালকোহল চলবে না। মাথার ভেতরে কিছু হলো কিনা জানতে হবে। আমি ডাক্তার ডাকব,' বলল অগ্নিকা জোর গলায়।

'না, না, কিছু হয়নি আমার। ডাক্তার লাগবে না। মাথার খুলিতে একটা পেশাগত টোকা লেগেছে মাত্র। কাল ঠিক হয়ে যাব। একটা ড্রিঙ্ক দিয়েই দেখো না।'

BanglaBook.org

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অগ্নিকা উঠে গেল রাজিবের পাশ থেকে। রাজিব চোখ বুজে শুনল সে ড্রিঙ্ক মেশাচ্ছে। ফিরে আসলে রাজিব দেখে খুশি হলো যে নিজের জন্যও একটা ড্রিঙ্ক বানিয়েছে। বসল রাজিবের বিছানায়। উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'রাজ, আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলে তুমি।'

'সবই ঠিক আছে। অত ভেঙে পড়ার মত কিছু হয়নি।'

'কি ঘটছিল বলো তো?'

'তোমার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমি একটা নতুন কেস নিয়ে কাজ করছি। মনে হচ্ছে আমার প্রতিপক্ষ রয়েছে।'

'তাই নাকি?' বলল অগ্নিকা। সে ইতিমধ্যেই জেনে গেছে যে রাজিব তার কাজকর্মের বিষয়ে কখনও মুখ খোলে না। রাজিব ওর মাথায় এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে 'সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরোর' কোন কর্মচারীই নিজের কাজ সম্পর্কে বাইরে কথা বলতে পারে না। তাই অগ্নিকা কেবল এটুকু জানতে চাইল, 'দর্শনা কে?'

'না, ওটাও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে তিনটা ঘুমের বড়ি দিচ্ছি। এগুলো খাও। তোমার লম্বা ঘুম দরকার।'

'তুমি শোবে না একটু?' বলল রাজিব।

'না হে না, আজ ওসব হবে না। বড়িগুলো নাও তো।'

তীব্র যন্ত্রণায় মাথা যেরকম ফেটে যাচ্ছে তাতে রাজিবের মনে হলো বড়িগুলো গিলে ফেলাই উচিত। হাত বাড়িয়ে বড়ি তিনটি নিল সে।

'আচ্ছা, দরজা খুলে ওরা ঢুকল কিভাবে?'

'তালা খুলে ফেলেছিল মনে হয়।'

'আমি কালই একজন ভাল তালা মিস্ত্রি এনে তোমার দরজা যাতে কেউ খুলতে না পারে সেই ব্যবস্থা করব। নতুন চাবিগুলো

BanglaBook.org

রেখে যাব তোমার চিঠিপত্রের বাক্সে। এখন ঘুমাও,' বলে রাজিবের কপালে চুমু দিয়ে চলে গেল অগ্নিকা।

রাজিব ঘুমিয়েছে। পরদিন মাথাব্যথা না ছাড়লেও সুভাষ চেট্টিয়ারের সঙ্গে একত্র হয় তার বাসার সামনে বেলা ৯টায়। যার যার গাড়িতে চলে যায় ব্যাংকে। আগেই পৌঁছে যায় ওরা। তাই সুভাষের গাড়িতে বসে রাতের ঘটনা রাজিব বলে সবিস্তারে।

'গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে, রাজিব,' বলল সুভাষ।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে আমাদের কাজটাই তো গোলমেলে।'

'কেউ নিশ্চয়ই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিল যে তুমি দর্শনার ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করছ। তারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন হলো, তাদেরকে জানিয়ে দিল কে?'

'সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

৯টা ৪৫ মিনিটের আগ মুহূর্তে সুভাষের গাড়ি থেকে নেমে রাজিব বলল, 'আমি তোমাকে সঙ্কেত দেব,' তারপরে চলে গেল ব্যাংকের ভেতরে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আরামদায়ক চেয়ারে বসে রাজিব মুম্বাই গেজেট পত্রিকা পড়ার ভান করছে, আর নজর রাখছে দুর্গা ছেত্রীর ওপর। দুর্গা টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল দুর্গা ছেত্রী। তার গোমড়া মুখে একটু হাসির আভাস। রাজিব বুঝল মহামুহূর্তটি এসে গেছে। ব্যাংকের প্রবেশ পথের দিকে তাকাল সে।

একটি মেয়ে প্রবেশ করল। দ্বাররক্ষী স্যালুট ঠুকল তাকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে আসল মেয়েটি। ওকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রাজিব।

দিয়াশলাইর কাঠির মত পাতলা। সামনেটা-পিছনটা সমান। মাথায় কাকের বাসা। চোখে চারইঞ্চি সানগ্লাস। গায়ে কালো

BanglaBook.org

ঢিলেঢালা টি-শার্ট, পরনে ব্লু জীনস্, যা আজকাল এই বয়সের মেয়েরা সর্বত্র পরে। পায়ে স্যান্ডেল। রামারামদের কোটি কোটি টাকা আর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর কোন চিহ্নই নেই তার মধ্যে।

দুর্গা ছেত্রী ওকে নিয়ে চলল সুনীল কেলকারের ঘরে।

রাজিব এ সুযোগে বের হয়ে চলে গেল গাড়িতে বসা সুভাষের কাছে।

'টি-শার্ট আর জীনস পরা মেয়েটিই আমাদের মক্কেল। তুমি ওকে চিনতে পেরেছিলে?' বলল সে।

সুভাষ বলল, 'আন্দাজ করেছিলাম যে ওটাই হবে আমাদের মক্কেল। ওই ছোট্ট মারুতিটা ওরই গাড়ি। অতি সাধারণ চালচলন মেয়েটির।'

'ঠিক আছে, চেট্টিয়ার,' বলে রাজিব সুভাষের গাড়িতে উঠে বসল। 'আমরা অপেক্ষা করব ওর বেরিয়ে আসার জন্য। তারপর অনুসরণ করব ওকে।'

মেয়েটি বেরিয়ে এল দশ মিনিট পরে। হাতে একটি ছোট প্লাস্টিকের ব্রীফকেস। নিঃসন্দেহে সুনীল কেলকারের দেয়া এবং নিঃসন্দেহে ব্যাগটির মধ্যে পাঁচশো টাকার নোটে নগদ এক লাখ টাকা রয়েছে।

কোন ঝামেলাই হলো না ওকে 'ফলো' করতে। সঠিক গতিতে গাড়ি চালাল দর্শনা। একসময় দিক পরিবর্তন করে চলল সৈকতের অভিমুখে। পোতাশ্রয়ের যেখানটায় ধনী লোকদের প্রমোদ তরী, স্পীডবোট ইত্যাদি থাকে সেদিকে না গিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। ঢুকে গেল এক গলিতে। পৌঁছে গেল জেলেদের নৌকাগুলো যেখানে বাঁধা থাকে এবং নিম্নস্তরের লোকরা বাস করে এমন এক এলাকায়। সাগরের একেবারে কাছে।

BanglaBook.org

সময়টা খুব ব্যস্ততার। জেলেরা বের হয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ বোট বা নৌকার দিকে। তারা সাগরে যাবে মাছ ধরার জন্য। ভবঘুরে, ভিখারি, চোর-জোচ্চোর, ধোঁকাবাজ, বাউণ্ডুলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজ নিজ মতলবে। দর্শনা একটা খালি জায়গায় গাড়ি রাখল। সুভাষ একটু দূরে আরেকটা খালি জায়গায় গাড়ি রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

রাজিব গাড়ি থেকে নেমেই লক্ষ্য করল যে সাগরের তীর ঘেঁষে রাখা ভারী ট্রাক বহরের ফাঁকে ফাঁকে দর্শনা হেঁটে চলেছে এক সারি বার, কাফে, আর নোংরা রেস্তোরাঁর দিকে। দেখল, দর্শনা দরজায় কালো অক্ষরে 'পাঠান মাসালা: চাপলী কাবাব!' লেখা সাইনবোর্ড আঁটা এক নোংরা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছে।

ধীরপায়ে হেঁটে রাজিব আঙুলের ছাপ লেগে অস্পষ্ট হয়ে-যাওয়া কাঁচের দরজাটার সামনে গিয়ে থামল।

ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে সিদ্ধান্ত নিল যে হুট করে কোন ভিমরুলের চাকে নাক ঢোকানো উচিত হবে না। আগে জানা দরকার তথ্য। ওটা কার, কে চালায়, কি হয় ওখানে ইত্যাদি। সে ফিরে গেল চেট্টিয়ার যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে।

'কেবল পাঠান আর মুসলিমদের হোটেল,' বলল সে। 'তুমি এখানে বসে থাকো। দেখো কতক্ষণ পরে বেরিয়ে আসে দর্শনা। আমি ততক্ষণে কিছু তথ্যের সন্ধানে যাই।'

বন্দর এলাকার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজিব পৌঁছল লছমী হোটেলের কাছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সেখানে শ্যামলাল কাক্কড়কে পাবেই। হোটেলের সামনে একটা বেদির ওপর মূর্তির মত বসে আছে শ্যামলাল। প্রতিদিনের একই দৃশ্য। তার হাতে বীয়ারের খালি টিন। এক হাত থেকে অন্য হাতে ওটা চালাচালি করতে করতে শ্যাম কাক্কড় বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে সাগরের

BanglaBook.org

দিকে।

শ্যাম কাক্কড় হলো বন্দর আর সৈকত এলাকার মুরুব্বী। সবাই চেনে, মানে। সে বলে তার কান মাটিতে পাতা। বন্দর বা সৈকত এলাকায় যা ঘটে না ঘটে প্রায় সবই তার কানে পৌঁছে যায়।

মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে। গায়ে ময়লা ফতুয়া। পরনে মোটা ধুতি। বীয়ার সৃষ্ট প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। খবর যোগাড় করা ছাড়া কাক্কড়ের জীবনে প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে বীয়ার এবং তার সাথে এমন এক ধরনের চাটনি, যা মুখে দিলে সাধারণ মানুষের গলাসুদ্ধ ঘা হয়ে যাবে।

'সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরো' আর শ্যামলাল কাক্কড়ের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। রাজিবরা প্রায়ই তার কাছে আসে। বীয়ার খাইয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

রাজিবকে দেখে হাঙ্গরীয় হাসি হাসল শ্যামলাল। বীয়ারের খালি টিনটা ফেলে দিল সাগরে।

'আসেন, আসেন, খাণ্ডেওয়ালজী। এইমাত্র মনে অইছিল কিছু খাইয়া নেওনের সময় হইছে,' বলল সে রাজিবের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে।

'চলো তোমার হোটেলের ভেতরে। বীয়ার আর নাস্তার খরচ আমার।'

'ইয়ারেই কয় ভদ্দরলোকের কথা,' বলে বিশাল ভুঁড়িসুদ্ধ মোটা দেহটাকে সে দাঁড় করাল বেদির ওপর। গড়িয়ে নামল নিচে। থপথপ করে চলল। রাজিব গেল তার পিছু পিছু।

অন্ধকার, অপরিসর বার-রুমে ঢুকে শ্যামলাল হাঁক দিল 'শিবা!' শিবরাম চৌহান হলো বারম্যান। শিবা ছুটে আসলে বলল, 'আমার ব্রেকফাস্ট আনো, জলদি!'

'আনছি, কাক্কড়জী,' বলে শিবরাম ফিক করে হাসল রাজিবের

BanglaBook.org

দিকে চেয়ে। বলল, 'আপনার জন্য কি আনব? কফি, না অন্য কিছু?'

শিব্রার কফি গেলার দুর্ভাগ্য রাজিবের আগেও হয়েছে। তাই মাথা নেড়ে বলল, 'এখন নয় শিবরাম। এইমাত্র ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছি।'

কোনার দিকে একটা টেবিল নিয়ে বসে গেছে শ্যামলাল। রাজিব গিয়ে বসতেই একগাল হেসে বলল, 'আছেন ক্যামন খাণ্ডেওয়ালজী, ভাল তো? দেইখা তো মনে হয় ভালাই। ভীমসেনজী ক্যামন আছেন?'

রাজিব জানে এর পরে কি ঘটবে। কিসের পরে কি আসবে। শ্যামলালকে তাগাদা বা তাড়া দিলে হবে না। তিন ক্যান বীয়ার শেষ হবার আগে তাকে কোন প্রশ্ন করা চলবে না।

'সেকোয়াতজী এখন দিল্লীতে। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ, শ্যামলাল?'

'আমি? জোয়ান যে হইতাছি না এ্যাইটা বুঝি। কিন্তুক বয়স কুন্ ব্যাডারই বা কম আছে কন দেহি?' বলে টেকো মাথায় হাত বুলাল সে মিনিট খানেক। 'আমি নালিশ করতাছি না। এ্যাই তো ট্যুরিসরা আইয়া পড়বো। সময় হইয়া গ্যাছে গা। ট্যুরিসরা বর ভাল্লা মানুষ। হ্যারা আহে, আমার লগে কতা কয়, আমার ফটু উঠায়। আমি হ্যাগো এমন আজগুবি গল্ফ হুনাই যে ডরে ব্যাডারা পেশাব কইরা প্যান্ট ভিজাই ফ্যালায়,' বলে সে মৃদু হাসল হাঙ্গরীয় কায়দায়। 'খালি কেলেঙ্কারির গল্ফ হুনবার চায়।'

শিবরাম এসে এক পাঁইট বীয়ার, সেই ভয়ঙ্কর ঝালওয়ালা চাটনি, আর গরম দোসা রাখল টেবিলে। শুরু হলো শ্যামলালের চর্বন, গলাধঃকরণ এবং চোষণকর্ম। ঢক্ ঢক্ করে আধা পাঁইট বীয়ার গিলে বলল, 'খাণ্ডেওয়ালী, এ্যাই জিনিসডার কদর বুইজলেন না।

BanglaBook.org

আরে গরম দোসা, আমলির চাটনি আর বীয়ার—এ্যাক্করে শিউজীর পেরসাদ! একটু খায়া দেহেন।'

'না, ধন্যবাদ।'

প্লেট প্রায় খালি করে এবং বীয়ারের ক্যানটি শূন্য করে শ্যামলাল বলল, 'এ্যাই জিনিসগুলা বড় হজমি।'

শিবরাম সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ক্যান এনে দিল।

রাজিব অপেক্ষা করতে লাগল ধৈর্য ধরে।

শেষ পর্যন্ত আরেকটা দোসা এবং আরও এক ক্যান বীয়ার শেষ করে শ্যামলাল কাক্কড় এমন জোরে ঢেকুর ছাড়ল যে জানালার পাল্লাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

তারপরে হাঙ্গর-মার্কা হাসি হেসে বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, এ্যাইবার কন কি জানবার চান।'

'পাঠান মাসালা: চাপলী কাবাব' সম্পর্কে কি বলতে পারো আমাকে?'

ভ্রূ দু'টি কপালে তুলে কাক্কড় বলল, 'পাঠান, গুজরাটি আর দিল্লীওয়ালা মুসলিম মাস্তানগো আড্ডা। খাবার-দাবার খারাপ। তবে একটাই মুসলিম হোটেল। তাই ভিড় বেশি।'

'পুলিশের নজর-টজর নেই?'

'অহনও নাই,' বলল শ্যামলাল। 'হোটেলডা বন্ধ হয়া গেছিল। প্রায় বছর খানেক আগে এ্যাক পাঠান ছোকরা কিন্যা লয়। হেই ব্যাডা হোটেলডারে কেলাব বানায়া ফ্যালাইছে। মুম্বাই-এর বন্দর এলাকায় পাঠান বেশি দেখা যায় না। মারাঠি, গুজরাটি, আর লখনৌ-দিল্লীওয়ালা মুসলমানও কম। দুচার জন যারা আছে হ্যারা এই হোটেলডায় আহে, খায়দায়, দেহা-সাক্ষাত ফুর্তি-টুর্তি করে, আড্ডা দেয়। গুণ্ডা-মাস্তানরাও জমা হয়।'

'কে কিনেছে হোটেলটা?'

BanglaBook.org

জবাব না দিয়ে গলা চুলকাল শ্যামলাল। এটা একটা সঙ্কেত। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে রাজিব জানে যে শ্যামলাল আরও বীয়ার চায়। রাজিবের ইঙ্গিতে শিবা আরেক ক্যান এনে রাখল টেবিলে।

'আপনে বড় সমজদার লোক, খাণ্ডেওয়ালজী।'

'হোটেলটা কে কিনেছে, শ্যামলাল?'

ঢকঢক করে অনেকটা বীয়ার গ্লাসে ঢেলে কাক্কড় বলল, 'যে কিনছে হে লোক ভালা না। ট্যাকা পাইল কই হেইটাও তাজ্জবের কথা। কিনছে না কয়া দশ বছরের "লীজ" নিছে-কওনই ঠিক। আমার আন্দাজ, ট্যাকাটা দিছে অর বাপে। অর বাপ আমার দোস্ত আছিল। ভালা মানুষ। আমার এইহানে আইতো, গল্ফ কইরতো, আমারে বীয়ার পিলাইতো। বছর খানেক ধইরা অরে আর দেহি না।'

'নতুন মালিকের নাম কি?' প্রশ্ন করল রাজিব।

'নাম? খাণ্ডেওয়ালজী, খবর্দার, ওই হারামজাদার ধারে-কাছে যাইবা না। খতরনাগ-গুণ্ডা, বদমেজাজী।'

'তার বাপের নাম?'

'বাপের নাম গাঙ্গু খান। ওই যে এ্যাক ট্যাকার কুমির আছিল, গণপত রামারাম, হ্যার খানসামা। গণপত মরছে। কিন্তুক হ্যার খাণ্ডার মাগী গাঙ্গুরে ভাগায় নাই। হুনছি গাঙ্গু নাকি অহন দিনরাইত গান্‌জা টানে। আমি হ্যারে দোষ দি না। হালায় করবো কি। ছেইলাটা গুণ্ডা। বৌ হ্যারে ছাইড়া দিছে। আছে গণপতের বিধবা। মাগীর জিহ্বা য্যান পাঁঠাকাটা খড়্গ। গান্‌জা না ধইরা গাঙ্গু করবো কি?'

'বৌ ছেড়ে দিয়েছে তাকে?'

'হ, বাবুজী। হ্যায় আমারে কইছে। হ্যার বৌ ছেইলা শমসের গুণ্ডারে বিলকুল সহ্য করবার পারে না। কিন্তুক ছেইলাটা গাঙ্গুর

BanglaBook.org

পরাণের টুকরা। এ্যাই লয়া দুই জনে খিটিমিটি আর ঝগড়া। গণপত মারা যাওনের পরে অগো ছারাছারি হয়া যায়। গাঙ্গু দেখভাল করে গণপতের খাণ্ডার বিধবা মাগীর। আর গাঙ্গুর বিবি গণপতের মেইয়ার। মেইয়াডারে অর বাপে নাকি বেশুমার ট্যাকা দিয়া গ্যাছে। আহা, কি আরামে থাকে ওই ট্যাকাঅলা লোকগুলা। কিন্তুক অগো ঝামেলারও শ্যাষ নাই। আমার ঝামেলা নাইক্কা। য্যামুন আছি ভালাই আছি।'

'তা ভালই আছ বটে। কিন্তু শ্যামলাল, মেয়েটার ব্যাপারে কিছু জানো?'

'জানি বলবার পারুম না। তবে হুনছি মেইয়াটার মাথায় গোলমাল। হুনছি ষোলো-সতেরো বছর বয়স হওনের পর থিক্যা শমসেরের লগে খারাপ সম্পক্ক। কিন্তুক কতাডা কেঅরে কওন ভালা অইব না। কারণ এ্যাইডা গুজব। সাক্ষী-পরমান নাই। আজকাইল কুনু কুনু মেইয়া বর বজ্জাত হইছে। জোয়ান পোলাপান দেকলে ছাড়ে না। এ্যাইডাও হেই রকম অইবার পারে। আমাগো যুগে এ্যাই রকম আছিল না।' এ পর্যন্ত বলে একটু দম নিল শ্যামলাল। তারপরে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, মেইয়াডার ব্যাপারে আপনের কুনু "ইন্টারেশ" আছে নাকি?'

'আমার বেশি ইন্টারেস্ট শমসের খানের প্রতি।'

'ভালা কতা। কিন্তু খুব সাবধান থাইক্যেন। শমসের খতরনাগ, গোখরার মতন ভয়ঙ্কর।'

'দর্শনার একটা ভাই ছিল, কিরণ। তার সম্পর্কে কিছু জানো?'

শ্যামলাল তাকাল তার খালি প্লেটের দিকে, তারপরে রাজিবের দিকে। ইঙ্গিতটা বুঝল রাজিব।

'ঠিক আছে, চালিয়ে যাও,' বলল সে।

'সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাওয়া একত্তরে সাইরা

BanglaBook.org

ফেলাইতাহি,' বলল শ্যামলাল। শিবরামকে ইশারা করল এক প্লেট ইডলি আর এক পাঁইট বীয়ার আনতে। 'আমার সাইজের মানুষের খাওন লাগে,' বলে গাল ভরে ইডলি চিবাতে লাগল। এক ঢোক বীয়ারের সাথে ওটা ভেতরে চালান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি য্যান জিগাইছিলেন খাণ্ডেওয়ালজী?'

'কিরণ রামারাম সম্পর্কে কিছু জানো কিনা।'

'জানি, জানি। বাপের লগে মিল আছিল না হ্যার। কিরণ বাড়ি ছাইরা চইল্যা আহে এই সাগরতীরে। রুম ভাড়া নেয় এ্যাকটা। এ্যাইটা বছর দুই আগের কতা। গিটার বাজাইতো। হুনছি, গরম বাজনা। পবন ভার্মার নন্দন কেলাবে চাকরি নেয়। কিরণ তার নাম বদল করে। রামারাম পদবী ছাইরা দিয়া হয়া যায় কিরণ মুণ্ডে। সে যোগ দেওনের পরে নন্দন কেলাবের ব্যবসা নাকি হু হু কইরা বাইড়া যায়। নাচইন্যা পোলা-মেইয়ারা নাকি পাগল হয়া যায় কিরণের বাজনায়। পত্যেক দিন বাজাইতো। রাইত ৯টা থিক্যা ২টা। কেঅর লগে কতা কইতো না। মাস তিনেক আগে হঠাৎ উধাও হয়া যায়। তারে আর কেঅ দেকে নাই। তবে আমার কানে আইছে যে "পাঠান মাসালার" ওই হারামজাদা শমসেরটা নাকি কিরণরে ভাগাই আনবার চাইছিল নিজের হোটেলে। কিন্তু পারছে না। ওই রকম জাগায় কিরণ যাইবো না।'

রাজিব ভাবল তার যাবার সময় হয়েছে। খবর বা তথ্যের প্রয়োজন তার কত বেশি তা সে শ্যামলালকে জানাতে চায় না। মানিব্যাগ থেকে একশো টাকার একখানা নোট বের করে তুলে দিল শ্যামলালের হাতে। বলল, 'মাটিতে কান পেতে রাখো। শমসের, কিরণ, দর্শনা, এ তিনজন সম্পর্কে যাই শুনবে কানে গেঁথে রাখবে, বুঝলে?'

টিকটিকি যেভাবে মাছি গিলে ফেলে ঠিক সেভাবে রাজিবের

BanglaBook.org

হাত থেকে নোটটা নিল শ্যামলাল। তারপরে হাঙ্গরীয় হাসি ছুঁড়ে বলল, 'রাখমু, খাণ্ডেওয়ালজী, সব খবর রাখমু।'

'দেখা হবে, শ্যামলাল,' বলে বিদায় নিল রাজিব। শিবার হাত থেকে বিলটা নিয়ে শোধ করল। ফিরে চলল এ অনুভূতি নিয়ে যে সময়টা বৃথা কাটেনি।

সুভাষ চেট্টিয়ার গাড়িতে বসে হর্তুকি চিবাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কপাল আর ঘাড়ের পেছন থেকে ঘাম মুছে ফেলছিল।

রাজিব গিয়ে বসল তার পাশে।

'দর্শনা বের হয়েছে?'

'মিনিট দশেক আগে। জানতাম না তার পিছু নেব, নাকি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগটা ছিল না। শহরের দিকে ফিরে গেছে।'

'ঠিক আছে। আমিও একগাদা খবর বয়ে এনেছি,' বলে রাজিব শ্যামলাল কাক্কড়ের কাছে যা যা শুনেছে সবই বলল চেট্টিয়ারকে।

'আমাদেরকে তাহলে কোথাও যেতে হবে, আগে একটা বীয়ার হয়ে যেতে পারে, কি বলো?'

'যেতে হবে আরেকটু সামনে। জাহাজঘাটার কাছে বস্তি এলাকায় এবং সেটা বীয়ার খাওয়ার আগে।'

'বুঝেছিলাম,' বলে মুখ মুছতে শুরু করল চেট্টিয়ার।

তারা খুঁজে পেল বস্তিটা। বস্তির গা ঘেঁষে এক পুরানো পলেস্তরা খসা বহুতল বাড়ি। পায়রার খুপরির মত ছোট ছোট ঘর। এই সব বস্তি এলাকা থেকেই প্রতিদিন অগণিত শ্রমিক পিঁপড়ের মত পিলপিল করে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে মুম্বাইয়ের কলকারখানায়। তারা ছুটে যায় শহরে বড়লোকদের সেবা করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এলাকাটি নোংরা। ছোট ছোট দোকান-পাটে ভরা। দোকান-

BanglaBook.org

গুলোতে পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই। বস্তিবাসী মেয়েরা আর আমেরিকান হিপ্পিরাই ক্রেতা।

একটা খালি জায়গায় গাড়ি রেখে তারা চলল জরাজীর্ণ বহুতল বাড়িটার দিকে। শ্যামলালের বর্ণনা মতে এ বাড়িরই চারতলার একটা ঘরে কিরণ রামারাম থাকে।

'দাঁড়াও সুভাষ, একটা দ্বারওয়ান দেখা যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করে আসি,' বলে রাজিব গেল বাড়ির উঠানে ঝাড়ু হাতে দাঁড়ানো এক লোকের কাছে। মোটাতাজা লোমশ শরীর তার। পোশাক অতি নোংরা। হাতের ঝাড়ু ফেলে দিয়ে রাজিব আর সুভাষকে দেখল সে।

পুলিশী দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করে রাজিব বলল, 'আমি কিরণ মুণ্ডে-কে খুঁজছি।'

'আপনের কাম আপনে করেন। খোঁজেন। আমি আমার কাম করি,' বলে সে ঝাড়ুটা তুলে নিল নিচু হয়ে।

'তাকে কোথায় পাব?'

লোকটা আরেকবার দেখে নিল রাজিবকে। 'আপনে কি পুলিশের লোক?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি তাকে খুঁজছি, কারণ সে কিছু টাকার মালিক হয়েছে।'

এবার চোখ দু'টি তার চকচক করে উঠল মিঠাইয়ের থালা দেখে প্রলুব্ধ শিশুর চোখের মত।

'বহুত ট্যাকা?'

'জানি না। কত টাকা তা বলছে না কেউ।'

'তার খোঁজ দিলে কিছু পাওয়া যাবে?'

'পাওয়া যেতে পারে বিশ-ত্রিশ টাকা, যদি খবরটা সঠিক হয়।'

লোমশ বাহুটা চুলকাতে চুলকাতে ভাবল সে। তারপর সামনে ঝুঁকে বলল, 'কিরণ মুণ্ডে তো?'

BanglaBook.org

'ঠিক।'

'আঠারো মাস আগে চারতলার ঘরটা ভাড়া নেয়। ভাড়া দিয়া যায় নিয়ম মত। কোন গোলমাল হয় না। দুই মাস আগে চইলা যায়। আমারে কইয়া যায়। ভাড়া শোধ কইরা নিজের বাক্স-প্যাঁটরা লইয়া কাইট্যা পড়ে। হেইদিন থিক্যা আর কুনুদিন তারে দেহি নাই।'

'কোথায় যাচ্ছে বলেনি?' ধৈর্য সহকারে জানতে চাইল রাজিব।

'না। তার যাওন লইয়া আমি মাথা ঘামামু ক্যান? ভাড়াইট্যা আহে, ভাড়াইট্যা যায়। যারা যেমুন খুশি।'

'কিরণ মুণ্ডের ঘরটি ভাড়া হয়েছে?'

'হ। হেই ব্যাডা যাওনের ঘণ্টা খানেক পরেই এক মেইয়া মানুষ দুই মাসের এডভান্স দিয়া ঢুইক্যা পড়ে।'

'কি নাম তার?'

'নাম ত কয় আসিনা সিং। হাঁছা না মিছা জানি না। হ্যার ব্যাপারে আর কিছু জানি না।'

রাজিব ভাবল এ পর্যায়ে একটু লোভ দেখালে ক জ হতে পারে। তাই দু'খানা দশটাকার নোট বের করে তাকে দেখিয়ে ভাঁজ করে রাখল মুঠোর মধ্যে।

'আমারে দিবা?'

'দিতে পারি যদি আরেকটু খোলাখুলি কথা বলো। কিরণ মুণ্ডেকে আমার দরকার। এ বিল্ডিং-এ নিশ্চয় এমন কেউ আছে যে আমাকে সঠিক খবর দিতে পারে।'

'হ, পারতো। সরমা দেবী পারতো কিরণ মুণ্ডের খবর দিবার। মুণ্ডের ঘরের সামনের ঘরে থাকত বুড়ি। বড় ভালা মানুষ। বয়স ৮০ বছরের মত। কিরণের ঘরে ঝাড়ু দিত। ভালামন্দ রাইন্ধা খাওয়াইতো। সারাদিন বক বক কইরতো। আমারে পাইলে বকবক

BanglaBook.org

কইরা মাথার পোকা বাইর কইরা দিতো। হ্যাঁ, সরমা বুড়ি মুণ্ডের খবর আপনেরে দিবার পারতো।'

'পারত বলছ কেন? তিনি কি অন্য কোথাও চলে গেছেন?' প্রশ্ন করল রাজিব।

লোকটা রাজিবের মুঠোয় ধরা নোটের দিকে তাকাল। রাজিব দিয়ে দিল নোট দুটো। ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটা চুমু দিল নোটগুলোতে। রেখে দিল নিজের নোংরা শার্টের পকেটে।

'বুড়ি চইলা গেছে। তবে পায়ে হাঁইট্যা না, চিৎ-শোয়া হইয়া।'

'চিৎ-শোয়া হয়ে মানে?'

'চারতলায় ঝাড়ু দিবার গেছি। দেখি সরমা দেবীর দরজা খোলা। ক'দিন দেখি নাই তারে। তাই গেলাম তার ঘরে। হায় ভগবান! বুড়ি পইড়া রইছে ফোলোরের উপর। মরা। পুলিশেরে খবর দিলাম। পুলিশ কত জেরা কইরল। শ্যাষমেষ ঠিক করল যে কুন হারামি ট্যাকা পইসার লোভে বুড়িরে মারছে। বুড়ির ঘর তছনছ করছে। ওই রহম থুথুইরা বুড়িরে একটা কিল দিলেই মইরা য়াওনের কথা। বাঁচি থাইকলে সরমা দেবী কইবার পারতো কিরণ মুণ্ডের ঠিকানা। কিরণের কথা বহুত কইতো। বহুত সুনাম করতো ছেমরার। যাওনের আগে কিরণ নিশ্চয় বুড়িরে কয়া গ্যাছে কই যায়।'

'সরমা দেবীর ঘরটা ভাড়া নিয়েছে কেউ?'

'এখনো ভাড়া হয় নাই। তার জিনিসপত্রও লইয়া গ্যাছে। এ্যাক উকিল হ্যার বিষয়-অ শয় দেখভাল করতাছে। ঘর বন্ধ আছে।'

'উকিলটা কে জানো?'

'মারাঠি লোক। নাম বিষ্ণু পারুলেকার।'

রাজিব ভাবল যে ভোজপুরী দরওয়ান ব্যাটার কাছ থেকে আর কোন খবর পাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ তোমাকে। হয়তো বিশ-ত্রিশ টাকার নোট নিয়ে আবারও তোমার কাছে আসতে পারি।'

'খুব ভালা কতা। আইলে খুশি হমু।'

রাজিব চলে গেল গাড়ি নিয়ে অপেক্ষারত সুভাষ চেট্টিয়ারের কাছে।

'কয়েক জায়গায় যেতে হবে,' বলল সে। বিষ্ণু পারুলেকার নামের উকিল। ঠিকানাটা বের করো। আমি আসছি এখনি।'

রাজিব সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল চারতলায়। সেখানে মাত্র দুটো ঘর। একটির দরজায় 'কুমারী আসিনা সিং' লিখিত স্টিকার আঁটা রয়েছে।

দরজায় টোকা দিল রাজিব। অপেক্ষা করল মিনিট খানেক। কোন সাড়া নেই। দ্বিতীয়বার টোকা দিল। ভাবল, এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। আসিনা সিং বিছানায় থাকার কথা নয়। তৃতীয়বার টোকা দিল সে।

এবার দরজা খুলল। বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে দাঁড়াল দরজার মুখে। মাথায় কালো ঢেউ খেলানো চুল। গাল জুড়ে প্রসাধনের ঘন প্রলেপ। মুখ দেখে মনে হলো কঠোর জীবন কাটিয়ে এসেছে এবং এখনও কাটাচ্ছে মেয়েটা। গায়ে বুক চেরা ম্যাক্সি। পরনে প্যান্টি ছাড়া আর কিছু নেই।

রাজিবকে খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটা। হাসল। পেশাদার দেহ পসারিনীর হাসি।

'দুঃখিত, দাদা। ঘণ্টা দু'য়েক পরে। এই মুহূর্তে আমার এক বন্ধু আছে ঘরে।'

পাল্টা হেসে রাজিব বলল, 'আমি তাহলে করি কি? ঘণ্টা দুই বাইরে অপেক্ষা করব নাকি? আমার এক বন্ধু বলেছিল তোমার কথা...'

BanglaBook.org

কথা বলতে বলতে রাজিব তাকাচ্ছিল ঘরটার ভেতরে। বেশ বড় ঘর। পুরানো আসবাবপত্রে সাজানো। পেছনে আরেকটা কামরা। বোধ হয় বেডরুম। দরজা আধখোলা।

'কিন্তু এ মুহূর্তে…' বলল মেয়েটি।

হঠাৎ পেছনের রুম থেকে হেঁড়ে গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'কাইট্যা পড়বার ক' ব্যাডারে। আমি কি গোটা দিনের লাইগ্যা আইছি তর কাছে?'

আঁতকে উঠল মেয়েটি। বলল, 'খেপে গেছে। বদমেজাজী মানুষ। দেখা হবে…' বলে দরজা বন্ধ করে দিল রাজিবের মুখের ওপর।

রাজিব উচ্চারণে বুঝল, সেই কর্কশ মোটা গলার স্বর কোন পাঠানের। পাঠানের হিন্দী উচ্চারণ সে শুনেছে অনেক।

মেয়েটি বলেছে লোকটা বদমেজাজী। কে হতে পারে পাঠানটি?

নিচে নেমে এল রাজিব। সুভাষকে প্রশ্ন করল, 'উকিলের ঠিকানাটা পেয়েছ?'

'পেয়েছি। টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আছে। ৩৬ জমশেদজী টাটা রোড।'

'ঠিক হ্যায়। শোনো সুভাষ, অল্পক্ষণের মধ্যে এক পাঠান বেরিয়ে আসবে। লেগে থাকবে ওর পেছনে। গাড়ি রইল তোমার কাছে। তারও গাড়ি থাকতে পারে কোথাও। তুমি পিছু ছাড়বে না। আমি জানতে চাই লোকটা শমসের খান কিনা।'

'ফিরবে কিভাবে?'

'ট্যাক্সি নেব। উকিল বিষ্ণু পারুলেকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

BanglaBook.org

তিন

বিষ্ণু পারুলেকারকে রাজিব আবিষ্কার করল জমশেদজী টাটা রোডের এক বহু পুরানো বাড়ির ওপরতলার এক ছোট্ট ঘরে। ওটাই নাকি তাঁর অফিস। একটা পুরানো রং ওঠা টেবিল, আরও পুরানো দেখতে এক ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা টাইপরাইটার। টাইপরাইটারটি রয়েছে আরেকটি ছোট্ট টেবিলে। অবস্থা দেখে রাজিব বুঝল নিজের টাইপ করার কাজ বিষ্ণুজী নিজেই করেন।

একটা পাতলা ফাইল সামনে নিয়ে বসেছিলেন তিনি। রাজিবকে শান্ত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। উচ্চতা মাঝারি ধরনের। বয়স ৩৫ এর কাছাকাছি। মাথায় ঘন কালো চুল। দাড়ির জঙ্গলে মুখটা প্রায় ঢাকা। পোশাক দেখে রাজিব বুঝল ওগুলো যথেষ্ট সার্ভিস দিয়েছে। লোকটা এত শীর্ণকায় যে মনে হয় সপ্তাহে একবারের বেশি খাবার জোটে না।

হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনার কি সেবা করতে পারি?'

রাজিব হ্যান্ডশেক করে নিজের পেশাগত পরিচিতি কার্ড দিল তাঁকে। তিনি রাজিবকে বসতে বললেন সামনের একমাত্র অতিরিক্ত চেয়ারটাতে। চেয়ারটা দেখতে এত পুরানো যে ওটার ওপর নিজের দেহভার স্থাপন করতে গিয়ে ভয় হলো রাজিবের।

বিষ্ণু পারুলেকার নিজের আসনে বসে পড়লেন রাজিবের

BanglaBook.org

কার্ড। উজ্জ্বল কালো চোখে রাজিবের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম, মি. খাণ্ডেওয়াল। আপনাদের তদন্ত ব্যুরো সম্পর্কে অবশ্য সবই জানি। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য।'

'আপনি তো স্বর্গীয় সরমা দেবীর পক্ষে কাজ করছেন?'

'তা ঠিক। তাঁর বিষয়াদির চূড়ান্ত বিলিবন্টন, আর সেজন্য আইনগত ব্যবস্থা যা যা গ্রহণ প্রয়োজন সবকিছু করার দায়িত্ব আমার ওপর।'

'কিরণ রামারাম কিংবা কিরণ মুণ্ডের নাম শুনেছেন?'

'কিরণ মুণ্ডে? হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি।'

'আমি তাঁকে খুঁজছি। সরমা দেবী আর কিরণের মধ্যে খুব ভাব ছিল। তাই আশা করেছিলাম সরমা দেবী আমাকে বলতে পারবেন কিরণ কোথায় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যাচ্ছে যে সরমা দেবী মারা গেছেন। এ অবস্থায় আমার মনে হলো তিনি যদি কিরণের কথা আপনাকে কোনদিন বলে থাকেন আপনার সেটা মনে থাকতে পারে।'

পারুলেকার দাড়িতে আঙুল বুলাতে বুলাতে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন রাজিবের বক্তব্য।

'আপনি কিরণের খোঁজ কেন করছেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরোকে নিয়োগ করা হয়েছে তাকে খুঁজে বের করার জন্য। আমাদের মক্কেল কে, তা আমাকে বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে কিরণকে খুঁজে বের করতে।'

চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বিষ্ণু বললেন, 'তাহলে আপনার আর আমার সমস্যা দেখা যাচ্ছে একই। সরমা দেবী তাঁর সকল টাকাকড়ি আর মালামাল মুণ্ডেকে দিয়ে গেছেন। মুণ্ডেকে না পেলে সরমা দেবীর এস্টেটের বিলিবন্টন করতে পারব না। কিন্তু তাকে খুঁজে

BanglaBook.org

বের করার সকল চেষ্টা এযাবৎ ব্যর্থ হয়েছে।'

'আমি তো জানি বৃদ্ধা সরমা দেবী দারিদ্রের মধ্যে বাস করতেন। মুণ্ডের ঘরদোর জামাকাপড় পরিষ্কার করতেন। তিনি কেমন করে উইল করে যান এবং উইল করে কাউকে কিছু দিয়ে যান?'

'ট্যাক্সের ঝামেলা মিটিয়েও তাঁর নগদ অর্থের পরিমাণ আর সম্পত্তির মূল্য ত্রিশ লাখ টাকার ওপরে দাঁড়াবে। মাথায় একটু ছিট ছিল সরমা দেবীর। আত্মীয়-স্বজনের ওপর রাগ করে একা থাকতেন। টাকা পয়সা একদম খরচ করতেন না। কেবল জমাতেন। নোটগুলো সব খামে ভরে ভরে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখতেন। আমিই তাঁকে শেষ পর্যন্ত বুঝিয়েছিলাম যে ওভাবে টাকা রাখা নিরাপদ নয়। তাঁর উচিত টাকা ব্যাংকে রেখে দেয়া। খুশির কথা এই যে আমার পরামর্শে তিনি তাই করেছিলেন।'

'অদ্ভুত চরিত্র তো? আপনি কি নিশ্চিত যে টাকাপয়সা তিনি ব্যাংকে রেখেছিলেন?'

'নিশ্চয়। আমি যাচাই করে দেখেছি। খুন হবার চার দিন আগে তিনি মুম্বাই সিটি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছিলেন। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনীল কেলকারের সাথে যোগাযোগ হয়েছে আমার। এখন কেবল মুণ্ডেকে পেলে হয়।'

'তাঁকে খুঁজে পাবার জন্য আপনি কি কি করেছেন?'

ক্লান্তহাসি হেসে তিনি বললেন, 'বিজ্ঞাপন প্রচার, পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া ইত্যাদি যা যা লোকে করে সবই করেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। দুই মাস হয়ে গেল, এখনও মুণ্ডের হদিস পেলাম না। এখন জানলাম তাকে খোঁজার কাজে আপনিও নেমেছেন। এবার আমি আশান্বিত। আপনি খোঁজ না পেলে কে পাবে?'

'যদি সে মরে গিয়ে থাকে তাহলে টাকাগুলোর কি হবে?'

BanglaBook.org

'মুণ্ডে যদি সরমা দেবীর পরে মারা গিয়ে থাকে তবে টাকা পাবে তার পরবর্তী আত্মীয়। কিন্তু সে যে মারা গেছে এ বিষয়ে আমাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে।'

আরেকটি অন্ধগলির মধ্যে পড়ে গেল রাজিব খাণ্ডেওয়াল।

ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেল নিজের অফিসে। টেবিলে বসে টাইপ করে ফেলল রিপোর্টটা। টাইপ শেষ হতে না হতেই এল সুভাষ চেট্টিয়ার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

'নরক, নরক,' বলে ধপাস করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। 'বাইরে আগুন ঝরছে।'

'কি আনলে আমার জন্য?'

'তোমার অনুমান একেবারে ঠিক,' বলল চেট্টিয়ার। 'তুমি চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সেই বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক পাঠান। অপেক্ষমান একটা সাদা অ্যামবাসাডরে চড়ে রওনা হয় সামনের দিকে। ওটার নম্বর এম ৪৩০৫৭। তার পিছু নিয়ে পৌঁছে যাই সেই "পাঠান মাসালা: চাপলি কাবাব" নামের হোটেলের কাছে। পাঠানটি গাড়ি থেকে নেমে চলে যায় ভেতরে। ছোকরা মত একজন এসে গাড়িটা নিয়ে চলে যায়।'

'তাগড়া পাঠানটার বিবরণ দাও।'

'ওর সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা করলে বিপদ হবে, বুঝলে রাজিব? লোকটা সত্যিকারের গুণ্ডা। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। প্রায় এক গজ চওড়া কাঁধ। মাথাটা শালগমের মত ছোট্ট। হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝোলানো পাতলা শার্ট গায়ে। পেশীবহুল দেহ। হাঁটে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের ভঙ্গিতে। তার হাত দুটি যেন হাতুড়ি। চোখ দুটো গোখরো সাপের চোখের মত। নাম শমসের খান কিনা সেই খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করিনি।'

ঘড়ি দেখল রাজিব। আসিনা সিং-এর সাথে কথা বলার পরে দুই

BanglaBook.org

ঘণ্টা কেটেছে। তার সাথে আবার দেখা করার সময় হয়ে গেছে। চেট্টিয়ারকে নিজের কাজের রিপোর্ট দিয়ে 'তুমি থাকো এখানে, আমি ঘুরে আসি,' বলে রাজিব রাস্তায় নামল। নিজের গাড়িতে উঠে চলল জাহাজ ঘাটের দিকে।

এবার দরজায় টোকা দেয়া মাত্রই খুলে গেল। মুখে পতিতা মার্কা হাসি ছড়িয়ে আসিনা সিং বলল, 'এসো, রঙ্গিলা নাগর। দেরি হলো বলে দুঃখিত। কিন্তু কি করব বলো, এরকমই আমাদের জীবন।'

প্রশস্ত ড্রয়িং রুমটায় প্রবেশ করল রাজিব। দরজা বন্ধ হলো।

'দেখো লক্ষ্মীটি, আমার সময়ের বড় টানাটানি। উপহারটা দাও—। তিনশো ট্যাকা। তারপর চলো, আমাদের কাজ সেরে ফেলি।'

রাজিব ভাবল, কথাবার্তায় মেয়েটিকে মনে হয় কিছুটা শিক্ষিত। সে ওর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল বেডরুমে। কিচেন আর ছোট্ট বাথরুমটায় উঁকি মেরে সন্তুষ্ট হলো যে ঘরে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

আসিনা সিং জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কোন কারণে ভয় পাচ্ছ, বাবুজী?'

'না। আমি কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে, আসিনা,' বলে বাহু ধরে তাকে রাজিব নিয়ে গেল ড্রয়িং রুমে। 'দুঃখিত, আসিনা, আমি খদ্দের হয়ে আসিনি তোমার কাছে। এই নাও আমার কার্ড।'

আসিনা সিং দেখল কার্ডটা কয়েক মুহূর্ত। তারপর গট্‌গট করে রাজিবের সামনে এসে কার্ডটা বাড়িয়ে ধরে কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, বাউণ্ডুলে কোথাকার, রাস্তা মাপো গিয়ে!'

মিষ্টি হাসি হেসে রাজিব বলল, 'আহা চটছ কেন? কিছু খবর

BanglaBook.org

জানতে চাই। পাঁচশো টাকা পাবে। কি, পাঁচশো টাকা পেতে চাও না?'

রাজিবের ওপর চোখ রেখে হাত বাড়াল আসিনা। বলল, 'কই, দেখি টাকাটা।'

রাজিব পকেট থেকে পাঁচশো রুপির একটা নোট বের করে দেখাল ওকে। তারপরে ভাঁজ করে রেখে দিল হাতের তালুর মধ্যে।

'কি, কথা বলবে তো?'

আসিনা বসল তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে। অঙ্গাবরণ খুলে ফেলেছে। কিন্তু তার নগ্ন দেহ কোন আবেদনই সৃষ্টি করল না রাজিবের মধ্যে। হ্যাঁ, দেহটা মেদহীন। আকর্ষণীয়ও বটে। তবে কোমলতা ও লাবণ্যহীন। যে জীবন যাপন করে তাতে এটা আশ্চর্যজনক নয়।

'কি নিয়ে কথা বলব?'

কার্ডটা পকেটে রেখে দিয়ে রাজিব বলল, 'আমি কিরণ মুণ্ডেকে খুঁজছি।'

আসিনার চোখ দুটো সতর্ক হয়ে গেল।

'কিসে তোমার ধারণা হলো যে আমি কিরণ সম্পর্কে কিছু জানি?'

'তুমি জানো বলে মনে করি না। আমি খুঁজছি তাকে। আমাকে বলা হয়েছে যে কিরণ ঘর খালি করে চলে যাবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তুমি এ ঘরে প্রবেশ করেছ। এতে আমি ভাবলাম ঘরটা যে খালি হচ্ছে একথাটা হয়তো সে তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিল এবং কোথায় তাকে পেতে পারি তা হয়তো তুমি জানতে পারো।'

'টাকাটা ঠিকই পাব তো? এই মুহূর্তে আমার টাকার যা দরকার!'

'মুখ খুললে পাবে। সে যে ঘর ছেড়ে দিচ্ছে সেকথা জানিয়েছিল

BanglaBook.org

তোমাকে?'

'না। তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে শুনে ফেলেছিলাম। কিরণের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় না থাকলেও এদিকে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে।'

হাতের তালু মেলে নোটটাকে নেড়েচেড়ে দেখল রাজিব। উদ্দেশ্য আসিনাকে আরও প্রলুব্ধ করা। 'কিরণ মুণ্ডের দেখা কোথায় পাব তা জানো না?'

'গোলমালে পড়েছে নাকি? ঘর ছেড়ে চলে গেল হুট করে। ভয় পেয়েছে?'

'ভয় পেয়েছে বলব না। একজন উইল করে টাকা রেখে গেছে ওর নামে। আমার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করে টাকা দেওয়া।'

দু'চোখ বিস্ফারিত করে আসিনা জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা?'

'তা ঠিক জানি না। তবে টাকাটা সামান্য নয়,' বলল রাজিব হাসিমুখে। 'তাকে কোথায় পাব তা জানো কি জানো না, বলো।'

মাথা নেড়ে আসিনা বলল, 'না হে নাগর, জানি না। ভাব একবার! ওই অদ্ভুত ছোকরাটা টাকা পেয়ে গেল! আহা, আমাকে যদি কেউ এভাবে টাকা দিয়ে যেত!'

এর কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না ভাবতে ভাবতে রাজিব বলল, 'কিরণকে অদ্ভুত বললে কেন?'

'দেখো, তার সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়েছে। রাস্তার কোন ময়লা বস্তু পায়ে মাড়ালে লোকে যেভাবে তাকায় ঠিক সেইভাবে সে তাকিয়েছে আমার দিকে। হ্যাঁ, গাঁটার সে বাজাত বটে! তুমি জানতে চাইলে তাই বলছি। আমার সন্দেহ, সে হয়তো পাগল ছিল, নতুবা নেশাখোর ছিল।'

'হেরোইনসেবী ছিল?'

BanglaBook.org

'তা কেমন করে জানব? এদিকে অনেক ব্যাটাই তো ওসবে অভ্যস্ত। আমি ওসব ছুঁই না। আমার দরকার টাকার।'

রাজিব পাঁচশো রুপির নোটটা দিল আসিনাকে। সামনে ঝুঁকে বলল, 'ধন্যবাদ তোমার সহযোগিতার জন্য। আর একটি মাত্র প্রশ্ন বাকি আছে: শমসের খান কি প্রায়ই আসে তোমার কাছে?'

'বেরিয়ে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'অনেক সহ্য করেছি তোমাকে। বেরিয়ে যাও!'

রাজিব তার বেসরকারী গোয়েন্দা জীবনে ভয়ার্ত মুখ অনেক দেখেছে। কিন্তু এই কম্পমান হতভাগী পতিতাটির মত ভয়ার্ত মুখ আর কখনও দেখিনি। ভয়ার্ত? না, রীতিমত আতঙ্কিত।

রাজিব বুঝল এর কাছ থেকে আর কোন তথ্য পাওয়া যাবে না।

নিচে নেমে গাড়িতে উঠে ফিরল অফিসে। দেখল, সুভাষ তার রিপোর্ট পড়ছে।

আসিনা সিং-এর কাছে কি জানা গেল সুভাষকে সব বলল রাজিব।

'দেখো, খাণ্ডেওয়াল, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না। কিরণ রামারামকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি কেন? আমাদের তো...'

'ঠিক বলেছ,' বাধা দিয়ে বলল রাজিব। 'কিন্তু ব্ল্যাকমেল-এর ব্যাপারে কোন্ পথে এগুবো তা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে কিরণ আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিতে পারত। আমি তাকে বের করে তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমাদের কি শমসের খানের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা উচিত নয়?'

'প্রথমে কিরণকে খুঁজে বের করতে চাই।'

'ঠিক আছে। তুমি কর্তা। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তা এখন কি

BanglaBook.org

করণীয়?'

'তোমার জন্য কর্তব্য: বাড়ি যাওয়া এবং সব কিছু ভুলে যাওয়া। আমার জন্য: রিপোর্টটাতে আরও কিছু যোগ করা, তারপর বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া। একা।'

'তোমার শরীর ভাল তো, রাজিব?'

'বাড়ি যাও!' বলে হাত নেড়ে সুভাষকে বিদায় করল রাজিব।

পরদিন সকালে আগে আগে বিছানা ছেড়ে রাজিব তার রিপোর্ট শেষ করছিল। এসময় হাজির হলো চেট্টিয়ার।

রাজিব বলল, 'একটা কাজ করো। এম ৪৩০৫৭ সাদা অ্যামবাস্যাডর, যেটা কাল দেখেছ শমসের খানকে চালাতে, ওটার সব খবর চাই। যত তাড়াতাড়ি পারো যোগাড় করো।'

'ঠিক আছে,' বলেই বেরিয়ে গেল সুভাষ। মুম্বাই শহরে রাজিবের যত লোকের সাথে পরিচয় বা যোগাযোগ আছে সুভাষের তার চেয়ে কম নেই। তার চাইতেও বড় কথা, গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের কর্তা অফিসারটি সুভাষের জানের দোস্ত।

রাজিব রিপোর্ট শেষ করে ফাইলে রাখল। তারপর ওটা নিয়ে গেল নিশা মলেটের অফিসে।

'হাই নিশা! মিসেস রামারামের কেস।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জানতে চাইল নিশা, 'নতুন খবর কি আছে?'

যা যা জানতে পেরেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে রাজিব শেষে বলল, 'দর্শনা রামারাম মনে হচ্ছে এই পাঠান হোটেলটায় গিয়ে কাউকে টাকা দিয়ে আসে। শমসের খানকে, না অন্য কাউকে তা এখনও জানতে পারিনি। জানার কোন উপায়ও দেখছি না দর্শনা কিংবা শমসেরের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া। ওদের

BanglaBook.org

সঙ্গে কথা ব-ার জন্য আমি উতলা হয়ে উঠিনি। কিরণ রামারাম বা মুণ্ডেকে পাওয়া গেলে সে বলতে পারত। এ কেসটার ব্যাপারে একটা সন্তোষজনক রিপোর্ট পেতে সময় লাগবে আমাদের।'

'আমরা মিসেস রামারামকে এ কেস-এর জন্য দিনে দশ হাজার টাকা চার্জ করছি। কাজেই, তোমার উচিত তাঁর সঙ্গে দেখা করে রিপোর্ট করা এবং আমরা কাজ চালিয়ে যাব কিনা জিজ্ঞেস করা। তিনি হয়তো আর এগুতে চাইবেন না। তাঁর প্রতিক্রিয়াটা জেনে আসো।'

নিশার কথাটা মনঃপূত হলো রাজিবের। নিজের অফিসে ফিরে গিয়ে ১০টা ২০ মিনিটে ফোন করল মিসেস উর্মিলা রামারামের বাড়িতে।

টেলিফোন ধরল গাঙ্গু খান।

'রাজিব খাণ্ডেওয়াল বলছি। মিসেস রামারাম আছেন?'

'ডিটেকটিভ সা'ব না?' প্রশ্ন করল গাঙ্গু।

'ঠিক ধরেছ।'

'মনিবজী নাই। ফিরবার দেরি আছে।'

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে রাজিব রিসিভার রেখে দিল। মিনিট দু'য়েক ভাবতেই একটা বুদ্ধি এল মাথায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে কাজে লাগাল সে। সুভাষের জন্য একটা নোট লিখে ওর টেবিলে চাপা দিয়ে রাখল। তারপর নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে চলে গেল রামারামদের বাড়িতে। উর্মিলা রামারাম নেই। এই সুযোগে গাঙ্গু খানের সাথে একটু কথা বলে নেবে।

ছয় মিনিটে তিনবার বেল টেপার পর সামনের দরজা খুলল।

'খাণ্ডেওয়ালজী, বিবিজী নাই কইছি তো আপনারে,' বলল গাঙ্গু খান।

'তা বলেছ, তবে,' বলে রাজিব তাকে ঠেলে প্রবেশ করল

BanglaBook.org

ভেতরে। 'তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

গাঙ্গু খানের বাধা দেয়ার কোন উপায় ছিল না। জোর করে ঢুকে পড়লে সে কি করবে।

গাঙ্গু খানের একটা হাত ধরে টানতে টানতে রাজিব বলল, 'চলো, তোমার রুমে যাই। আমার গোটা কয়েক প্রশ্ন করার আছে তোমাকে।'

গাঙ্গু আর কি করে। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, কি জিজ্ঞাস করবেন করেন। আমার সময় কম। বহুত কাম।'

গাঙ্গুর রুমটা বেশ ভাল। দুটো গদি আঁটা চেয়ার, বড় খাট, আলমারি, লাগোয়া বাথরুম। সব মিলিয়ে আরামেই রাখা হয়েছে তাকে।

'কি জানবার চান, খাণ্ডেওয়ালজী?'

'মিসেস রামারাম আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করছে কে এবং কেন, তা খুঁজে বের করতে। আমার ধারণা, এটা তুমি জানো!'

'জানি।'

'এখানে যা যা ঘটে সবই তুমি জানো, তাই না খান?'

'আমি তিরিশ বছরের ওপর কাজ করছি এ্যাই বাড়িতে।'

'গণপত রামারাম মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন বলবে? দেখো, খান, এটা গোপনীয়। তোমার আর আমার মধ্যে থাকবে। আর কেউ জানবে না। কিন্তু আমার জানা দরকার।'

'আমার মনিব মারা গেছেন।'

'সেটা জানি। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি, তাই বলো।'

'জবরদস্ত, কঠিন্ দিলের লোক ছিলেন। বড় মানুষরা ওরকমই হয়। আমাকে খুব বেশি খাটাতেন। বেতনও দিতেন ভাল।'

BanglaBook.org

'ছেলেমেয়ের সঙ্গেও কঠোর ব্যবহার করতেন?'

'কিরণ সাহেবের সঙ্গে করতেন। তিনি চাইতেন কিরণ তাঁর ব্যবসায়ে যোগ দিক। কিন্তু কিরণ মেতে থাকতেন গীটার নিয়ে। মনিব তা একদম পছন্দ করতেন না। খুব খারাপ ব্যবহার করতেন ছেলের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কিরণ বাড়ি ছেড়ে চলে যান,' বলতে বলতে থামল গাঙ্গু খান। বাইরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে। তারপর আবার মুখ খুলল, 'কিরণ বাড়ি ছাড়ার আগ পর্যন্ত অশান্তি লেগেই ছিল এখানে। মনিব মারা যাবার পরে দেখা দেয় আরেক অশান্তি। বিবিজী-র সঙ্গে দর্শনাজীর শুরু হয় গরমিল। দর্শনা চলে যান তাঁর কটেজে। আমার বৌ ছেড়ে যায় আমাকে। দর্শনার দেখভালের জন্য সেও এখন কটেজেই থাকে।'

'মিস দর্শনার কথা বলো কিছু। তোমার সাথে বনিবনা কেমন ছিল?'

'খাণ্ডেওয়ালজী, মেয়েটি যখন ছোট্ট ছিল তখন খুব বনিবনা ছিল আমার সঙ্গে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদমেজাজী হয়ে ওঠে। অপছন্দ করতে থাকে আমাকে। আমার ধারণা, আমার প্রতি ওর মনটা বিষিয়ে দিচ্ছিল আমার বৌ। না হুজুর, দর্শনাজী আর আমার মধ্যে বনিবনা ছিল না।'

'ভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা ছিল?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল গাঙ্গু খান, 'খুব ঘনিষ্ঠ ছিল তারা। দু'জনকে একসাথে দেখলে আমার ভাল লাগত। কিরণ বাড়ি ছাড়ার পরে দর্শনা বদলে যায়। তার জীবনের আলোই যেন নিবে যায়। তারপরে মৃত্যু হয় আমার মনিবের। দর্শনা চলে যায় "কটেজে"। তার সাথে যায় আমার বৌ। ওকে আর দেখি না।'

'এক বছর আগে গণপত রামারামজীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল?'

'জ্বি, হুজুর। কিন্তু মৃত্যুটা অপ্রত্যাশিত ছিল না।'

BanglaBook.org

'একটু বুঝিয়ে বলো, খান।'

'তিনি বড় কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন। রেগে আগুন হয়ে যেতেন একেক সময়। কিন্তু তাঁর দিল্‌টা—মানে হৃদযন্ত্রটা ছিল দুর্বল। তাঁর ডাক্তার বহুবার সাবধান করে দিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তিনি ওসব কথা কানে নেননি। জীবন চালিয়েছেন আপন স্বভাব মত।'

'তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন?'

'আমার সঙ্গে নয়। এত বছর তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি জানতাম তাঁকে। কিন্তু কিছু কিছু লোক...'

'ওরা তাঁকে সহজেই উত্তেজিত করে দিত?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঝগড়া করতেন ওদের সঙ্গে?'

'ঝগড়া করতেন না, কারণ ওদের সঙ্গে তাঁকে ব্যবসা করতে হত। ওই সব লোকের টাকা খাটিয়েই ব্যবসা করতেন তিনি।'

'তবুও মেজাজ খারাপ করতেন ওদের সঙ্গে?'

'কেবল ওদের সঙ্গে নয়, সবার সঙ্গে। এমনকি

'মিস দর্শনার সঙ্গে?'

'মেয়ের সঙ্গে মেজাজ খারাপ করেছিলেন মাত্র একবার। কিরণকে নিয়ে।'

'সেটা কবে, গাঙ্গু খান?'

'সেই দিন...'

'ঝগড়াটা শুনেছিলে? মিস দর্শনা গলা উঁচু করেছিল বাবার সঙ্গে?'

'আমি ওসব খেয়াল করি না। তবে ভাইয়ের নাম করে কিছু একটা বলতে শুনেছি দর্শনাকে। তারপরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।'

BanglaBook.org

'ঝগড়াটার কথা বলেছিলে কাউকে? পুলিশ কিংবা ডেথ সার্টিফিকেট দানকারী ডাক্তারকে?'

'না, না। ওসব পারিবারিক ব্যাপার। আমি কেন গায়ে পড়ে বলতে যাব?'

'দেখো, খান, আমি কিরণকে খুঁজছি। তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই দরকার। সে কোথায় আছে বলতে পারো?'

মাথা নেড়ে অস্বীকার করল গাঙ্গু।

'পারলে বলতাম। তাকে আবার দেখলে, তার সাথে কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরে তার কোন খবর আর পাইনি।'

'তাকে খুঁজে পাওয়াটা কেন দরকার বলছি তোমাকে। এক বৃদ্ধা মহিলা তাকে ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে গেছেন। তাঁর নাম ছিল সরমা দেবী, সরমা ওয়াংখেড়। তিনি খুন হন অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে। কিরণকে খুঁজে বের করতে না পারলে টাকাটা সে পাবে না। ত্রিশ লাখ টাকা।'

টাকার অঙ্কটা শুনে খানের প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করল রাজিব।

'বুড়ি মানুষটাকে খুন করা হয়েছিল?' প্রশ্ন করল সে রাজিবের দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে।

'হ্যাঁ। খুনী নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছিল যে বৃদ্ধা বন্দর এলাকার বস্তির ধারের বিল্ডিং-এর সেই ঘরটায় তাঁর সব টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখতেন। তাঁর পাশের ঘরটায় থাকত কিরণ মুণ্ডে বা রামারাম। কিরণ চলে গিয়েছিল মাস দুই আগে। খুনী এসেছিল সরমা দেবীর টাকা চুরির লোভে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছিল সে। তার আসার আগেই সব টাকা জমা পড়ে গিয়েছিল ব্যাংকে। এখন ব্যাংকেই আছে। অপেক্ষা করছে কিরণের জন্য।'

BanglaBook.org

'সে কোথায় আছে আমি জানি না, হুজুর।'

উঠে দাঁড়াল রাজিব। দরজার দিকে এগিয়ে বলল, 'কেবল একটা প্রশ্ন বাকি। তোমার একটি ছেলে আছে। শমসের খান। বন্দর এলাকায় একটা পাঠান হোটেল চালায়, তাই না?'

গাঙ্গু খান যেন কুঁকড়ে মিশে যেতে চাইল চেয়ারের সাথে। 'জ্বি, হ্যাঁ, হুজুর,' বলল সে।

'আমি যেদিন প্রথম এখানে এসেছিলাম এবং মিসেস রামারাম আমাকে নিয়োগ করেছিলেন সেদিন তুমি টেলিফোন করে তোমার ছেলেকে খবরটা দিয়েছিলে। বলো, ঠিক কিনা?'

বসে রইল সে নিরুত্তর। চোখ দু'টি বোজা।

'বলো, ঠিক কিনা। আমার নিয়োগের খবর তাকে জানিয়েছিলে কিনা?' প্রায় পুলিশী ঢংএ বলল রাজিব।

'আমি প্রতিদিন কথা বলি ছেলের সাথে,' বলল সে বিড়বিড় করে।

'আমার কথা বলেছিলে?'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সে জবাব দিল, 'এখানে কি ঘটে না-ঘটে জানতে চায় আমার ছেলে।'

'ঠিক আছে, খান,' বলল রাজিব, আর বেশি পীড়াপীড়ি না করে। যা জানার জেনে গেছে সে। গাঙ্গু তার ছেলেকে জানিয়ে দেয় যে দর্শনার ওপর নজর রাখার জন্য লাগানো হয়েছে রাজিব খাণ্ডওয়ালকে। আর, শমসের এক মুহূর্ত দেরি না করে রাজিবের ঘরের দেয়ালে কালি লেপ্টে দিয়ে এবং রাজিবের মাথার পেছনে আঘাত করে সাবধান করে দেয় রাজিবকে।

গাঙ্গুকে আর কোন প্রশ্ন না করে বিদায় নিল রাজিব।

নিজের অফিসে গিয়ে রাজিব দেখল সুভাষ চেট্টিয়ারের জন্য যে বার্তাটি লিখে রেখে গিয়েছিল ওটা তখনও পড়ে আছে তার

BanglaBook.org

টেবিলে। নিজের টেবিলে বসে গাঙ্গু খানের সাথে আলাপের পুরো বিবরণটি লিখে ফেলল রাজিব। সওয়া একটায় লেখা শেষ হতে ওটা রেখে দিল রামারাম ফাইলে। খিদে পেয়েছে তার। উঠতে যাবে এমন মুহূর্তে ফিরে এল সুভাষ। তার উত্তেজিত চোখ মুখ দেখে রাজিব বুঝল খবর এনেছে।

'চলো সুভাষ, খেতে যাই,' বলল রাজিব।

'কথার মত কথা বলেছ! যা খিদে পেয়েছে না, আস্ত হাতি গিলে ফেলতে পারি।'

কাছাকাছি এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল ওরা। অর্ডার দিয়ে খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাজিব প্রশ্ন করল, 'কি খবর এনেছ বলো।'

'সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িটি এখন শমসের খানের নামে রেজেস্ট্রীকৃত। তিন মাস আগে তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

'ভাল খবর। আর কি?'

'অনেক, রাজিব,' বলল চেট্টিয়ার। 'শমসের খানের ঠিকানা পেয়েছি। ৭১ সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ। গিয়ে দেখে এসেছি। শমসেরের আস্তানা ওপরতলায়। বেশ ভাল জায়গা। শমসের থাকে জাঁকজমকে। ওখান থেকে আমি যাই ওরলি থানায়। তোমার দোস্ত ইনস্পেক্টর প্রতাপ শরখেলকে ধরি। জানো তো শরখেল কড়া অফিসার হলেও বন্ধুদের বিমুখ করে না। বলল, পুলিশ শমসের সম্পর্কে সবই জানে। শমসেরের ফাইল বের করে বলল বারো বছর বয়সেই পুলিশের খাতায় নাম ওঠে শমসেরের। চুরি, মারপিট, ছিনতাই ইত্যাদিতে হাত পাকাতে পাকাতে হয়ে ওঠে রীতিমত গুণ্ডা। তারপরে হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক বনে যায়। তবে প্রতাপ শরখেলের বিশ্বাস, শমসেরের হোটেলকে ঘিরে সন্দেহ-জনক কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু সেটা কি সে এখনও জানে না। তার

BanglaBook.org

ইচ্ছা আছে দোকানটায় হানা দেয়ার। কিন্তু অনুমতি পাচ্ছে না কর্তাদের।'

'ভাল খবরই এনেছ,' বলল রাজিব। 'আমি গাঙ্গু খানের কাছ থেকে যা জেনেছি সেটা তেমন কিছু নয়, তবে একেবারে তুচ্ছ নয়। লেগে থাকলে ওটা থেকে কিছু বের করে ফেলা অসম্ভব নাও হতে পারে।'

বেলা সওয়া চারটায় রাজিব চলল মিসেস রামারামের বাড়ির দিকে। টেলিফোন না করেই চলল, তিনি বাড়িতে আছেন কি নেই ভাবতে ভাবতে। না থাকলেও ক্ষতি নেই।

গেট-এর গাড়ি রেখে এগিয়ে যাবার সময় বুঝল ভাগ্য তার ভাল। মিসেস রামারাম আছেন। বাগানে বসে চা খাচ্ছেন।

রাজিব কাছাকাছি পৌঁছলে গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, 'মি. খাণ্ডেওয়াল, আমার ধারণা ছিল আপনাকে বলেছিলাম এখানে আমার আগে টেলিফোন করতে।'

'টেলিফোন করেছিলাম। আপনি বাইরে ছিলেন। তাই একটু অপেক্ষা করে আন্দাজে চলে এলাম,' বলে রাজিব বসে পড়ল কাছাকাছি আরেকটা চেয়ারে।

'ঠিক আছে, বলুন কেন এসেছেন?'

'আমার অফিস থেকে বলা হয়েছে কাজ কতদূর অগ্রসর হলো তা আপনাকে জানাতে এবং তদন্ত আরও এগিয়ে যাক এটা আপনি চান কিনা জিজ্ঞেস করতে।'

'অগ্রগতি কি হয়েছে?'

'আপনার মেয়েকে কেউ ব্ল্যাকমেল করছে কিনা এবং করলে কে সেই লোক, তা উদ্‌ঘাটনের জন্য আমাকে নিয়োগ করেছিলেন,' বলল রাজিব সতর্কভাবে। 'আমি আপনার মেয়েকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বন্দর এলাকায় বস্তি অঞ্চলে চলে যেতে

BanglaBook.org

দেখেছি। সেখানে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সে প্রবেশ করে "পাঠান মাসালা: চাপলি কাবাব" সাইন বোর্ড আঁটা এক হোটেলে। মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে আসে খালি হাতে, টাকা ছাড়া। তারপর গাড়িতে উঠে চলে যায়।'

মিসেস রামারাম পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। 'পাঠান মাসালা: চাপলি কাবাব'—ওটা কি ধরনের হোটেল?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ওটা নাকি কেবল পাঠান, দিল্লীওয়ালা, আর মারাঠী মুসলিমদের আড্ডাখানা।'

'আমার মেয়েকে সেখানেই যেতে দেখলেন?'

'পরিষ্কার বোঝা যায় ওই হোটেলে কাউকে টাকা দিতে যান মিস দর্শনা, কারও সঙ্গে মেলামেশার জন্য নয়।'

'কেমন করে বুঝলেন যে মেলামেশার জন্য নয়?'

'দেখুন মিসেস রামারাম, আপনাদের পরিবার তো জাত-পাত মানে না। সব সংস্কারের ঊর্ধ্বে আপনারা। না হলে গাঙ্গু খানকে খাস-চাকর হিসাবে রাখতেন না এত বছর। আপনাকে বলি, গাঙ্গু খানের ছেলে শমসের খানই এই পাঠান হোটেলটার মালিক। তার সাথে অবশ্য জানাশোনা থাকা সম্ভব আপনার মেয়ের।'

আবারও পাথর হয়ে গেলেন মিসেস রামারাম। মনে মনে তাঁকে প্রশংসা করল রাজিব। দেখতে পাচ্ছিল মেয়ের আচরণে কতটা আঘাত পেয়েছেন মহিলা। তবু যেভাবে নিজেকে সংযত রাখলেন তা প্রশংসার যোগ্য।

পুরো তিন মিনিট মাথা নিচু করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন তিনি।

'শমসের খান,' বললেন অবশেষে, রাজিবের দিকে না তাকিয়ে। 'হ্যা, অবশ্যই। বাগানের কাজে সাহায্য করত। লক্ষ্য

BanglaBook.org

করেছিলাম আমার মেয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাচ্ছে। দর্শনার সাথে খেলত সে। দর্শনা তখন সবে বড় হয়ে উঠছে। শমসের ছিল দর্শনার দশ বছরের বড়। তবু দর্শনার সাথে লাফালাফি-দাপাদাপি করে বেড়াত। আমার ওটা ভাল লাগেনি। তাই মি. রামারামকে বলেছিলাম শমসেরকে সরিয়ে দিতে। তিনি শমসেরকে বিদায় করেন,' বলে গভীর নিঃশ্বাস টানলেন তিনি। 'তাকে বিদায় করার পরে দর্শনা কিছুদিন মনমরা অবস্থায় ছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে তার সঙ্গে দর্শনার দেখা হয় এবং দর্শনা তাকে টাকা দেয়। কী ভয়ানক ব্যাপার!'

'সে রকমই মনে হয়, তবে অন্য রকমও হতে পারে।'

'আমি গাঙ্গু-র সাথে কথা বলব,' বললেন তিনি ক্রোধে ফুঁসে উঠে।

'মিসেস রামারাম, আপনার উচিত প্রথমে মেয়ের সঙ্গে কথা বলা।'

'দর্শনার সঙ্গে?' বললেন তিনি তিক্ত হাসি হেসে। 'সে কিছুই বলবে না আমাকে। আমার বিশ্বাস সে আমাকে ঘৃণা করে।'

'কিছু জটিলতা আছে, মিসেস রামারাম,' বলল রাজিব। 'আমি আপনার টাকা অপব্যয় করিনি। এখন আপনি চাইলে আরও অগ্রসর হতে পারি। সব আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। আপনি বললে আমি এবং আমার ব্যুরো কাজ চালিয়ে যাব। আপনি না চাইলে বন্ধ করে দেব।'

'কি জটিলতার কথা বলছেন?'

এই পর্যায়ে তাঁর ছেলে কিরণের প্রসঙ্গ তোলার ইচ্ছা রাজিবের নেই। তাই সে বলল, 'শমসের বিপজ্জনক লোক, মিসেস রামারাম। তার হোটেলের ভেতরে কি হয় তা জানতে চাই আমি। পুলিশ চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই বের করতে পারেনি।

BanglaBook.org

আমি চাই দুষ্কর্মের তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এই দুর্বৃত্তটাকে জেলখানায় ঢোকাতে। এখন তা আপনার মর্জির ওপর নির্ভর করছে।'

একটা কঠোর নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠল উর্মিলা রামারামের মুখে। 'ওই অপদার্থ বেজন্মাটা জেলে গেলে আমার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। ঠিক আছে! খরচ যত হোক পরোয়া নেই। তদন্ত চলুক!'

'আমি তা চালিয়ে যাব, মিসেস রামারাম। তবে একটি শর্তে। শর্তটা হচ্ছে, আপনি এ বিষয়ে আপনার মেয়ে কিংবা খানসামাকে কিছুই বলবেন না। রাজি তো?'

'ওই জানোয়ারটাকে জেলে ঢোকানোর দায়িত্ব আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম,' বললেন তিনি।

একথার পর রাজিব বিদায় নিল।

চার

রামারামদের বাড়ির সামনে গাড়িতে বসে রাজিব শুনছিল প্রবল বর্ষণের একঘেয়ে শব্দ। উর্মিলা রামারামের সাথে একটু আগে যে কথাবার্তা হলো তাই মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখল। তিনি তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছেন। টাকা যখন তাঁরই যাচ্ছে ফায়দা তাঁর হতেই হবে।'

গোটা বাড়িটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা। সেই দেয়াল ঘেঁসে ধীর

BanglaBook.org

গাড়িতে যেতে লাগল সে। প্রত্যাশা মত ডান দিকে একটা সরু গলির মুখে এসে পড়ল রাজিব। প্রবেশ করল গলিটাতে। আশা করল এই গলিপথে যেতে যেতে সে পৌঁছে যাবে দর্শনা রামারাম যেখানে থাকে সেই 'কটেজে'। তার অনুমান সত্য প্রমাণিত হলো।

গাড়িটা ছেড়ে রাজিব ভেজা ঘাস মাড়িয়ে পৌঁছে গেল বাড়ির সামনের দরজায়। দর্শনার ছোট্ট ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

বেল টেপার পরে দরজা খুলে গেল ঝাঁকি দিয়ে। দরজায় দাঁড়ানো বিশালদেহী এক পাঠান মহিলা। গামা পালোয়ানের কুস্তির দোসর হবার উপযুক্ত।

কড়া চোখে রাজিবের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মহিলা প্রশ্ন করল কর্কশকণ্ঠে, 'কাকে চাই?'

'মিস দর্শনা রামারামকে,' জবাব দিল রাজিব তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে।

'কেটে পড়ুন। দর্শনা যার-তার সঙ্গে দেখা করেন না। রাস্তা মাপেন!'

পকেট থেকে পেশাগত পরিচিতি কার্ডটা বের করে পাঠানীর হাতে গুঁজে দিয়ে রাজিব বলল, 'আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। এটা দেখালেই হবে। আমি বৃষ্টিতে ভিজে তামাশা করতে আসিনি।'

কার্ডটা নিল পাঠানী। 'দাঁড়ান!' বলে দরজা বন্ধ করে দিল।

এটাই তাহলে সালমা খান, গাঙ্গু খানের বৌ। গাঙ্গুর জন্য দুঃখ হলো রাজিবের। নেশা না ধরে তার উপায় কি।

পাঁচটা মিনিট চলে গেল। ততক্ষণে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে রাজিব। বেলটা টিপে ধরে রইল সে।

'আসেন ভিতরে! বর্ষাতি খোলেন গা থেকে। ঘর ভিজাবেন না,' বলল সালমা খান দরজা খুলে।

BanglaBook.org

বর্ষাতিটা খুলে দরজার একপাশে রেখে রাজিব প্রবেশ করল প্রশস্ত এক ড্রয়িং রুমে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল বেশ সুসজ্জিত রুম। দামী সোফা সেট। প্রকাণ্ড রঙ্গিন টিভি। সবই আছে। তার চোখ পড়ল দর্শনার ওপর। সোফায় হেলান দিয়ে বসে নিঃশব্দে দেখছে তাকে।

মিস দর্শনার চোখে সানগ্লাস নেই। মৃদু আলোয় চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যা দেখল তা চমকে ওঠার মত।

ওর মাকে রাজিব জিজ্ঞেস করেছিল দর্শনার ছেলে-বন্ধু আছে কিনা। জবাবটা স্পষ্ট মনে আছে রাজিবের: 'থাকা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় না কোন ভাল ছেলে দর্শনার প্রতি আকৃষ্ট হবে। চেহারাটা ওর আকর্ষণীয় নয়।'

একি মায়ের ঈর্ষা?

রাজিব ভাল করে তাকাল মেয়েটার দিকে। পঞ্চাশের দশকের হিন্দি সিনেমার নায়িকা গীতাবলির মত হালকা-পাতলা মেদহীন দেহ। চোখ, চুল, নাক, কান সব। মুখটা, বিশেষ করে দুই ওষ্ঠ, আকর্ষণীয়।

'মাফ করবেন মিস দর্শনা বিনা আহ্বানে এসে পড়লাম বলে,' বলল রাজিব। 'আমার আশা আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

হাসল দর্শনা। একটা সোফা দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করে বলল, 'পারলে খুশি হব, মি. খাণ্ডেওয়াল। বলুন কি চাই, চা না কফি?'

'কিছুই লাগবে না, ধন্যবাদ।' বসল রাজিব।

'আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' জিজ্ঞেস করল দর্শনা, রাজিবের কার্ডে নজর বুলিয়ে।

'তা ঠিক, মিস রামারাম।'

'আপনাদের জীবন নিশ্চয়ই খুব উত্তেজনাপূর্ণ, তাই না?

BanglaBook.org

আপনাদের নিয়ে লেখা কত থ্রিলার পড়েছি।'

'মিস রামারাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের জীবন বই-এ যেরকম রোমহর্ষক বই-এর বাইরে সেরকম মোটেই নয়,' বলল রাজিব। 'আমার বেশিরভাগ সময় কাটে গাড়িতে বসে এবং অসহযোগী মানুষের সাথে বকবক করে।'

আবারও হাসল দর্শনা। 'আপনি আমার কাছে এসেছেন। কেন এসেছেন বলুন দয়া করে।'

'আপনার ভাইকে খুঁজে বের করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে,' বলল রাজিব, দর্শনার ওপর চোখ রেখে। কিন্তু দর্শনার মুখের হাসি অবিকৃতই রইল। তার দৃষ্টিতে কেবল ঔৎসুক্য ফুটে উঠল।

'আমার ভাইকে? কিরণকে?'

'ঠিক তাই। এক বৃদ্ধা টাকা রেখে গেছেন তাঁর জন্য। তাঁকে পাওয়া না গেলে টাকা ব্যাংকে পড়ে থাকবে।'

'এক বুড়ি টাকা রেখে গেছে? কিরণের জন্য?'

'হ্যাঁ, মিস দর্শনা।'

'কি ভাল কথা। তিনি কে?'

মুখে বিষণ্নভাব ফুটিয়ে তুলে রাজিব বলল, 'এজন্যই তো আমার কাজ এত একঘেয়ে এবং নীরস। কর্তা শুধু বলে দিলেন কিরণ রামারামকে খুঁজে বের করতে, কারণ এক বৃদ্ধা তাঁর নামে টাকা রেখে গেছেন। ব্যস এটুকু! আর কিছু না। বৃদ্ধার নামটাও না। শুধু একথাটা যে ত্রিশ লাখ টাকা তিনি রেখে গেছেন আপনার ভাইয়ের জন্য। কাজেই আমি সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে বসে প্রশ্ন করল দর্শনা, 'কি বললেন? ত্রিশ লাখ টাকা?'

'হ্যাঁ, ত্রিশ লাখ টাকা, মিস দর্শনা।'

BanglaBook.org

এবার পেছনে হেলান দিয়ে বসে আগের মত হাসিমাখা মুখে দর্শনা বলল, 'কি ভাগ্যের কথা!'

'মি. কিরণের জন্য ভাগ্যের কথাই বৈকি। কিন্তু আমাকে যে তাঁর সন্ধান পেতে হবে। আপনি পারেন আমাকে সাহায্য করতে?'

'পারলে তো ভাল হত। কিন্তু কয়েক মাস ধরে ভাইয়ের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

'চিঠিও লেখেননি, ফোনও করেননি আপনাকে?'

মুখের হাসি তার নিবে গেল। বিষণ্নভাবে দর্শনা বলল, 'না। আমার বড় দুঃখ হয়, মি. খাণ্ডেওয়াল। আমরা ভাই-বোন কত ঘনিষ্ঠ ছিলাম।'

মেয়েটি সত্য বলছে কিনা বুঝতে পারল না রাজিব। মিথ্যা হলে বলতে হবে অভিনয় সে জানে।

'আচ্ছা, তাঁর কোন বন্ধুর নাম আমাকে দিতে পারেন যাঁর কাছে গেলে কিছু খবর বা খবরের সূত্র পাওয়া যেতে পারে?'

বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে দর্শনা বলল, 'ওর কোন বন্ধুকে আমি চিনি না।'

'আপনি তাহলে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না।'

'পারলে খুশি হতাম। আপনার কার্ড রইল আমার কাছে। কিরণের কোন খবর পেলেই টেলিফোন করব আপনাকে।'

রাজিব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কি লজ্জার কথা! অতগুলো টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে তাঁর নামে। অথচ, আপনার ভাই জানেনই না।'

দর্শনাও দাঁড়াল। রাজিবের সাথে একমত হয়ে বলল যে, 'এটা সত্যি লজ্জার কথা।'

এর পরেই রাজিব সেই প্রশ্নটি করল যাতে বোঝা যাবে দর্শনা পাক্কা মিথ্যাবাদী, নাকি সত্য বলছে। দর্শনার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, শমসের খানকে কোথায় পাব বলতে

BanglaBook.org

পারেন?'

তার চোখের মৃদু কম্পন, মুখের পেশীর কুঞ্চন লক্ষ্যই করতে পারত না রাজিব যদি সে দর্শনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর না রাখত। এখন রাজিব নিশ্চিত হলো যে দর্শনার অভিনয় ধরা পড়ে গেছে।

মুখভাব পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে দর্শনা বলল, 'শমসের খান? কি আশ্চর্য! আপনি কি সেই পাঠান ছোকরাটির কথা বলছেন, যে একসময় আমাদের বাগানে মালীর কাজ করত?'

'হ্যাঁ তার কথাই বলছি, মিস রামারাম। শমসের খান, গাঙ্গু আর সালমা খানের ছেলে। তাকে কোথায় পাব বলতে পারেন?'

আবার হাসিমুখে জবাব দিল দর্শনা, 'বলতে পারব না। অনেকদিন দেখিনি। তার মা-ও দেখেনি।'

ডাহা মিথ্যা বলছে দর্শনা রামারাম। মিথ্যা বলছে এমন দক্ষতার সাথে যা রাজিব আগে কমই দেখেছে। রাজিব যদি ওকে স্বচক্ষে 'পাঠান মাসালা। চাপলি কাবাব' এ ঢুকতে না দেখত তাহলে বিশ্বাস করে ফেলত।

অভিনয় রাজিবও জানে। হতাশভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার ভাইকে খুঁজে বের করা কঠিনই হবে দেখছি, মিস দর্শনা। তবে আমরা লেগে থাকব। আমাদের ব্যুরোর বৈশিষ্ট্য কি জানেন? কোন কাজের জন্য ডাকা হলে কাজটি শেষ না করে থামি না আমরা। আপনার ভাইয়ের সন্ধান পেলে জানাব আপনাকে,' বলে হাসল সে। 'জানার আগ্রহ নিশ্চয়ই আপনার হবে, কি বলেন?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দর্শনা। মুখের হাসি উধাও। সেই অবস্থায় ওকে ছেড়ে রাজিব বের হয়ে চলে গেল তার গাড়ির কাছে।

আশ্চর্য! এই মেয়েকে ওর মা বলেছিল দৈহিক-মানসিকভাবে অপরিণত, অনাকর্ষণীয়!

বছর চব্বিশের মত বয়সী এই মেয়েটি চ্যাম্পিয়ন মিথ্যুক।

BanglaBook.org

রাজিবকে প্রায় বোকা বানিয়ে ফেলেছিল। শমসের খানের বিষয়ে প্রশ্ন করার আগ পর্যন্ত রাজিবের বিশ্বাস ছিল দর্শনার সব কথাই সত্য। গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে রাজিব ভাবল, এখন মেয়েটি কি করবে? শমসেরকে সতর্ক করে দেবে?

অফিসে ফিরে এসে রাজিব দেখল সুভাষ টাইপ করতে ব্যস্ত। তাকে দর্শনার সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে রাজিব বলল, 'মেয়েটি একটা আসল চরিত্র। মিথ্যা বলে সুন্দর করে। স্নায়ু ইস্পাতের মত শক্ত। যৌন আবেদন আছে। ভাইকে কোথায় পাওয়া যাবে তা জানে না বলে ভান করে। ফট্ করে বলে দেয় যে শমসের খানের সাথে তার কয়েক বছর দেখা হয়নি।'

'আমি এখনও বুঝি না তুমি ওর ভাইকে খুঁজে বের করার চেষ্টা কেন করছ,' বলল চেট্টিয়ার। 'আমার মতে, এব্যাপারে শমসেরই হচ্ছে আমাদের টার্গেট।'

'তোমার কথাই হয়তো ঠিক, তবে আমার যেন মনে হচ্ছে কিরণই হচ্ছে রহস্যের চাবি। তাকে পেলেই আমরা সব জেনে যাব।'

সন্ধ্যা ৭.২০ মিনিট। শেষ হলো দু'জনের রিপোর্ট তৈরি করা। রামারাম ফাইলে রিপোর্টগুলো রেখে দিল তারা।

'এখন কি করতে হবে?' প্রশ্ন করল সুভাষ।

'আমরা মাদ্রাজী খানা খাব। তারপর আমি খাব শমসের খানের সাথে কথা বলতে।'

'ওই পাঠানী আড্ডায় যাবে?' প্রশ্ন করল চেট্টিয়ার একদিকে মাথা কাত করে।

'সেখানেই যাচ্ছি আমি।'

'ভাল। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

BanglaBook.org

ডেস্কের নিচের ড্রয়ার খুলে .৩৮ গানটা বের করে রেখে দিল কোমরের বেল্টের নিচে।

'তোমরটাও নাও সুভাষ,' বলল রাজিব। 'আমরা হয়তো বিপদে পড়ে যেতে পারি।'

সুভাষ তার ড্রয়ার খুলে বের করল একজোড়া পিতলের 'নাক্‌ল-ডাস্টার' (গাঁট্টা বা ঘুষি মারার উদ্দেশ্যে আঙুলের গিঁঠে পরার বস্তু)। দুই হাতে দুটো পরে আদরের দৃষ্টিতে দেখল। 'পিস্তল তোমার কাছে থাকলেই হবে, আমার ওসবের দরকার নেই,' বলল সে।

'এ্যাই সুভাষ, ওসব জিনিস বেআইনী!'

'জানি বেআইনী। তাতে হলোটা কি? পাঠানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগলে এ জিনিসের মত কাজের জিনিস আর হয় না।'

রাজিব আর আপত্তি করল না। জানে সুভাষের ঘুষি এমনিতেই ভীষণ শক্তিশালী। একটা জোয়ান খচ্চরকে শুইয়ে দিতে পারে সে এক ঘুষিতে। এ পিতলের জিনিস হাতে লাগালে আস্ত হাতি পর্যন্ত ফেলে দিতে পারে।

'দাঁড়াও, একটা ফোন করার আছে। তারপর রওনা হব,' বলে রাজিব হোটেল দ্য রেইনবো-তে কল্ করল। ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেল অগ্নিকা-ডি-মেলোকে। রিসেপশন ডেস্কে লোকের ভিড়, অনেকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

'অগ্নিকা, বেশি কথা বলব না। নতুন তালার জন্য, আর দেয়ালটা পরিষ্কার করিয়ে দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি তুলনাহীন!'

'তুলনাহীন তুমিও রাজু। গোলমালের বাইরে থাকার চেষ্টা করবে। দেখা হবে বুধবারে,' বলে রিসিভার রেখে দিল অগ্নিকা।

রাজিব আর সুভাষ অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে চাপল। তখনও বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ওরা চলে গেল চৌপট্টির কাছে এক

BanglaBook.org

চেনা মাদ্রাজী হোটেলে।

সস্তায় স্বাস্থ্যকর সুপাচ্য খাবার খেতে হলে মাদ্রাজী হোটেলেই যেতে হয়। 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের রান্না' বলে সব মাদ্রাজী হোটেলই বিজ্ঞাপন দেয়। কিন্তু পাচকগুলো ব্রাহ্মণ না শূদ্র কে তার খোঁজ রাখে? তবে ভরপেট খেয়ে সবাইকে ঢেকুর তুলতে হয়।

'খাওয়া হলো, এখন কি?' প্রশ্ন করল সুভাষ পেটে হাত বুলিয়ে।

'এখন বন্দর এলাকা। পাঠান মাসালা। আমরা সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরোর লোক বলে পরিচয় দিয়েই যাব। আমি শমসেরের সাথে দেখা করতে চাইব। ওরা যদি কোন হাঙ্গামা না বাধায় এবং শমসের যদি দেখা দেয়, তাকে জিজ্ঞেস করব কিরণকে খোঁজার ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবে কিনা। এখন বুঝতে পারছ এ তদন্ত কাজে কিরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?'

'তাই তো দেখছি,' বলল সুভাষ।

'আমাদের পরবর্তী চাল কি হবে জানতে চাও? ওটা নির্ভর করে শমসের কতটা সহযোগিতা করবে তার ওপর। সে আমাদেরকে আদৌ কিছু বলবে কিনা সেই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই আমাদেরকে জোঁকের মত লেগে থাকতে হবে দর্শনার পেছনে। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে শোয়ার আগ পর্যন্ত সে কোথায় যায়, কি করে সব জানতে হবে।'

খুশি হয়ে মাথা নাড়ল চেট্টিয়ার। এ ধরনের কাজ তার পছন্দ। 'এতে কোন ফায়দা হবে মনে করছ?' প্রশ্ন করল সে।

'জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

রাত সওয়া আটটায় তারা বের হলো রেস্তোরাঁ থেকে। সোজা ড্রাইভ করে চলে গেল বন্দর এলাকায়। গাড়িটা এক জায়গায় পার্ক করে হেঁটে গেল বাকি পথ। 'পাঠান মাসালার' সামনে গিয়ে রাজিব পিস্তলটাকে 'কুইক ড্র'-এর জন্য প্রস্তুত করে রাখল। লক্ষ করল

BanglaBook.org

চেট্টিয়ারের হাত দুটি চলে গেছে পকেটে।

ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। তারা প্রবেশ করল বেশ বড় এক রুমে। দেয়াল ঘেঁষে ছোট ছোট টেবিল। মাঝখানটায় ফাঁকা। ওখানে কি হয় কে জানে। রুমটার শেষ প্রান্তে কাবাবের উনুন, তন্দুর ইত্যাদি।

গাঁজার গন্ধে ভরে আছে বদ্ধ বাতাস। গুটিকয় তরুণ কয়েক টেবিলে বসে বীয়ার খাচ্ছে।

একটা উঁচু জায়গায় বসে আছে তিন বাদক। সামনে ড্রাম, ট্রামপেট আর স্যাক্সাফোন। এগুলো বাজিয়ে খটক নাচ নাচে কিনা কে জানে।

তারা ঢুকতেই বিশাল বপু এক লোক এসে পথ আটকে দাঁড়াল। দেখে মনে হল লোকটা এক ঘুষিতে জোয়ান ষাঁড়কেও ধরাশায়ী করতে পারে।

'তোমরা কে? কেন এসেছ?' প্রশ্ন করল কর্কশ স্বরে।

'পথ ছাড়ো, শমসেরের সঙ্গে আলাপ করব,' বলল রাজিব।

'শমসের খান যার তার সঙ্গে কথা বলে না।'

'পড়তে পারো?' বলে রাজিব তার কার্ড বাড়িয়ে দিল।

পড়তে পারল কিনা বোঝা গেল না, তবে কার্ডটা দেখে লোকটার উগ্রতা কমল। 'তোমরা পুলিশের লোক?' জিজ্ঞেস করল সে অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে।

'কার্ডটা নিয়ে যাও শমসেরের কাছে, তাকে বলো যে আমি কথা বলতে চাই। জলদি!'

একটু দ্বিধা করল লোকটা। তারপরে চলে গেল এক দরজার সামনে। ওটা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বীয়ার পান রত তরুণরা নীরবে দেখল সবকিছু। কেউ নড়ল না, কথাও বলল না। রাজিব বুঝল, ওরা তাদেরকে পুলিশের লোক

BanglaBook.org

ভেবেছে।

সুযোগটা হাতছাড়া হতে দিতে চাইল না রাজিব।

সুভাষকে 'এসো' বলে সোজা হেঁটে গিয়ে পালোয়ান লোকটি যে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে সেটা খুলে ফেলল। দেখল, সামনে স্বল্প আলোকিত করিডর। করিডরের শেষে আরেকটি দরজা। তারা করিডর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করল যে সেই দরজাটা খুলে গেছে হুস করে। শমসের খান বেরিয়ে এসেছে।

সুভাষ বর্ণনা দিয়েছিল শমসেরের। কিন্তু মুখোমুখি হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রাজিব বুঝতে পারেনি মানুষটার আকার কী বিরাট। বিরাট নয়—বিশাল। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট সাত ইঞ্চি। কাঁধ দু'টি গুদাম ঘরের দরজার পাল্লার মত চওড়া। মাথাটা ক্ষুদ্র। প্রকাণ্ড পাগড়িতে ঢাকা। শকুনের চঞ্চুর মত বাঁকানো বিশ্রী নাক। পাতলা ঠোঁট। চকচকে রক্তাভ চোখ। 'হরর' ছবির জন্য আদর্শ চেহারা।

'কি চাও তোমরা?' প্রশ্ন করল সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায়।

'শমসের খান আপনি?' বলল রাজিব মৃদুকণ্ঠে।

এতেই কাজ হলো। মুম্বাইয়ের হিন্দুরা বোধ হয় আগে কোনদিন তাকে 'আপনি' সম্বোধন করেনি। শমসেরের মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো খুলে গেল।

'হ্যাঁ, আমি। কি চান আপনারা?'

'খান সাহেব, আমি এসেছি সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরো থেকে। আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন এই আশা নিয়ে,' বলল রাজিব আগের মতই মৃদু স্বরে।

সন্দেহভরা চোখে শমসের দেখতে লাগল রাজিবকে। বলল, 'সাহায্য? আমি কাউকে সাহায্য করি না। হিন্দুকে তো নয়ই।'

'হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন বাদ দিন। আমার নাম রাজিব খাণ্ডেওয়াল। আপনাকে আমি শমসের ডাকব, আপনি আমাকে রাজিব ডাকতে

BanglaBook.org

পারেন। আসুন এভাবে আমরা একটু ভদ্রভাবে আলাপ করি।'

শমসের এতে অভ্যস্ত নয়। রাজিব দেখতে পাচ্ছিল শমসের দ্বিধা করছে। রাজিবকে ঘুষি মারবে, কিংবা। না মেরে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকবে তা স্থির করতে পারছে না।

'আমি কিরণ রামারামকে খুঁজছি,' বলল রাজিব, খুব ধীরে এবং স্পষ্ট করে।

কিরণের নাম শোনামাত্রই তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল শমসেরের মধ্যে। সামনে ঝুঁকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল। ভাব দেখে মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়বে রাজিবের ঘাড়ে প্রকাণ্ড এক গরিলার মত।

'তার সঙ্গে তোমার কি কাজ?' প্রশ্ন করল শমসের।

রাজিব লক্ষ করল, যে লোকটা প্রথমে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল সে শমসেরের পেছন থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে এবং কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে।

'তোমার ওই চ্যালাটাকে সরে যেতে বলো এখান থেকে। আমাদের আলাপ গোপনীয়।'

রাজিব চেষ্টা করল এভাবে নিজের ইচ্ছা শমসের নামক গরিলাটার ওপর চাপিয়ে দিতে।

চেষ্টাটা সফল হলো।

শমসের পেছনে ফিরে হাঁক দিল, 'ভাগ্।' লোকটা সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল।

'আমি কিরণকে খুঁজছি,' বলল রাজিব। 'কারণ, একজন তার নামে এক কাঁড়ি টাকা রেখে গেছে। তাকে খুঁজে না পেলে টাকাটা পড়ে থাকবে ব্যাংকে।'

এতক্ষণে শমসেরের রক্তাভ চোখে বুদ্ধিমত্তার একটুখানি ঝিলিক দেখা গেল।

'কত টাকা?'

BanglaBook.org

'ঠিক জানি না। তবে বিশ-তিরিশ লাখ হতে পারে।'

'তিরিশ লাখ টাকা!' বলল শমসের বিস্ময় মাখা স্বরে। রাজিব বুঝল, টাকার গন্ধ শমসেরকে সব সময় উতলা করবে।

'ওই রকমই হবে। টাকার পরিমাণটা ঠিকমত বলতে পারছিনে। বেশিও হতে পারে। কিরণকে কোথায় পাব বলো তো?'

ভাবতে লাগল দৈত্যটা। কপালের শিরাটা ফুলে উঠল। শেষ পর্যন্ত বলল, 'ধরো, তুমি তাকে পেলে। তার পরে কি হবে?'

'কোন সমস্যা হবে না। আমি তাকে নিয়ে যাব ব্যাংকে। সে কতগুলো ফরম পূরণ এবং তাতে সই করবে। ব্যস, টাকা তার হয়ে যাবে।'

মাথা চুলকাতে লাগল শমসের। চিন্তিতভাবে বলল, 'তিরিশ লাখ টাকা! সে যে অনেক অনেক টাকা!'

'তা ঠিক। তাকে কোথায় পাব বলো।'

'কোথায় আছে জানি না। তবে হয়তো খুঁজে বের করতে পারব। চারদিকে খোঁজখবর করাব। আমার জানামতে সে এখানে থাকে না। অন্য কোন জায়গায় থাকতে পারে।'

রাজিবের মনে হলো শমসের মিথ্যে বলছে। তবে অধৈর্য হলে চলবে না। এটা ধৈর্যের খেলা।

'ঠিক আছে শমসের,' বলল সে। 'তোমার কাছে আমার কার্ড রইল। কিরণের সাথে যোগাযোগ হলে এবং সে টাকা পেতে চাইলে আমাকে জানাবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলে আমার পেছনে দৃষ্টি প্রসারিত করল সে। সুভাষ ওখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে পান মশলা চিবাচ্ছিল। 'ওই বামনটা কে?' জানতে চাইল শমসের।

'আমার বডিগার্ড,' বলে দিল রাজিব ফট্ করে। 'মাস্তান-গুণ্ডা ধরনের লোক আশপাশে থাকলে ওর মত মানুষ সাথে থাকা ভাল।'

BanglaBook.org

'কি বললে? ওই পুঁচকেটা? ওই ব্যাটা তো বীয়ারের ফেনাও উড়িয়ে দিতে পারবে না ফুঁ দিয়ে।'

রাজিব দেখল সুভাষের হাত দুটি চলে যাচ্ছে পকেটে। তার মানে সংঘর্ষ। কিন্তু রাজিব চায় এখান থেকে অক্ষতদেহে বেরিয়ে যেতে। তাই পিছিয়ে গিয়ে 'সুভাষ, চলো আমরা যাই। শমসের, কিরণের খবর পেলেই জানাবে,' বলে সুভাষের হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

গাড়ির কাছে পৌঁছে সুভাষ বলল, 'গরিলাটাকে একটা ঘুষি লাগাতে দিলে না কেন?'

'ধৈর্য ধরো। সুযোগ পাবে, তবে এখন নয়।'

গাড়ি স্টার্ট দেয়ার পর সুভাষ প্রশ্ন করল, 'এর পরের কর্মসূচী কি?'

'বাড়ি যাব। আমি এখনও মনে করি যে কিরণই হচ্ছে এ কেস-এর চাবিকাঠি। দুটো টোপ দিয়েছি। দর্শনা আর শমসের এখন জানে যে কিরণের মূল্য ত্রিশ লাখ টাকা। আমি নিশ্চিত যে কিরণ কোথায় আছে সেটা ওদের জানা। আশা করছি ওদের যে কোন জন কিরণকে খবরটা বলবে এবং তারপরেই কিরণ আত্মপ্রকাশ করবে।'

'সে কোথায় আছে তা যদি ওদের জানা না থাকে?'

'আমি মনে করি ওরা জানে।'

সুভাষকে তার বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে রাজিব গেল হোটেল দ্য রেইনবো-তে। মিষ্টি হাসিতে অভ্যর্থনা জানাল অগ্নিকা।

'আজ রাতে। যে কোন সময়ে...' বলতে গেল রাজিব।

বাধা দিয়ে অগ্নিকা বলল, 'আজ রাতে অসম্ভব, রাজু। তিনটার আগে ছাড়া পাব না। ততক্ষণে আমি হয়ে যাব আধমরা। ধৈর্য ধরো বুধবার পর্যন্ত।'

ফিরে গেল রাজিব তার গাড়িতে। তারপর বাড়ি। স্নান এবং

BanglaBook.org

ঘুম।

পরদিন সকাল সাড়ে ৯টা। রাজিব আর সুভাষ বসে আছে যার যার টেবিলে। বেজে উঠল টেলিফোন।

'খাণ্ডেওয়াল?' রাজিব চিনল শমসেরের গলা।

'শমসের নাকি?' বলে রাজিব ইশারা করল সুভাষকে এক্সটেনশনটায় কান লাগিয়ে শোনার জন্য। 'খবর আছে আমার জন্য?'

'হ্যাঁ,' বলে থামল শমসের। একটু পরে বলল, 'খুঁজে বের করেছি তাকে। সে তাড়াতাড়ি টাকা পেতে চায়।'

'কোথায় খুঁজে পেয়েছ শমসের?'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'কোথায় পেয়েছি সেটা তোমার না জানলেও চলবে। টাকা সে কখন পাবে, বলো।'

'নো প্রোব্লেম, শমসের। সব ব্যবস্থা করে রাখব। তোমাকে জানাব পরে।'

'সব ব্যবস্থা করে রাখবে মানে?'

'ব্যাংকে জানাতে হবে। একটা সময় ঠিক করতে হবে ব্যাংকের পরিচালক সুনীল কেলকারের সঙ্গে। কিরণকে সনাক্ত করতে হবে। সে যেসব ফর্ম বা কাগজপত্র সই করবে সেগুলো তৈরি করতে হবে। বুঝলে তো, কোন সমস্যা নেই। আমি তোমাকে কল্ করে জানাব।'

'ব্যাটা জালিয়াতির মতলবে আছে নাকি?' বলল সুভাষ।

'হতে পারে। এখন তুমি একটা কাজ করো। পবন ভার্মার নন্দন ক্লাবে যাও। দেখো ব্যাংকে এসে কিরণকে সনাক্ত করতে রাজি করাতে পারো কিনা। আমার বিশ্বাস কিরণের সঙ্গে দেখা করার জন্য সে ছুটে আসবে ব্যাংকে। তুমি এদিকটা দেখো, আমি সুনীল

BanglaBook.org

কেলকারকে সামলাই।'

মিনিট বিশেক পরে রাজিব প্রবেশ করল কেলকারের অফিসে। কেলকার দাঁড়িয়ে পাদ্রী মার্কা হাসি হেসে হাত মিলাল রাজিবের সাথে।

'কাজ কদ্দূর এগুলো, মি. খাণ্ডেওয়াল?' প্রশ্ন করলেন কেলকার।

'কেলকারজী! আমার ধারণা আপনার ব্যাংকে সরমা দেবী নামে এক বৃদ্ধা কিরণ রামারাম বা মুণ্ডের নামে ত্রিশ লাখ টাকা জমা রেখে গেছেন।'

কেলকার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন রাজিবের দিকে। বললেন, 'কথাটা সত্য। কিন্তু ওই টাকাটার ব্যাপারে আমি যোগাযোগ রাখছি মৃত সরমা দেবীর উকিল বিষ্ণু পারুলেকারের সঙ্গে। তিনি যতদিন কিরণকে খুঁজে না পাবেন ততদিন টাকাটা আমার ব্যাংকেই থাকবে। আপনার তদন্তের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক তা তো বুঝলাম না?'

'কিরণকে পেলে তদন্তে সুবিধা হবে বলে আশা করছি। বন্ধুরা তাকে বলেছে যে এই বিপুল অঙ্কের টাকাটা সে তুলতে পারে। মনে হচ্ছে টাকার গন্ধে সে অজানা আস্তানা থেকে বের হয়ে এসেছে। এতদিন দেখা দেয়নি, পাওয়া যায়নি তাকে।'

'অবাক কাণ্ড তো!' বিড়বিড় করে বললেন কেলকার।

'কিরণ রামারামকে দেখেছেন কখনও?'

একটু যেন চমকে উঠলেন সুনীল কেলকার। বললেন, 'না তো। কোনদিন দেখিনি তাকে।'

'কেউ যদি আপনার অফিসে ঢুকে বলে সে কিরণ রামারাম এবং দাবি করে ত্রিশ লাখ টাকা, তাহলে আপনি জানবেন না লোকটা সত্যি বলছে কিনা?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন সুনীল কেলকার।

BanglaBook.org

'কি বলতে চান আপনি? ভুয়া লোক কিরণ রামারাম সেজে এখানে আসতে পারে?'

'দেখুন, ত্রিশ লাখ টাকা তো নেহায়েত খুদ কুঁড়ো নয়।'

'নিশ্চয়ই। আমি সনাক্তকরণ দাবি করব।'

'মি. কেলকার, আমার মতে সনাক্তকরণের জন্য আপনি মিস দর্শনা রামারামকে ডাকতে পারেন। তিনি তাঁর ভাইকে সনাক্ত করলে আর কোন ঝামেলা থাকবে না।'

'বুদ্ধিটা খুব ভাল,' মন্তব্য করলেন কেলকার।

'আজ বিকালেই কি আমরা কাজটা সেরে ফেলতে পারি না?'

নোটবুকে কাজের তালিকা দেখে নিয়ে কেলকার বললেন, 'হ্যাঁ, বিকেল তিনটার দিকে করা যায়?'

'তাহলে মিস দর্শনাকে টেলিফোন করে দেখুন না তিনি আসবেন কিনা। আমার বিশ্বাস, ভাইকে দেখার জন্য খুশি হয়েই আসবেন তিনি।'

'নিশ্চয় টেলিফোন করব। গণপত রামারামের পরিবারের জন্য যা পারি সবই করব। দেখি ওকে পাই কিনা,' বলে বোতামে টিপ দিয়ে মিস দুর্গা ছেত্রীকে বললেন দর্শনার সাথে সংযোগ করে দিতে।

মিনিট পাঁচেক পরে ভেসে এল দর্শনার গলার আওয়াজ। মোলায়েম হাসি হেসে কেলকার বললেন, 'সুনীল কেলকার বলছি, তোমাকে বিরক্ত করছি না তো?'

তিনি শুনলেন, মাথা নাড়লেন, তারপর আবার বললেন, 'তোমার ভাই কিরণ যে ত্রিশ লাখ টাকা পেয়েছে একজনের কাছ থেকে, এটা তুমি জানো কিনা আমার জানা নেই।'

তিনি আবার কিছুক্ষণ শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, মি. খাণ্ডেওয়াল খুব সহায়তা করেছেন। এখন শোনো দর্শনা, তোমার ভাইকে সনাক্ত করা দরকার। কারণ, যে কেউ নিজেকে কিরণ রামারাম বলে দাবি

BanglaBook.org

করে ত্রিশ লাখ টাকার দিকে হাত বাড়াতে পারে। আমি কিরণকে আগে দেখিনি। তাই তার সুনাক্তকরণ দরকার হয়ে পড়েছে। তুমি আজ বিকেল তিনটায় এখানে এসে তাকে সনাক্ত করে যাও না কেন?'

আবার শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। অনেক দিন দেখোনি তাকে। আবার দেখলে খুশি হবে। চমৎকার। চলে আসো আমার অফিসে বিকাল তিনটায়। ধন্যবাদ···ধন্যবাদ তোমাকে।'

রাজিবের দিকে তাকিয়ে কেলকার বললেন, 'দর্শনা রামারাম খুশির সাথে সহযোগিতা করবে। কোন অসুবিধা হবে না।'

রাজিবের দুঃখ হলো মানুষটার জন্য। দর্শনা রামারামকে রাজিব যতটা জেনেছে সুনীল কেলকার ততটা জানেন না।

'ভাল,' বলে উঠে দাড়াল রাজিব। 'আমি ঠিক তিনটায় আসব।'

বিদায় নিল সে।

কাঁটায় কাঁটায় ২টা ৪৫ মিনিটে রাজিব মুম্বাই সিটি ব্যাংকে প্রবেশ করে দুর্গা ছেত্রীকে বন্ধুত্বের হাসি ছুঁড়ল। হাসিটা ছিটকে পড়ল কংক্রিটের দেয়ালে ছুঁড়ে মারা টেনিস বলের মত।

'মি. কেলকার ব্যস্ত,' বললেন দুর্গা ছেত্রী।

'ঠিক আছে। শুধু বলুন যে আমি এসেছি,' বলে সে বসে পড়ল সাজানো চেয়ারগুলোর একটিতে।

ব্যাংকের ব্যাপারে রাজিব বরাবরই কৌতূহলী। বসে বসে দেখল লোকের আনাগোনা। মোটকু বুড়িরা টাকার বান্ডিল ঢোকাচ্ছে নিজ নিজ ব্যাগে। কথা বলছে ক্যাশ অফিসার বা ক্লার্কের সঙ্গে। ওদের মুখে মোটকু বুড়িদের জন্য প্যাটেন্ট করা তৈলাক্ত হাসি। না, ব্যাংকিং তার জন্য নয়, ভাবল রাজিব।

সুভাষ চেট্টিয়ার এসে রাজিবকে বলল সে কেবল পবন ভার্মার

BanglaBook.org

সঙ্গে নয়, অমিতা মান্দেরিয়া নামের এক মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেছে। মেয়েটি ভার্মার রিসেপশনিস্ট। উধাও হয়ে যাবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিরণের বান্ধবী ছিল।

'দারুণ কাজ করে এসেছ সুভাষ এবং একেবারে মোক্ষম সময়ে।'

'ভার্মা কথা বলতে চায় কিরণের সাথে। তার আশা, কিরণকে ক্লাবে ফিরে যেতে রাজি করাতে পারবে। অমিতা চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিরণকে দিয়ে বিছানা গরম করাতে। দু'জনই আসবে।'

'ঠিক আছে। এসে পৌঁছলেই ওদের নিয়ে এসো ব্যাংকে ৩টা ২০ মিনিটে।'

দশ মিনিট গত হবার পর শ্রীমতি দুর্গা ছেত্রী বললেন, 'মি. কেলকার এখন ফ্রী। আপনি যেতে পারেন।'

রাজিব গিয়ে প্রবেশ করল কেলকারের অফিসে।

যথারীতি হ্যান্ডশেক আর কুশল বিনিময়ের পরে কেলকার বললেন, 'ব্যাপারটা বেশ মজারই হবে। এ ধরনের ঘটনা আমার এখানে খুব কমই ঘটে। বিষ্ণু পারুলেকারের সঙ্গে আলাপ করেছি। দর্শনা তার ভাইকে সনাক্ত করলেই ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাবে।'

রাজিব একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল চেয়ারে।

ঠিক তিনটায় দুর্গা ছেত্রী জানাল, 'মি. কিরণ রামারাম এসেছেন।'

'এখানে পাঠিয়ে দাও,' বলে কেলকার হাসলেন রাজিবের দিকে চেয়ে।

দরজা খুলে গেল। বছর পঁচিশেক বয়সের এক যুবক প্রবেশ করল রুমে। সাদা শার্ট কালো প্যান্ট পরনে। লম্বা চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো। হালকা-পাতলা দেহ। কুতকুতে সন্দেহ পরায়ণ চোখ।

BanglaBook.org

ইঁদুর মার্কা মুখ।

হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন কেলকার। বললেন, 'মি. রামারাম?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এটা কে?' বলল যুবকটি রাজিবের দিকে তাকিয়ে।

'আমি আপনার স্বার্থ দেখছি,' দাঁড়াতে গিয়ে বলল রাজিব। 'নাম রাজিব খাণ্ডেওয়াল। উকিল বিষ্ণু পারুলেকারের সঙ্গে মিলে কাজ করছি। পারুলেকার হলেন প্রয়াত সরমা দেবীর উকিল।'

যুবকটির দৃষ্টি এবার সরে গেল কেলকারের ওপর। বলল, 'আসুন, যা করার করে ফেলা যাক। আমার তাড়া আছে। টাকা কই?' তার স্বর কর্কশ এবং হাবভাব দুর্বিনীত।

গম্ভীর হয়ে গেলেন কেলকার। বললেন, 'মি. রামারাম, আপনাকে টাকা দেয়ার আগে আপনার সনাক্তকরণ দরকার।'

'তার মানে? কি বলতে চান আপনি?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল যুবকটি।

এমন সময় হুস করে দরজা খুলে গেল। দুর্গা ছেত্রীর পেছনে দর্শনা রামারাম প্রবেশ করল রুমে। পরনে ব্লু-জীনস এর প্যান্ট, বিচিত্র রঙের শার্ট, চোখে বড় সান-গ্লাস। ঢুকেই সে সোজা চলে গেল যুবকটির দিকে, যে নিজেকে কিরণ রামারাম বলে দাবি করছে।

'কিরণ! কি আশ্চর্য! কোথায় ছিলে এতদিন?' বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল দর্শনা।

যুবকটি বলল, 'আমিই বটে। দেখো, আমরা পরে কথাবার্তা বলব। আগে টাকাটা চাই। টাকা নিয়েই চলে যাব এখান থেকে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দর্শনা বলল, 'অবশ্যই, কিরণ, আমরা পরে কথা বলব,' দর্শনা ফিরে বলল, 'এ হচ্ছে আমার ভাই। টাকাটা ওকে দিয়ে দিন। ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা বলার আছে।'

'নিশ্চয়ই, মিস রামারাম। তুমি ওকে সনাক্ত করছ তো?'

BanglaBook.org

'সনাক্ত কি ইতোমধ্যে করিনি?' বলল দর্শনা গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে।

কিছু কাগজ সামনে ঠেলে দিয়ে কেলকার বললেন, 'এগুলোতে সই করুন। তারপরে তাড়াতাড়ি আপনাকে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করব। টাকা কিভাবে নেবেন?'

কেলকারের হাত থেকে কলমটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে লম্বাচুলো যুবক বলল, 'নগদ নেব।'

সে সই করছে এমন সময় দরজা ফাঁক করে রাজিব দেখল সুভাষ আর ওর দুই সঙ্গীকে। রাজিব বুঝল তারা পবন ভার্মা আর অমিতা মান্দেরিয়া।

'ভার্মাজী আসুন,' বলে সে অমিতাকে বসিয়ে রাখতে ইঙ্গিত করল সুভাষকে।

নিখুঁত পোশাকধারী পবন ভার্মা প্রবেশ করল মি. কেলকারের অফিসে।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কেলকার প্রশ্ন করলেন, 'এ ভদ্রলোক কে?'

'ইনি হচ্ছেন মি. পবন ভার্মা। পোর্ট এলাকার বিখ্যাত নন্দন ক্লাবের মালিক,' বলল রাজিব। 'কিরণ রামারাম তাঁর ওখানে চাকরি করতেন গীটার-বাদক হিসাবে। মি. কিরণ রামারামের তখনকার নাম ছিল কিরণ মুণ্ডে আমি মনে করি, মি. পবন ভার্মাকে দিয়ে মি. কিরণ রামারামের সনাক্তকরণটা করিয়ে নেয়া আপনার উচিত হবে টাকা হাতছাড়া করার আগে।'

'কিন্তু ওকে সনাক্ত তো দর্শনা ইতোমধ্যে করে ফেলেছে, বললেন কেলকার।

রাজিব প্রশ্ন করল পবন ভার্মাকে, 'এ লোকটা কি কিরণ মুণ্ডে?'

তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে লম্বাচুলো যুবকটিকে লক্ষ করে ভার্মা বলল,

BanglaBook.org

'পোশাক কিরণের মত বটে, কিন্তু এই লোক কিরণ নয়। সে কে জানি না, তবে কিরণ মুণ্ডে যে নয় এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'আপনি নিশ্চিত, ভার্মাজী?'

'অবশ্যই। কিরণ অনেক দিন কাজ করেছে আমার ক্লাবে। প্রতি সপ্তায় তার হাতে আমি বেতনের টাকা তুলে দিয়েছি। আপনারা কি কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করছেন জানি না, কিন্তু এতে আমার সময় বৃথা নষ্ট হচ্ছে,' বলে ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে গেলেন পবন ভার্মা।

কেলকারকে বিমূঢ়তা কাটিয়ে ওঠার সময় না দিয়ে রাজিব দরজা ফাঁক করে সুভাষকে ইশারা দিল।

'কেলকারজী, এ হচ্ছে কুমারী অমিতা মান্দেরিয়া। কিরণ রামারামের সঙ্গে থাকত। অনেকদিন ধরে কিরণকে জানত কিরণ মুণ্ডে নামে,' বলে রাজিব তাকাল অমিতার দিকে। অমিতা এগিয়ে এল উজ্জ্বল প্রত্যাশা ভরা মুখ নিয়ে। হঠাৎ থমকে গেল লম্বাচুলো লোকটার সামনে এসে। 'মিস মান্দেরিয়া, এ লোকটা কি কিরণ মুণ্ডে?' প্রশ্ন করল রাজিব।

অমিতার মুখচোখে যে হতাশা, ঘৃণা আর বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল সেটাকে কৃত্রিম ভাবা সম্ভব ছিল না।

'এই ক্যাবলাটা? কিরণের চাকর হবার যোগ্যও এ নয়। আমি চিনব না কিরণকে?'

'আপনি বলছেন এ লোকটা কিরণ মুণ্ডে নয়?' প্রশ্ন করল রাজিব।

'হ্যাঁ, তাই বলছি। এই নোংরা লোকটা আমার ভালবাসার পাত্র হবে ভাবতে পারেন আপনি? আমি ভেবেছিলাম কিরণকে আবার দেখব। তাই এসেছিলাম। এখন প্রহসনটা বন্ধ করুন,' বলে বের হয়ে গেল অমিতা মান্দেরিয়া।

সুভাষ অমিতার হাত ধরে নিয়ে গেল ব্যাংকের বাইরে।

BanglaBook.org

দীর্ঘ নীরবতা। রাজিব তাকাল কিরণ নামের দাবিদার লোকটার দিকে। ঘাম গড়িয়ে নামছে তার কপাল বেয়ে। চোখে জ্বলছে ক্রোধের আগুন। দর্শনা রামারাম নিশ্চল। মনোভাব কালো চশমার আড়ালে ঢাকা। কেলকার বসে আছেন হতভম্বের মত।

প্রথম সামলে উঠল দর্শনা। কেলকারের টেবিলের সামনে গিয়ে বলল, 'কেলকারজী, আমি জানি এ হচ্ছে আমার ভাই। আপনি কি আমার কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে একটা সস্তা নাইট-ক্লাব জাতীয় আড্ডাখানার মালিক-আর এক বেশ্যার কথাকে বেশি মূল্য দিতে যাচ্ছেন?'

'চমৎকার,' ভাবল রাজিব, কেলকারের প্রতিক্রিয়া দেখে।

'অবশ্যই না। আমার মনে হচ্ছে কোথাও কোন ভুল আছে, বুঝলে দর্শনা...' বললেন কেলকার বিড়বিড় করে।

'না, ভুল নেই। এরা দু'জন চায় না যে কিরণ তার জন্য রেখে যাওয়া টাকাটা পাক। ইচ্ছা করে, জেনেশুনে মিথ্যে বলছে তারা! আমার ভাইকে টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করুন!'

কেলকারকে উদ্ধার করল রাজিব। পুলিশী ঢং-এ সে বলল, 'এই টাকা দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই কেলকারজীর। সরমা দেবীর উইলের অছি হচ্ছেন বিষ্ণু পারুলেকার। আমি হলাম তাঁর প্রতিনিধি। আমি সন্তুষ্ট নই। আপনি বলছেন এই লোক আপনার ভাই। দু'জন মানুষ, যারা কিছুকাল ধরে জানত আপনার ভাইকে, বলছে যে এ লোকটি নকল, মিথ্যা পরিচয়দাতা। আমি যতক্ষণ সন্তুষ্ট হতে পারছি না যে এ লোকটাই আপনার ভাই, ততক্ষণ কেলকারজী একে টাকা দেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার পাবেন না।'

দর্শনা ঘুরে দাঁড়াল রাজিবের দিকে। সানগ্লাসে চেহারাটা ওর লুকানো। কিন্তু রাজিব দেখতে পাচ্ছে কী প্রচণ্ড ক্রোধে ফুঁসছে সে।

'আমার ভাইকে টাকা দেয়া হোক!' বলল সে চিবিয়ে চিবিয়ে।

BanglaBook.org

'তাতে আসলে কোন অসুবিধা নেই,' বলল রাজিব। 'রাস্তার ও পাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্লাব। চলুন ওখানে যাই। মালিক আমার বন্ধু। এ লোক সেখানে মঞ্চে উঠে গীটার বাজিয়ে শোনাবে। যদি সে কিরণ রামারাম হয় তাহলে শ্রোতারা শুনবে তার বাজনা। কেলকারজীও নতুন কোন প্রশ্ন না তুলে টাকা দিয়ে দেবেন তাকে। কি বলেন?

হঠাৎ খেপে গেল কিরণ মুণ্ডে বলে আত্মজাহিরকারী লোকটা।

'আমি ওই শালাকে বলেছি, হবে না। তোকেও বলেছি বোকা, কুত্তি কোথাকার। এ মতলব খাটবে না,' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সে রাজিবকে ধাক্কা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কেলকারের অফিস থেকে।

'মি. কেলকার! দেখলেন তো নাটকটা? কিরণ রামারাম যখন আসবেন তখন আপনাকে আমি জানিয়ে দেব,' বলে রাজিব তাকাল দর্শনার দিকে। দর্শনা দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তির মত। 'চেষ্টাটা ভালই করেছিলেন মিস দর্শনা। কিন্তু-যত ভাল হওয়া উচিত ছিল তত ভাল হয়নি,' বলল সে।

'এর জন্য পস্তাতে হবে তোমাকে···বাধ্য করব তোমাকে পস্তাতে!' বলল দর্শনা চাপা স্বরে।

'মিস রামারাম, আপনি এখন আর খুকি নন। বড় হয়েছেন। বড়দের মত আচরণ করুন। আর মনে রাখবেন, টাকাই সব কিছু নয়,' বলে রাজিব বের হলো ব্যাংক থেকে। কেলকার কিভাবে ওই সাংঘাতিক মেয়েকে সামলাবেন তা ভাবতে গিয়ে দুঃখ হলো তার মনে।

বাইরে এসে দেখল সুভাষ নেই। গাড়ি যেখানে রেখেছিল সেখানে গিয়ে দেখল গাড়িও নেই। অগত্যা একটা ট্যাক্সি থামিয়ে ফিরল অফিসে।

লম্বা রিপোর্ট লিখতে হবে রামারাম ফাইলের জন্য।

BanglaBook.org

পাঁচ

রাজিব আশা করেছিল সুভাষকে পাবে অফিসে। কিন্তু সে নেই। তাই টেলিফোন করল সরমা দেবীর উইলের অছি বা নির্বাহক বিষ্ণু পারুলেকারকে।

প্রথম রিং-এর পরেই ভেসে এল তাঁর গলা, 'বিষ্ণু পারুলেকার, এডভোকেট।'

'খাণ্ডেওয়াল, সেকোয়াত তদন্ত ব্যুরো।'

'ওহ্, খাণ্ডেওয়ালজী। কি খবর?'

রাজিব তাঁকে ব্যাংকে যা যা ঘটেছে সব বলল। তিনি নীরবে শুনলেন। 'বিষ্ণুজী, দেখা যাচ্ছে যে সরমা দেবীর টাকার গন্ধে মাছিরা ছুটে আসছে,' বলে থামল সে।

'বুঝলাম না। মিস রামারাম তো লোকটাকে তাঁর ভাই বলেই সনাক্ত করেছেন,' বললেন পারুলেকার।

'দেখুন, সত্য কি তা আপনাকে আমি বলেছি। কাজেই সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনি কি কখনও কিরণ রামারামকে দেখেছেন?'

'না, দেখিনি।'

'আমি সুনীল কেলকারকে বলে দিয়েছি, যে লোকটা নিজেকে কিরণ বলে দাবি করছে সে যে অসলেই কিরণ রামারাম এই নিশ্চয়তা না পেলে আপনি টাকা অবমুক্ত করার অনুমতি দিবেন না।'

'মি. খাণ্ডেওয়াল, সরমা দেবী টাকা দিয়ে গেছেন কিরণ

BanglaBook.org

মুণ্ডেকে।'

মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাজিব জবাব দিল, 'আমার জানা মতে, রামারাম আর মুণ্ডে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।'

'আমি তা জানি না। আমি কেবল এটাই জানি যে কিরণ মুণ্ডে নামক একজনকে টাকা দিয়ে যাওয়া হয়েছে। রামারাম আর মুণ্ডে যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি তার কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

রাজিব ধৈর্যের সাথে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পরে কিরণ পবন ভার্মার নন্দন ক্লাবে গীটার বাদকের চাকরি নেয় এবং মুণ্ডে পদবী গ্রহণ করে।

'তাই নাকি? তাহলে অবশ্য কিরণ রামারাম আর কিরণ মুণ্ডে যে একই ব্যক্তি তা মেনে নেয়া যায়।'

'আপনাকে তাই করতে হবে। এখন আমাকে বলুন, মুণ্ডে মারা গেলে কিংবা তাকে কোনদিন খুঁজে পাওয়া না গেলে টাকাটা কে পাবে।'

বিষ্ণু পারুলেকার বললেন, 'সরমা দেবী টাকা দিয়ে গেছেন তাকে। সে মারা গিয়ে থাকলে কিংবা তাকে পাওয়া না গেলে আগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে যে মুণ্ডেই ছিল রামারাম। তখন তার নিকটতম জন টাকা পাবে।'

'তিনি কে হবেন? মা, না বোন?'

'মা।'

'ঠিক আছে, বিষ্ণুজী। আপনি কি এখনি সিটি ব্যাংকের মি. কেলকারকে বলে দেবেন যে টাকা যেই দাবি করুক, তার পরিচয় সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওটা ব্যাংকেই থেকে যাবে?'

'এখনি বলে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, বিষ্ণুজী। আবার কথা বলব পরে। এখন রাখি,' বলে

BanglaBook.org

লাইন কেটে দিল রাজিব।

বারোটা পনেরো মিনিট। কোথায় উধাও হলো সুভাষ চেট্টিয়ার? রাজিব টাইপরাইটারে তার রিপোর্টের শেষ লাইনটি লিখে মাথা তুলতেই দেখল সুভাষের প্রবেশ।

'কোথায় ছিলে? ভেবেছিলাম মারাই পড়েছ কোথাও গিয়ে,' বলল রাজিব।

'একটা ড্রিঙ্ক পেলে আ-ও পারি,' বলল সুভাষ ধপাস করে তার চেয়ারে বসে।

ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখা বোতলটা বের করে দু'গ্লাসে একটুখানি করে ঢেলে একটা বাড়িয়ে দিল সুভাষের দিকে।

'বলো?'

'কিরণ সেজে আসা লোকটা কেলকারের অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম ব্যাটা একেবারে খেপে গেছে। তার পিছু নিলাম। তার একটা বড় হোন্ডা মোটর সাইকেল ছিল। ওটায় চেপে ছুটল সে। যাচ্ছিল সাগরতীরের দিকে। ভেবেছিলাম যাবে "পাঠান মাসালায়"। কিন্তু সেখানে না গিয়ে চলে জেলেপাড়ার দিকে। আমি গাড়ি রেখে হেঁটে চললাম। জেলেপাড়ার কাছে একটা খালি জায়গায় দেখলাম মোটর-সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে, সে নেই। অদূরেই একটা বিবর্ণ পুরানো বাড়ি। হোন্ডার নম্বরটা নিয়ে চলে গেলাম কার রেজিস্ট্রেশন অফিসে। জানো তো, ওখানে আমার কোন সমস্যা হয় না। জানলাম লোকটার নাম ধনিরাম সাক্সেনা। থাকে ওই বিবর্ণ বাড়িটাতেই।'

ড্রিঙ্কটা গলায় ঢেলে এক ঢোকে গিলে সুভাষ আবার বলল, 'চলে গেলাম থানায়। ইনস্পেক্টর প্রতাপ শরখেলের সাথে কথা বললাম, সে জানতে চাইল ধনিরামের ব্যাপারে আমার আগ্রহের কারণ কি। বললাম. তেমন কিছু না। এই লোকটা কে, কি, কেমন

BanglaBook.org

ইত্যাদি খবর। শরখেল জানাল, সাক্সেনা দাগী নয়, তবে পুলিশের নজরে আছে। তার বাপ শিবসেনার মাফিয়াচক্রের কর্মী ছিল। মাফিয়া কর্তাদের সাথে সম্ভবত কোন গোলমাল হয়েছিল। ফলে সে লাশ হয়ে যায় একদিন। ধনিরামের বয়স তখন মাত্র পনেরো। টুকটাক কুলিমজুরি করে, ফাই-ফরমাশ খেটে মা আর নিজের পেট চালাত। মা মারা যাবার পরে জেলেপাড়া ছেড়েছে। এখন তার পেশা কি তা পরিষ্কার নয়। শরখেল সন্দেহ করে, সে অপরাধের সাথে যুক্ত। কিন্তু ধরার মত কিছু পাচ্ছে না।'

'ভাল খবর এনেছ। শ্যামলাল কাক্কড়ের সঙ্গে কথা বলে দেখব। সে হয়তো কিছু খবর দিতে পারবে।'

বেজে উঠল ইন্টারকম। সুইচে চাপ দিতেই শোনা গেল নিশা মলেটের গলার আওয়াজ: 'রাজিব? রামারাম ফাইলটা নিয়ে এসো, প্লীজ।'

দু'জনে চোখাচোখি হলো। রাজিব ফাইল নিয়ে চলে গেল নিশার রুমে।

'আগামী কাল সকালে কর্তা ফিরে আসবেন। তিনি দেখতে চাইবেন এটা। তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। মিসেস উর্মিলা রামারাম আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন তিনি তদন্তে আগ্রহী নন। আর কোন ফী দেবেন না। কাজেই, ভুলে যাও কেস্‌টা,' বলল নিশা।

তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে টেবিলে ঘুষি মেরে রাজিব বলল, 'তার মানে এতটা সময় নষ্ট করলাম বৃথা?'

মৃদু হেসে জবাব দিল নিশা: 'বৃথা সময় নষ্ট করেছি তা আমি বলব না। মিসেস রামারামের কাছ থেকে টাকা তো কম পাইনি।'

'ঠিক যে মুহূর্তে জমে উঠছিল কেস্‌টা···। যাকগে, নতুন কাজ কি দেবে দাও।'

'সেটা কাল সকালে ভীমসেন সেকোয়াতজীর কাছ থেকে

BanglaBook.org

জেনে নিয়ো।'

রাজিব ফিরে গেল তার কক্ষে।

খবরটা শুনে 'ধুত্তোরি!' বলে বিরক্তি প্রকাশ করল সুভাষ।

রাত তখন ৯টা ২০। 'চলো, কোন রেস্তোরায় গিয়ে খাওয়াটা সেরে নি।'

'এই না কথার মত কথা,' বলে লাফিয়ে উঠল সুভাষ। 'আগে খেয়ে নি, তারপরে অন্য চিন্তা।'

এমন সময় বেজে উঠল রাজিবের টেলিফোন। ধৈর্যহীনভাবে সে তুলে নিল রিসিভার। সে ক্ষুধার্ত এবং মনমরা। এই টেলিফোন কল যে তার গোটা জীবনধারা বদলে দেবে তা তো জানত না রাজিব।

'রাজিব খাণ্ডেওয়াল। আপনি কে বলছেন?'

'রাজু! আমি উষা গোয়েঙ্কা!' কাঁপা কাঁপা মেয়েলী গলা।

উষা গোয়েঙ্কা হোটেল দ্য রেইনবো-র তিন নম্বর রিসেপশনিস্ট। অগ্নিকা ডি-মেলোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজিবের সাথে ওর প্রায়ই দেখা হয়। সুন্দর মিষ্টি মেয়ে। কোনরকম অহঙ্কার বা বাতিক নেই। সহসা বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে প্রেমিকের সাথে।

'আরে উষা নাকি?' বলল রাজিব উৎসাহভরে। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল উষার কান্না শুনে। 'কি হয়েছে উষা? কাঁদছ কেন?'

'রাজু, তোমাকে বলছি বলে ভগবান আমাকে মাফ করুক কিন্তু কি করব। না বলে পারছি না। রাজু...'

ঠাণ্ডা ঘাম গড়িয়ে নামল রাজিবের পিঠ বেয়ে।

'অগ্নিকা? অগ্নিকার কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ, রাজু। অগ্নিকা নেই।'

'কি বলছ তুমি? অগ্নিকা মারা গেছে?'

BanglaBook.org

'হ্যা, রাজু।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রাজিব। শুনতে লাগল উষার ফোঁস ফোঁস কান্নার শব্দ। শুনতে শুনতে বুঝতে লাগল যে ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই। অগ্নিকা মারা গেছে! যাকে সে ভালবাসত, বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিল, যে তার জন্য এত কিছু করেছে সেই অগ্নিকা ডি-মেলো আর নেই!

'কী ঘটেছিল?'

'পুলিশ জানে, এর বেশি বলতে পারব না,' বলে কাঁদতে কাঁদতে ফোন রেখে দিল উষা।

চোখ বুজল রাজিব। ওভাবেই বসে রইল মিনিট দশেক। তারপর আত্মসংবরণ করে টেলিফোন টেনে নিল।

ডায়াল করল ইনস্পেক্টর প্রতাপ শরখেলের নম্বরে। শরখেল রাজিবেরও বন্ধু মানুষ।

সে লাইনে এলে রাজিব বলল, 'প্রতাপ, রাজিব খাণ্ডেওয়াল বলছি।'

'রাজিব?'

'অগ্নিকা ডি-মেলো। কি ঘটেছিল তার?'

'সে তোমার কি হয় বলো আগে।'

'আমার গার্ল-ফ্রেন্ড ছিল। বিয়ের প্ল্যান করেছিলাম দু'জনে।'

'হায় রাম! আমি দুঃখিত রাজিব!'

'কি ঘটেছিল বলতে পারো?'

'দেখো, আজ সকালে হোটেলে আসছিলেন। একটা গাড়ি এসে থামে তাঁর কাছে। এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে শিবাজী পার্কে যাবেন কোন্ রাস্তা দিয়ে। দুই বৃদ্ধা তখন যাচ্ছিলেন কাছ দিয়ে। তাঁরা শুনেছেন লোকটার প্রশ্ন। মিস অগ্নিকা গাড়িটার দিকে এগিয়ে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর সারা মুখ ভরে যায় অ্যাসিডে।

BanglaBook.org

গাড়িটা ছুটে পালায় ঝড়ের বেগে। সেই বুড়ি দু'জন বলেন, অগ্নিকা ডি-মেলো দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে যান রাস্তার মাঝখানে। এক ধাবমান ট্রাক তাঁকে পিস্ট করে চলে যায়।'

প্রতাপ শরখেল বুঝল রাজিবের মনোকষ্ট। তাকে সামলে উঠতে একটু সময় দিয়ে আবার বলল, 'আমাদের লোকরা চেষ্টা করছে। এখনও কিছু পায়নি। বুড়ি দু'টি সাক্ষী হিসাবে অকেজো। গাড়ির বর্ণনা ওরা কেউ দিতে পারেনি। একজন বলেছে ড্রাইভারটি খুব তাগড়া জোয়ান ছিল। অন্যজন বলেছে ড্রাইভারের মাথাটা ছিল ছোট্ট বেলের মত। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ওই এলাকায়।'

'মাথাটা ছিল ছোট্ট বেলের মত,' তাহলে কি···লম্বা নিঃশ্বাস নিল রাজিব। 'লাশটা কোথায় রাখা হয়েছে?'

'মর্গে। দেখো রাজিব, ওখানে যেয়ো না। উষা গোয়েঙ্কা খুব সাহায্য করেছে। হোটেলের স্টাফ ম্যানেজার অগ্নিকাকে সনাক্ত করেছেন। আমরা অগ্নিকার বাবাকে খবর দিয়েছি। তিনি আসছেন সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য। তাকে দেখো না রাজিব। সহ্য করতে পারবে না। অ্যাসিড আর ট্রাক যা করার করেছে।'

'ধন্যবাদ, প্রতাপ, ধন্যবাদ।'

ঠিকই বলেছে প্রতাপ শরখেল। রাজিব অগ্নিকার উজ্জ্বল প্রিয় মুখের ছবি মনের মধ্যে ধরে রাখতে চায়—অ্যাসিড়বিকৃত মুখ নয়। মনকে সে বোঝাল, অন্ত্যেষ্টিতেও যাবে না।

সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল রাজিব। হারানোর এই অসহ্য শূন্য অনুভূতি ধীরে ধীরে পরিণত হলো প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অনুভূতিতে। প্রায় মিনিট বিশেক বসে থেকে রাজিব সিদ্ধান্তে পৌঁছল। টেবিলের ড্রয়ারগুলোতে তালা দিয়ে, আলো নিবিয়ে চলল বাইরে।

ফ্ল্যাটে ফিরে গেল সে। গাড়ি থেকে নেমে সে দরজার সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে চাবি খোঁজার সময় তার নজরে পড়ল দরজায় আঠা দিয়ে লাগানো এক টুকরা কাগজ।

ওটাতে ছোট অক্ষরে লেখা একটি বার্তা: 'ব্যাটা আহাম্মক! তোকে তো হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম।'

স্নান করে পোশাক বদলে রাত সাড়ে দশটায় রাজিব পৌঁছল বন্দর এলাকায়। গাড়িটা রাখল একটা ফাঁকা জায়গা দেখে।

নির্মেঘ আকাশে অলসভাবে সাঁতার কাটছে পূর্ণিমার চাঁদ। রাজিব তার সর্বশেষ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখে নিয়েছে আরেকবার। লাখ দু'য়েক টাকা জমেছে তার অ্যাকাউন্টে। এ টাকা সে জমাচ্ছিল অগ্নিকাকে নিয়ে ঘর বাঁধার জন্য। এখন অগ্নিকা নেই—ঘরও হবে না।

লছমী হোটেলে ভিড় কম। কয়েকটা টেবিলে জেলেরা বসে খাচ্ছে। এখানে ট্যুরিস্টরা কম আসে। কোণের দিকে এক টেবিলে নিঃসঙ্গ বসে আছে শ্যাম কাক্কড়। খাচ্ছে। হাতের কাছে বীয়ারের মগ।

'আসুন, খাণ্ডেওয়ালজী, আপনার কথাই ভাবছিলাম। বসুন। কিছু খান। আপনি আজ আমার অতিথি। এই হোটেলের অতিথি। আমি, আমরা সবাই দুঃখিত...'

রাজিব তাকিয়ে রইল কাক্কড়ের মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, খবর আমরা পেয়ে গেছি। জেটি এলাকায় ছোট-বড় সবাই দুঃখিত। আমার খুব খারাপ লাগছে। খাণ্ডেওয়ালজী, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। এখন একটু কিছু মুখে দিন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গেলে পেটে কিছু পড়া দরকার।'

কাক্কড়ের পীড়াপীড়িতে গোটা কয়েক কাঁকড়া আর একটা দোসা খেল রাজিব। একটুখানি দেশী হুইস্কিও গিলে ফেলল। এতে

BanglaBook.org

শোকাচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমল তার।

হাসিমুখে কাক্কড় বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, এ্যাইবার কন, আপনের কি সেবা করবার পারি।'

'শ্যাম, অ্যাসিড যারা মেরেছে সেই হারামজাদাদের উচিত শিক্ষা দেবই। কিন্তু তার আগে খবর চাই, তথ্য চাই।'

'ঠিক আছে। কি তথ্য চান কন।'

'ধনিরাম সাক্সেনার ব্যাপারে কি জানো?'

শক্ত হয়ে গেল কাক্কড়ের মুখ। ছোট চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইল যেন কোটর থেকে।

'সাক্সেনা? হেই ব্যাডা ইয়ার মইদ্দে আছে কইবার চান?'

'জড়িত থাকতে পারে। তার সম্পর্কে কি জানো?'

'ভালা না। অশোক দুগাল্-এর দালাল। দালাল না কয়া গোলামই কইবার পারেন। দুগাল্ ক্যাড়া জানেন তো? ওই যে সখের জাহাজডা—আপনেরা যারে কন "পরমোদ তরী"—হেইটার মালিক। দুগাল্ কুনু জাগায় গেলে সাক্সেনা জাহাজডা পাহারা দেয়।'

'শমসের খানের সঙ্গে সাক্সেনার কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকবার পারে। হ্যারগোরে দেখছি একলগে। জানাশুনা আছে।'

'অশোক দুগাল্টা কে?'

'খাণ্ডেওয়ালজী, আপনে আমারে গভীর পানির মইদ্দে টাইন্যা লয়া চইলছেন। আমি অর ব্যাপারে কথা কওন পছন্দ করি না। শরীলের লাইগ্যা ভালা না।'

কাক্কড়কে খুব উদ্বিগ্ন দেখা গেল। টক টক করে প্রায় আধা মগ বীয়ার গিলে হাতের চেটো দিয়ে দু'চোখের কোণে জমে ওঠা পানি মুছল। তার পরে বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, যদি দুগাল-এর ব্যাপারে মুখ খুলি, আর হেই কথা জানাজানি হয়া যায়, তা অইলে আমি হয়া যামু

BanglaBook.org

গলাকাটা লাশ। আমারে পাওয়া যাইব জাহাজঘাটের পানির মইদ্দে।'

'দেখো, তোমার-আমার আলাপের বিষয় তুমি-আমি ফাঁস না করলে কে জানবে? কেউ না। কাজেই বলে ফেলো অশোক দুগাল কে।'

বীয়ারের মগটা খালি করল শ্যামলাল, সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'আপনের খাতিরে কইতাছি। আর কুনু ব্যাডারে কইতাম না।'

'বলো।'

'হে অইল গিয়া মুম্বাই মাফিয়া, মাইনি, শিবসেনার কলস্টর (কালেক্টর)। মাসের এ্যাক তারিকে জাহাজ লয়া আহে। সাত দিন ধইরা ট্যাকা আদায় করে। বেলেকমেইল-এর ট্যাকা, জুয়াখানা চালাওনের ট্যাকা, আরও কত রকমের ট্যাকা। গোখরার বিষের মত খতরনাগ লোক। বন্দরে হগগলে জানে কি কারবার চলে এইখানে। পুলিশে জানে। কিন্তুক কেঅ কিচ্ছু কয় না। পইত্যেক মাসের পইলা রাইতে তিনটা বাজলে ট্যাকা লয়া মানুষ আহে দুগাল-এর জাহাজটায়। পুলিশ চাইয়া থাহে অন্য দিগে।'

'ওটা কি জাহাজ, না মোটরবোট?'

'হ, মোটরবোট।'

'নাম কি?'

'শিবশক্তি।'

'শমসের খান কি অশোক দুগাল-এর কলেক্টরদের একজন?'

নীরবে মাথা নিচু করে কাক্কড় বোঝাল যে রাজিবের অনুমানই ঠিক।

বিদায়ের মুহূর্তে শ্যামলাল বলল, 'খাণ্ডেওয়ালজী, হঠাৎ কুনু পাগলামি কইরেন না। হেরা সাংঘাতিক লোক।'

BanglaBook.org

কাক্কড়ের সাথে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে এল রাজিব। জেটিগুলো প্রায় ফাঁকা। বন্দর এলাকায় ব্যস্ততা কম। ট্যুরিস্টরা ফিরে গেছে ওদের হোটেলে। জেলেরা আছে দু'চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। গালগল্প করছে। দু'জন পুলিশ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ট্রলারগুলোর দিকে। রাজিব খুঁটিয়ে দেখল ওদেরকে। ওরা জানে অশোক দু'গালের কাজ-কারবারের খবর। রাজিব নিশ্চিত যে টাকাও পায় মুখ বন্ধ রাখার জন্য। মেদবহুল দেহ দু'জনের। হাতে ছড়ি। চেহারা দুর্বৃত্তের।

আলোকিত জায়গা এড়িয়ে সাবধানে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল রাজিব। তার চোখে পড়ল শিবশক্তি মোটরবোট। লম্বায় প্রায় ৪০ ফুট। সুন্দর, ছোট্ট কেবিনও আছে একটা। চমৎকার সৌখিন জিনিস।

রাজিব দাঁড়াল একটা তালগাছের ছায়ায়। অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে মোটরবোটের ডেকে বসে আছে একজন। সিগারেট টানছে অন্ধকারে। মোটরবোটে আলো নেই। রাজিব ভাবল লোকটা ধনিরাম সাক্সেনাও হতে পারে। বোট পাহারা দিচ্ছে।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে রাজিবকে। ফিরে চলল সে পার্ক করা গাড়ির দিকে। শমসেরের হোটেলে আলো জ্বলছে। জানালার নোংরা পর্দা দেখা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল পার্কিং-এর স্থানে।

কাটল এক বিনিদ্র রাত। রাত ৪টায় দুটো ঘুমের অষুধ খাওয়ার পরে চোখের পাতা জোড়া লাগল।

সকাল সাড়ে এগারোটায় সে প্রবেশ করল নিশা মলেটের অফিসে।

'দেরি করে ফেলেছ, রাজিব। সেকোয়াতজী বারে বারে খোঁজ করছিলেন তোমার। চেহারা এরকম কেন? কিছু হয়েছে?'

BanglaBook.org

'সেকোয়াতজী আমাকে দর্শন দিতে পারবেন?'

আবার রাজিবের ওপর চোখ বুলিয়ে নিশা বলল, 'যাও, তিনি ফ্রী আছেন।'

ভীমসেন সেকোয়াত ষাটোর্ধ্ব বয়সের বিশালদেহী লোক।

'কেমন আছ, রাজিব? বসো।'

রাজিব বসল মুখোমুখি চেয়ারে।

'রামারাম ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে দেখেছি। চমৎকার কাজ করেছ তোমরা। মিসেস রামারাম পিছিয়ে গেলেন, তাই আমরাও ভুলে যাব ব্যাপারটা। তোমার আর চেট্টিয়ারের জন্য আরেকটা ভাল কাজ ঠিক করে ফেলেছি আমি।'

'আমার জন্য নয়, স্যার।'

'আশঙ্কা করছিলাম এটাই তুমি বলবে। অগ্নিকা সম্পর্কে জানি। আমি ভীষণ দুঃখিত, রাজিব। তোমার অবস্থা যদি আমার হত, আমার ভালবাসার মানুষের ওপর যদি এটা ঘটত, আমি ওই হারামজাদাদের দেখে নিতাম।'

'আমি তাই করতে যাচ্ছি, স্যার।'

'ঠিক আছে। চার সপ্তাহের জন্য তোমাকে কাজ থেকে সাসপেন্ড করা হলো, কিন্তু বেতন পাবে পুরো। তোমার কাজ চেট্টিয়ার সামলাবে তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত। কি বলো?'

'খুশি হলাম, স্যার। আমি চলে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি যুদ্ধ করতে। সিটি মর্গে আমার লাশ পাওয়া যেতে পারে, কিংবা জেলেও যেতে পারি। আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই,' বলে দাঁড়াল রাজিব।

ভীমসেনের সামনে পড়ে আছে মোটা রামারাম ফাইল। ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা শেষ অনুগ্রহ, স্যার। এটা আমি চাই।'

BanglaBook.org

'অ্যাসিড নিক্ষেপের সাথে রামারাম কেস-এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমি নিশ্চিত যে সম্পর্ক আছে। সব তথ্য এ ফাইলে নেই। ওসব আপনি জানতে চাইবেনও না। ধন্যবাদ, স্যার। আপনার অধীনে কাজ করে নিজেকে ধন্য বোধ করছি। এভাবে বিদায় নিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত স্যার!'

দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে সেকোয়াত বললেন, 'এই গোলমাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে জানবে এখানে তোমার স্থান খালি আছে।'

'স্যার, আমার বিশ্বাস হয় না বেরিয়ে আসতে পারব। কারণ আমি ওদের সবচেয়ে নরম জায়গায় আঘাত হানব।'

'রাজিব, দেখো, বোকার মত যেন কিছু করে বসো না।'

'স্যার, আমি তাদের এমন জায়গায় আঘাত হানব যেখানে ব্যথাটা বেশি লাগবে। তারাও আজ নাহোক কাল, পাল্টা আঘাত হানবে। পদত্যাগপত্রটা দিয়ে যাব আপনাকে। সুভাষকে বলব আপনি যে কাজটা দেবেন ওটার দায়িত্ব নিতে।'

ভীমসেনজীর চিন্তিত মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে নিজের রুমে গেল রাজিব।

সুভাষ বসে আছে তার চেয়ারে।

চোখাচোখি হতেই রাজিব বলল, 'আমার চাকরিটা তোমার হলো সুভাষ। বস্ ডাকবেন তোমাকে। আমি বিদায় নিচ্ছি।'

'চাকরি আমিও ছেড়ে দিচ্ছি,' বলল সুভাষ শান্ত কণ্ঠে।

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রাজিব বিস্মিত হয়ে।

'বলছি সোজা কথা। চাকরি তুমি ছাড়লে আমিও ছাড়ছি।'

'আরে তুমি চাকরি ছাড়বে কেন বোকারাম? জটিলতা সৃষ্টি

BanglaBook.org

কোরো না। তুমি দায়িত্ব নাও, আমি চলে যাই,' বলল রাজিব।

'অগ্নিকার মত সুন্দরী মেয়ের মুখ যদি কেউ অ্যাসিড ছুঁড়ে পুড়ে দেয়, আর সেই মেয়েটি যদি আমার প্রিয়তম বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড হয়, তখন আমি যুদ্ধে যাই। ঠিক আছে রাজিব। তুমি আমাকে না চাইতে পারো, কিন্তু আমি তোমার সাথে লেগে থাকব। একসাথে চাকরি ছাড়ব, একসাথে বেজন্মাদের পিছু নেব।'

'না!'

হাত তুলে রাজিবকে বাধা দিয়ে সুভাষ বলল, 'জানি। দু'জনেই আমরা হয়তো লাশ হয়ে চলে যাব মর্গে। কিন্তু তার আগে চরম আঘাত হানব। এখন এসো পদত্যাগপত্র লিখে ফেলি আমরা। তারপরে চলো তোমার আস্তানায়। সেখানে বসে প্ল্যান করে ফেলব।'

'না, সুভাষ। তোমার আন্তরিকতা তুলনাহীন, কিন্তু...'

'চুপ! কি বলেছি শুনেছ। হয় একসাথে কাজ করব, নয় আলাদাভাবে। দরকার হলে একাই এই বেজন্মাদের বিরুদ্ধে লড়ব।'

আবেগে ভরে গেল রাজিবের মন। বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে।'

দু'জনে পদত্যাগপত্র টাইপ করল। সুভাষ সেগুলো নিয়ে গেল সেকোয়াতজীর অফিসরুমে।

ভীমসেন গ্রহণ করলেন পদত্যাগপত্র দু'টি। সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ওরা ফিরে এলে চাকরি আবারও পাবে বলে আশ্বাস দিলেন।

'রাজিব, চলো কিছু খেয়ে নি। খিদে পেয়েছে,' বলল সুভাষ।

'তার আগে চলো নিশা মলেচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে রাজিব বলল, 'বিদায় নিতে এলাম।'

চট করে উঠে দাঁড়াল নিশা। বলল, 'ভেতরে এসো। যা ঘটেছে

BanglaBook.org

তার জন্য আমি দারুণ ব্যথিত। ওই জারজদের পেছনে লাগতে যাচ্ছ, ঠিকই করছ। তোমাদের মত পারলে আমিও যেতাম।' দুটি বদ্ধ খাম ওদের দিকে ঠেলে দিয়ে নিশা আবার বলল, 'এগুলো নাও। তোমাদের চলতি মাসের বেতন। তর্ক কোরো না। সেকোয়াতজীর ইচ্ছায় দেয়া হচ্ছে।'

'তিনি মহৎ লোক,' বলল রাজিব।

'শোনো রাজিব, কোন তথ্যের দরকার হলে আমাদেরকে জানাবে, ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য।'

'ধন্যবাদ, নিশা,' বলে ওরা চলে গেল জুহু বিচ-এর কাছে এক রেস্তোরাঁয়।

সুভাষ পেট ভরে খেল খাঁটি মারাঠি খাবার। রাজিব তেমন খেতে পারল না। তার মাথায় নানা ভাবনা।

খাওয়া শেষ করে সুভাষ বলল, 'এখন বলো কি করতে হবে।'

'শোনো, আমাদের টাকাকড়ির দরকার হবে। আমি কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। তোমার হাতে কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল রাজিব।

এক গাল হেসে সুভাষ বলল, 'কোন চিন্তা নেই। আমার অ্যাকাউন্টে তিন লাখের ওপর আছে। তোমার টাকা আমার, আমারটা তোমার। ঠিক আছে?'

'সুভাষ, এখন একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথা,' বলল রাজিব। 'আমরা শিবসেনা মাফিয়ার সঙ্গে টক্কর দিতে যাচ্ছি। সরে দাঁড়াতে চাইলে পারো, এখনও সময় আছে। তোমাকে সাবধান করে বলছি যে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছি আমরা।'

'শিবসেনা মাফিয়া, না? বাল ঠাকরের খুনীবাহিনী?' কফি খেতে খেতে বলল সুভাষ।

'হ্যাঁ, ওদের কথাই বলছি।'

'দেখো. এটা যে ওদের কাজ তা আমি প্রথমেই বুঝেছি। ঠিক

BanglaBook.org

আছে, আমরা দু'জন লড়ব ওদের সাথে। তুমি শুধু বলে দেবে আমাকে কি করতে হবে।'

'সত্যি বলছ? দেখো সুভাষ, দু'জনেই মরে যেতে পারি। বুঝেছ ব্যাপারটা?'

অনেকক্ষণ ভাবল সুভাষ। শেষে হেসে বলল, 'তাতে কি? মরণ তো একবারই হয়। এখন কি করতে হবে বলে দাও।'

'একসাথে যখন কাজ করছি, তুমি আমার খালি ঘরটায় থাকবে। তোমার ঘর তালাবন্ধ করে চলে আসো।'

সুভাষ চলে গেল। রাজিব রেস্তোরাঁর বিল চুকিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। সোজা চলে গেল মিসেস রামারামের বাড়িতে। গেট-এর বাইরে গাড়ি রেখে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বেল টিপল সে। তিনবার বেল টেপার পরে দরজা খুলে মুখ বের করল গাঙ্গু খান।

'খাণ্ডেওয়ালজী? আমার মনিব নেই। বাইরে গেছেন।'

তাকে ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল রাজিব। বলল, 'আমার দরকার তোমাকে।'

গাঙ্গু খান ক্লান্ত। গাঁজা টেনে দুর্বলও বটে। রাজিব হাত ধরে টেনে তাকে নিয়ে গেল তার রুমে। ঠেলে বসিয়ে দিল খাটের ওপর। বলল, 'গাঙ্গু খান, এবার তোমার ধানাই-পানাই আর চলবে না। সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে। তোমার ছেলে শমসের মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। সে যে শিবসেনা মাফিয়ার সাথে যুক্ত তা কি তুমি জানো?'

'জানি হুজুর। কিছুকাল ধরেই জানি। বুঝাতে চেয়েছি। শোনেনি আমার কথা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। আমি জানি, বিপদে পড়বে সে।'

'পড়বে না, গাঙ্গু, পড়ে গেছে। দর্শনাও যে সেই মাফিয়ার খপ্পরে পড়েছে তা জানো?'

BanglaBook.org

'দর্শনা রামারাম? শুনেছি তিনি শমসেরের খদ্দের।'

'ব্ল্যাকমেল-এর খদ্দের?'

'তা হয়তো ঠিক, কিন্তু খাণ্ডেওয়ালজী শিবসেনা মাফিয়া বড় ভয়ঙ্কর। কেউ ওদের ঘাঁটাতে যায় না।'

'মিস রামারামকে ওরা ব্ল্যাকমেল করছে কেন?'

'জানি না, জানতে চাইও না।'

'শমসের জানে?'

'বলতে পারব না। সে তো কালেক্টর, একজন টাকা আদায়কারী মাত্র।'

'মিসেস রামারাম তাঁর মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করছে কে তা জানার জন্য আমাকে নিয়োগ করেছিলেন। এখন তিনি তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। কেন, বলতে পারো?'

অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল গাঙ্গু খান। শেষে রাজিবের ধমক খেয়ে বলল, 'একজন তাকে হুমকি দিয়েছে। আমি টেলিফোনের বাড়তি লাইনে কান পেতে শুনেছি লোকটা তাঁকে বলেছে তদন্ত বন্ধ না করলে এই বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হবে।'

'কে সেই লোক?'

'ঠাকরের লোক ছাড়া আর কে?'

'কিন্তু ব্ল্যাকমেল করার অপরাধে শমসের যে জেলে যাবে তা তো জানো তুমি?'

'তাকে সাবধান করেছি। সে আমার কথা শোনে না। কি করব বলুন?'

'দর্শনা রামারামকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে সত্যি জানো না?'

'জানলে আপনাকে বলতাম, হুজুর।'

'আচ্ছা, কিরণ রামারামের কোন খবর জানো?'

BanglaBook.org

প্রশ্নটা তিনবার জিজ্ঞেস করার পরে চোখ খুলল গাঙ্গু খান। বলল, 'না, কিছুই জানি না।'

রাজিব বুঝল আর লাভ নেই ওখানে থেকে। বিদায় নিল সে।

রাজিবের যা পেশা তাতে হাজার রকমের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, হাজারো খবরের ভেতর থেকে আসল খবর বের করে নিতে হয়।

সে চলে গেল বন্দর, জেটি আর বস্তি এলাকার আরও দরিদ্র অঞ্চলে। সেখানে সারি সারি স্টলে সাপের চামড়া, ইঁদুরের লেজ, কুমীরের চোয়াল, ভাঙা তালা, বোতাম, পুঁতির মালা, রং-বেরং শার্ট-প্যান্ট, বাচ্চাদের পোশাক, পান-সিগারেট এবং আরও হাজারো জিনিসের পশরা সাজিয়ে বেচাকেনা বা বেচাকেনার ভান চলছে। সেখানে একজনকে চেনে রাজিব—আবু হাসান। ট্যুরিস্টদের কাছে নকল আর্ট বেচে। নকল মূর্তি, প্রাচীন তৈজসপত্রের নকল ইত্যাদি। নিজের জঞ্জাল ভর্তি স্টলের পিছনে বসে গাঁজা ভর্তি বিড়ি টানছিল সে।

'হাসান, কিছু গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে। পয়সা-কড়ির ব্যাপার, ফাঁকা নয়।'

'পয়সা-কড়ির ব্যাপারে কথা বলতে আমি সব সময় তৈরি। একটু আড়ালে চলুন। এখানে তো হরেক ধান্দার লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে,' বলল হাসান।

রাজিব ওকে নিয়ে গেল তার গাড়িতে। বসাল পেছনের সীটে। বোটকা গন্ধে দম আটকে আসায় খুলে দিল সব জানালা।

'হাসান, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি জানি তুমি একজন বোমা বিশেষজ্ঞ। একটা বোমা চাই। ভাল দাম পাবে।'

'কার কাছে শুনলেন?'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার বোমা দরকার। দিতে না

BanglaBook.org

পারলে বলো, অন্যের কাছে যাব।'

'কি ধরনের বোমা?'

'আকারে ছোট, ধ্বংস ক্ষমতা বেশি, অথচ অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে না—এরকম।'

কুণ্ডলী পাকানো মোটা সাপের মত নীরবে স্থির দৃষ্টিতে সাগরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাসান বলল, 'হতে পারে। দিতে পারব। কিন্তু দাম কি দেবেন?'

'কত চাও, বলো?'

'আকারে ছোট, আগুন ধরাবে না, আনাড়ি লোকের ধরা ছোঁয়ায় বিপদ ঘটাবে না, ধ্বংস ক্ষমতা বেশি—এরূপ একটি বোমার দাম পড়বে হাজার পনেরো টাকা।'

'ঠিক আছে, তাই পাবে।'

'কাল এসময় এলে ডেলিভারি দেব। কোন অসুবিধা হবে না।'

রাজিব অগ্রিম হিসাবে দু'হাজার টাকা দিল হাসানকে। টাকাটা হাসান মুহূর্তে গুঁজে ফেলল তার নোংরা সালোয়ারের কোন এক গোপন স্থানে। রাজিব বলল, 'কথা ঠিক রেখো, নইলে তোমার ভাল হবে না।'

আবু হাসান হেসে বলল, 'চিন্তার কারণ নেই, হামিদ সাহেব!' রাজিবকে সে হামিদ খান নামেই জানে।

ফিরে আসতে আসতে রাজিব ভাবল, আগামী কাল রাতে 'পাঠান মাসালা চাপলি কাবাব' রেস্তোরাঁ হয়ে যাবে জঞ্জালের স্তূপ। প্রতিশোধের ব্যবস্থা হলো। তবে অগ্নিকা তো আর ফিরে আসবে না।

BanglaBook.org

ছয়

রাত ১২টায় নিজের ফ্ল্যাটের সামনের দরজার বেল টিপল রাজিব। সুভাষ দরজার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলল।

'কোন ঝামেলা হয়নি তো?' বলল রাজিব ভেতরে প্রবেশ করে।

'আমি জেঁকে বসে গেছি' বসার ঘরে টেবিলের ওপর রামারাম ফাইল দেখিয়ে বলল সুভাষ। 'এটা পড়ছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, দেখছি কোথাও কোন সূত্র খুঁজে পাই কিনা।'

রাজিব তাকে বলল গাঙ্গু খানের সঙ্গে আলাপের কথা। 'মাফিয়া সক্রিয়। সাক্রিয় যে হবে তা আমরা বুঝেছিলাম। মিসেস রামারামকে ওরাই ভয় দেখিয়েছে। কিরণের খবর পেলাম না। যাকগে, আমি শমসেরের জীবন বিষাক্ত করে দিতে চাই।' বোমার যে বন্দোবস্ত করে এসেছে তা সুভাষকে জানাল। 'তার "পাঠান মাসালা" গুঁড়ো করে দেব, তার গাড়ি উড়িয়ে দেব, তার ঘর তছনছ করে দেব। কিন্তু সুভাষ, সবচেয়ে বড় কথা হলো শমসেরকে বুঝতে দিতে চাই না যে আমিই তার পিছনে লেগেছি। কারণ সেরকম বুঝলে সে ছুটে যাবে তার শিবসেনা মাফিয়া বন্ধুদের কাছে। বলবে, "আমাকে বাঁচাও"। তখন বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

রাজিব কিচেনে গিয়ে এক টুকরা কার্ডবোর্ড কুড়িয়ে আনল। ওটার ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখল: 'মুসলমান নিপাত যাক!' নিচে

BanglaBook.org

লিখল, 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।'

সুভাষকে দেখিয়ে বলল, 'শমসেরের হোটেলের দরজায় এ জিনিসটা সেঁটে দেয়া হবে। এতে শমসের আর শিবসেনার নজর আমার দিকে না পড়ে সরে যাবে আরএসএস পরিবারের ওপর। মিত্র হলেও বিজেপি তথা আরএসএস পরিবারের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আছে বাল ঠাকরের দলের। শমসেরের গাড়িতেও এরকম একটা লাগিয়ে দেব। এতে আমরা একটু দম নেবার সময় পাব।'

'বুঝতে পারছি,' বলে সায় দিল সুভাষ।

'অবশ্য আজ না-হোক কাল শিবসেনা মাফিয়া বুঝে ফেলবে যে আমিই আঘাত হানছি ওদের ওপর। তখন ওরা পাল্টা আঘাত হানবে। সেজন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদেরকে। সুতরাং কাজে হাত দিয়েই গা-ঢাকা দিতে হবে আমাদের। আত্মগোপন করে থাকার মত একটি জায়গা আছে আমার। এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে। রাজি আছ?'

'তুমি বললে রাজি আছি।'

'ঘুমাতে যাচ্ছি, সুভাষ। বোমার ব্যাপারে তুমি জড়িও না। ওটা আমিই করব একা।'

'তা হচ্ছে না খোকা। যেখানে তুমি সেখানে আমি।'

পরদিন উভয়ের ঘুম ভাঙল দেরিতে। ব্রেকফাস্ট সেরে সুভাষ বেরিয়ে গেল সম্ভাব্য অপারেশনস্থল এবং আশপাশের এলাকা ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে। রাজিব ঘরে রইল।

বেলা ১টায় ফিরে এসে সুভাষ বলল, 'বন্দর এলাকায় গিয়েছিলাম। শমসেরের আড্ডাখানা বন্ধ হয় রাত আড়াইটায়। সবাই চলে যায় বন্ধ করে। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে এলাম।'

'চমৎকার। আমি যাব দু'টায়। ভেতরে ঢুকতে হবে। জেটিতে যে দুই পুলিশ থাকে তাদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

BanglaBook.org

'অসুবিধা হবে না। আমি থাকব,' বলল সুভাষ।

'ওই হারামজাদাকে শায়েস্তা করব। জীবনটা তার বিষিয়ে দেব।'

'তা তুমি করবে বুঝলাম। তার হোটেল গুঁড়িয়ে দেবে। তার পরে কি করবে ভেবেছ?'

'সেটা পরে ভাবব,' বলে রাজিব বের হলো ঘর থেকে।

ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টি। রাজিবের খেয়াল নেই। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে লাগল। শহর মুম্বাইয়ের রাস্তাঘাট প্রায় জনহীন। হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে যেন ভেসে উঠল অগ্নিকার ঘর থেকে বেরিয়ে কর্মস্থলে যাত্রার দৃশ্য। কল্পনার দৃষ্টিতে সে দেখল একটা গাড়ি এসে থামল অগ্নিকার কাছে। কিছু কথাবার্তা হলো গাড়ির লোকদের সাথে অগ্নিকার। একটা লোক অ্যাসিড ছুঁড়ল অগ্নিকার মুখে। শমসের গাড়ি হাঁকিয়ে পালাল।

থানার সামনে গিয়ে থামল রাজিব। দ্বিধা করল একটু। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে।

ডিউটি অফিসার মনোহর যোশী বলল, 'দুঃখিত রাজিব। শরখেল আছেন। সোজা চলে যাও।'

তাকে দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে দু'হাতে হ্যান্ডশেক করল ইন্সপেক্টর প্রতাপ শরখেল।

'খবর-টবর পেলে কিছু,' বলল রাজিব, টেবিলে হাত রেখে সামনে ঝুঁকে।

'বেশি না, সামান্য। এক সাক্ষী পেয়েছি। সে গোটা ব্যাপারটি দেখেছে। গাড়িটার নম্বর নিয়েছে। গাড়িটা চোরাই। দু'জনের হাতেই দস্তানা ছিল। কাজেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। ড্রাইভার ছিল অসম্ভব তাগড়া লোক। এই পর্যন্ত। তবে তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

তোমার সাক্ষী ড্রাইভারের আর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেনি?'

'ও, হ্যাঁ। দেহের তুলনায় মাথাটা নাকি অস্বাভাবিক ছোট।'

'ঠিক আছে ভাই, চালিয়ে যাও,' বলে রাজিব আবার বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। এখন সে নিশ্চিত যে শমসের জড়িত ছিল। মিনিট কয়েক হাঁটার পরে পৌঁছে গেল শমসের খানের রেস্তোরাঁর কাছে। বেলা সাড়ে চারটা। হাঁটতে হাঁটতে সে এগিয়ে গেল অশোক দুগালের বিলাসতরী 'শিবশক্তি'র কাছাকাছি। ভবঘুরে, বেকার আর ট্যুরিস্টরা দেখছে ওটা। পাহারাদার ধনিরাম সাক্সেনা পায়চারি করছে ডেকের ওপর। শমসের খানের রেস্তোরাঁর পরে এটাকে উড়িয়ে দিতে হবে। একটা লিমপেট মাইন দরকার। সেটা আবু হাসান যোগাবে। মোটা টাকা পেলে লোকটা যে কোন জিনিস দিতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে পা অবশ হয়ে এল রাজিবের। ট্যাক্সিতে চেপে ফিরল ঘরে।

সুভাষ বাইরে ছিল। ফিরল রাত ৮ টায়। তার এক হাতে প্লাস্টিকের বস্তা, অন্য হাতে আরেকটা ব্যাগ। দুটোই ফ্লোরে রেখে সে বলল, 'খিদে পেয়েছে। এসো খেয়ে নি আগে।'

বার্গার এনেছে। ওগুলো গরম করে আনল কিচেন থেকে। টেবিলে সাজিয়ে বলল, 'রাজিব, খেয়ে নাও। না খেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।'

রাজিব তুলে নিল একটা হ্যামবার্গার। খেতে খেতে প্রশ্ন করল, 'কোথায় ছিলে?'

'এদিকে ওদিকে ঘুরেছি। শোনো, প্রথমেই শায়েস্তা করতে হবে শমসেরকে। তারপরে পরামর্শ করে ঠিক করব কি করা যাবে। বস্তার মধ্যে কি এনেছ?'

'শমসেরের রেস্তোরাঁয় ঢুকতে এবং তার গাড়ি ভাঙতে যা যা লাগবে সব।'

BanglaBook.org

পেট ভরে খেয়ে রাত ৯ টায় উঠে দাঁড়াল রাজিব। বলল, 'বোমাটা নিয়ে আসি, সুভাষ।'

'ঠিক আছে, চলো যাই।'

সুভাষকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে রাজিব গেল আবু হাসানের লোহালক্কড় আবোলতাবোল জঞ্জালের স্টলে।

'আছে? এনেছ?'

'জ্বি, হ্যাঁ। দারুণ মাল।'

'দাও আমাকে। টাকা দিচ্ছি।'

'তাই হওয়া উচিত। কোন সমস্যা নেই। শুধু মনে রাখবেন ওপরে একটা সুইচ আছে। ওটাকে ডানে ঘোরান, দশ মিনিটে বোমা ফাটবে। সুইচে হাত না দেয়া পর্যন্ত এটা নিরাপদ। মাটিতে ফেলে দিলেও কিচ্ছু হবে না।'

একটা অন্ধকার জায়গায় গিয়ে রাজিব বাকি টাকা গুনে দিল হাসানের হাতে। হাসান টাকাটা গুনে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল তার লম্বা ঝুলওয়ালা কুর্তার গোপন পকেটে। প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ এনে দিল রাজিবের হাতে। বলল, 'মনে রাখবেন সুইচটা ডান দিকে ঘোরাতে হবে। ঘুরিয়েই ছুটে পালাবেন। দশ মিনিটে কাম খতম।'

'আরেকটা জিনিস দিতে পারো? একটা মোটরবোট, মানে প্রমোদ তরী ডুবাতে পারে এরকম জিনিস?'

'খরচ তো বেশি পড়বে হামিদ সাহেব! নেভীর এক সার্জেন্ট-এর সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বড় বেশি দাম হাঁকে লোকটা।'

'তা হাঁকুক, জিনিস যোগাড় হবে তো?'

'টাকায় কি না হয়, সাহেব, বাঘের চোখও পাওয়া যায়।'

আবার আসবে বলে হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজিব গাড়িতে ফিরে এল। প্লাস্টিকের ব্যাগটা রেখে দিল পেছনের সীটে।

'বোমা?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলে গাড়ি স্টার্ট দিল রাজিব।

আন্ডারগ্রাউন্ড কার-পার্কিং এ গাড়ি থামাল রাজিব। ব্যাগ খুলে দেখে নিল কালো বর্গাকৃতির জিনিসটাকে। 'সুইচটা ডান দিকে ঘোরাও, দশ মিনিটেই বুম!' বলে আবার রেখে দিল ব্যাগের মধ্যে। গাড়ি লক করে লিফ্টযোগে ওরা চলে গেল ফ্ল্যাটে।

'ঘণ্টা পাঁচেক অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। একটু কফি খাওয়া যাক, কি বলো?'

সুভাষ কফি বানাতে লেগে গেল।

রাত পৌনে ২ টায় রাজিব সুভাষের ঘুম ভাঙিয়ে বলল, 'ওঠো, সময় হয়ে গেছে।'

বোমা আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নামে লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে ওরা চলে গেল বন্দর এলাকায়। আবার বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। জাহাজঘাটায় লোকজন নেই বললেই চলে। কয়েকজন জেলে নেমে আসছে নৌকা থেকে। পুলিশ-টুলিশের চিহ্নও নেই।

শমসেরের রেস্তোরাঁর, একশো গজের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ি রেখে নামল রাজিব। 'একটু দেখে আসি' বলে চলে গেল।

পাঠান মাসালা রেস্তোরাঁর পাশে একটা সরু গলি। রাজিব আন্দাজ করল গলিটা রেস্তোরাঁর পেছন দিয়ে চলে গেছে। নিঃশব্দে হেঁটে সে প্রবেশ করল সেই গলিতে। রেস্তোরাঁর পেছনের এক জানালায় চোখ পাতল। পরিষ্কার দেখা যায় ভেতরটা। লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে ঘরে ফেরার। কেউ কেউ খেয়ে নিচ্ছে। স্পষ্টত, ওরা কর্মচারী—বয় বাবুর্চি।

সন্তর্পণে রাজিব সরে গেল ওখান থেকে। একত্র হলো সুভাষের সাথে।

'পেছনে একটা জানালা আছে, কোন সমস্যা হবে না,' বলল সে

BanglaBook.org

সুভাষকে।

নীরবে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। এতক্ষণে গোটা এলাকা জনহীন হয়ে গেছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে অবিরাম। আলো দেখা যাচ্ছে কেবল শমসেরের রেস্তোরাঁয়।

রাত আড়াইটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর কয়েকটা বাতি নিবে গেল। গোটা পনেরো-কুড়ি খদ্দের বেরিয়ে এল রাস্তায়। কথা বলতে বলতে, হাসি-ঠাট্টা করতে করতে ওরা চলল রাস্তা জুড়ে। তারপর আলাদা হয়ে চলে গেল যে যার পথে, অলি-গলিতে।

এরপর বেরিয়ে এল চার পাঠান। লম্বা-চওড়া। ওরা কে বোঝা গেল না। সম্ভবত খদ্দের। ওরাও চলে গেল কথা বলতে বলতে।

ঠিক তিনটায় বের হলো শমসের খান। প্রকাণ্ড গরিলার মত দেহ নিয়ে। তার পেছনে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাগানো পাগড়ীধারী এক লোক। শমসের দরজা লক করল। তারপর দু'জনে দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠল শমসেরের গাড়িতে। চলে গেল ওরা।

'পাগড়ীওয়ালাটা কে?' প্রশ্ন করল সুভাষ।

'জানি না, জানতে চাইও না। চলো সুভাষ, আমাদের কাজ পড়ে আছে।'

ওরা নামল গাড়ি থেকে। সুভাষের হাতে একটা বেঁটে সিঁদকাঠি, রাজিবের হাতে বোমা।

পেছনের জানালাটি খুলতে সুভাষের মিনিট খানেকের বেশি লাগল না। রাজিবের কাছে একটা ফ্ল্যাশলাইট আছে। ওটার সুইচ টিপে সে সুভাষের হাত থেকে বোমাটি নিয়ে বলল, 'আমি এটা বসাই, তুমি গিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নোটিশটা লাগাও সামনের দরজার ওপর।'

বোমাটা বার কাউন্টারের ওপর রেখে পিস্তল হাতে রাজিব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল রেস্তোরাঁর ভেতরে কেউ কোথাও ঘুমিয়ে

BanglaBook.org

আছে কিনা। কেউ নেই দেখে সন্তুষ্ট হয়ে সে ফিরে গেল বার কাউন্টারে। বোমার সুইচটি ঘুরিয়ে দিল ডানে। তারপরে পেছনের জানালা দিয়ে বের হয়ে সুভাষসহ চলে গেল গাড়িতে।

'আমরা নিরাপদ তো? নাকি আরেকটু দূরে সরে যাব?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে শমসেরের রেস্তোরাঁর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রাজিব বলল, 'না, এখানেই থাকব। দেখতে চাই আমি। অগ্নিকার মৃত্যুর প্রতিশোধের এটা পয়লা পদক্ষেপ।'

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। কেটে গেল দশ মিনিট। ধৈর্য হারিয়ে সুভাষ বলে উঠল, 'কি ব্যাপার, বোমা কি নকল নাকি?'

'চুপ।' তাকে ধমক দিল রাজিব। সেই মুহূর্তেই ফাটল বোমা। বিস্ফোরণের ধাক্কা আর আওয়াজে ওদের গাড়িসুদ্ধ লাফিয়ে উঠল।

রেস্তোরাঁর সামনের দিকের অংশটা উড়ে গিয়ে রাস্তা পার হয়ে পানিতে গিয়ে পড়ল। ছাদ ধসে পড়ল মাটিতে। তারপর বাকি অংশও চূর্ণ হলো একে একে।

চমৎকার কাজ! পুলিশ আর দমকলের লোকরা আসার আগে রাজিব গাড়ি নিয়ে পালাল ঘটনাস্থল থেকে।

তার দেহমন হালকা হয়ে গেছে। যা করতে চেয়েছিল করেছে। 'পাঠান মাসালা-চাপলি কাবাব' এখন ধ্বংস স্তূপ। শমসেরের ব্যবসা খতম।

'বোমা বটে!' বলল সুভাষ। 'এর পরে কি?'

'শমসেরের আস্তানা কোথায় জানো তো?'

'নিশ্চয়।'

'চলো ওখানে। ওর গাড়ি গুঁড়ো করে দিয়ে আসি।'

শমসের যে বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে থাকে সেখানে গিয়ে নামল তারা। চলে গেল নিচতলার গ্যারেজে। দু'জনে দুই হাতুড়ি নিয়ে

BanglaBook.org

প্রবেশ করল ভেতরে। রাজিব গুঁড়িয়ে দিল জানালা আর উইন্ডস্ক্রীন, আর সুভাষ ধ্বংস করল ইঞ্জিন। শব্দ হলো। কিন্তু রাত সওয়া চারটায় কে তাতে কান দেবে? টায়ারগুলো কেটে দিল তারা। তার পরে রং পেন্সিল দিয়ে গাড়ির দরজায় মোটা অক্ষরে লিখে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গোটা অপারেশনটা শেষ হতে মিনিট দশেকও লাগল না।

ওরা ফিরে গেল নিজেদের গাড়িতে।

'খুশি হয়েছ তো?' প্রশ্ন করল সুভাষ চেট্টিয়ার।

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ তোমাকে। এবার আমি ঘুমাব।'

অগ্নিকার মৃত্যুর পর স্বপ্নহীন ঘুম এই প্রথম ঘুমাল রাজিব। এই ঘুম তার ভাঙল পরদিন ১১ টায়।

ব্রেকফাস্ট তৈরি ছিল তার জন্য। বসে গেল খেতে।

'শমসের ড্রাইভ করেছিল। তাকে শায়েস্তা করেছ,' বলল সুভাষ।

'হ্যাঁ, বাকি রয়েছে অ্যাসিড নিক্ষেপকারী। তাকেও শায়েস্তা করতে হবে।'

'ঠিক আছে, করব। খোঁজখবর নিয়ে জেনে নেব কে সেই লোক।'

ওরা আবার গেল বন্দর এলাকায়। সাগরতীর ঘেঁষে, সারি সারি দোকানপাট, লোহালক্কড়, মাছ ধরার ট্রলার পিছনে ফেলে ওরা পৌঁছল শমসের খানের 'পাঠান-মাসালার' ধ্বংসস্তূপের কাছে।

তখনও অনেক লোকের ভিড়। হাঁ করে দেখছে। পুলিশ কাছে যেতে দিচ্ছে না কাউকে। রাজিব দেখল ইনস্পেক্টর প্রতাপ শরখেল কথা বলছে দমকল বাহিনীর একজনের সাথে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' বলে সুভাষকে ছেড়ে রাজিব ভিড়

BanglaBook.org

ঠেলে এগিয়ে গেল সেদিকে।

'দেখেছ কাণ্ডটা,' বলে হাত বাড়িয়ে ধ্বংসস্তূপটা দেখিয়ে শরখেল মন্তব্য করল, 'পাকা হাতের কাজ।'

অতিকষ্টে সন্তুষ্টি গোপন করে রাজিব বলল, 'বোমার কাজই মনে হচ্ছে।'

'তাতে সন্দেহ নেই। তবে আজ না হলে কাল এটা ঘটতই। এই এলাকাটা গুণ্ডা-বদমাশ আর সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি হয়ে গেছে। শমসেরের আড্ডাটা ভেঙে দেয়া দরকার হয়ে উঠেছিল। যে-ই করুক, কোন খুঁত রাখেনি, কি বলো?'

রাজিব বলল, 'তা ঠিক।' এর বেশি বলল না, কারণ লক্ষ্য করল যে শরখেল তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে।

'দরজায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নোটিশ দেখলাম একটা। এদিকে আরএসএসওয়ালাদের তৎপরতা নেই। শিবসেনার দাপট এখানে। এটা এমন লোকের কাজ, যে শমসের খানকে ঘৃণা করে। নোটিশটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।'

'তোমার অনুমানই হয়তো ঠিক। আচ্ছা, শমসেরকে দেখেছ?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি। তার গাড়িটা ভাংচুর করেছে কে বা কারা। আমাদের ধারণা এটা বোমাওয়ালাদেরই কাজ। শমসের হাউকাউ করছে পাগলের মত। দাবি করছে আমরা যেন অপরাধীকে ধরি। চেষ্টা আমরা করব, তবে ঘাম ঝরাতে যাব না শমসের খানের মত লোকের জন্য,' আবার কড়া পুলিশী দৃষ্টি হানল রাজিবের ওপর। 'শুনলাম তুমি নাকি চাকরি ছেঁড়ে দিয়েছ, রাজিব?'

'তা ছেড়েছি বটে। অগ্নিকার মৃত্যুটা খুব বড় আঘাত দিয়েছে কিনা, তাই। উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছি। তবে আবার ফিরে যাব ক'দিন পরে। অগ্নিকার ব্যাপারে তোমাদের তদন্ত কেমন এগোচ্ছে প্রতাপ?'

BanglaBook.org

'তদন্ত চলছে। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পেয়েছি। এর কাছ থেকে অ্যাসিড যে ছুঁড়েছে তার একটা বর্ণনা পেয়েছি আমরা। লোকটা দীর্ঘদেহী। মাথায় হলুদ পাগড়ী। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। আজকাল এরকম বেশভূষার লোক বাড়ছে।'

রাজিব বুঝল, কাল রাতে শমসেরের সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে একই গাড়িতে চড়ে যাকে চলে যেতে দেখেছে সেই লোকেরই বর্ণনা এটা।

'দেখো রাজিব, বন্ধু হিসাবেই তোমাকে বলছি। শমসের শাস্তি পেয়েছে। আমরা আর কোন গণ্ডগোল চাই না এখানে। মুম্বাই এমনিতেই বড় সংবেদনশীল জায়গা। বোমা বিস্ফোরণের খবর বোমার শব্দের মতই ছড়িয়ে পড়েছে। "বোমা" কথা শুনলেই ধনী লোকরা ঘাবড়ে যায়। ইতিমধ্যেই হোটেলগুলোর বুকিং বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আমরা আর বোমা-টোমা চাই না। কি বলতে চাচ্ছি, বুঝেছ?'

'আমাকে কেন এসব কথা শোনাচ্ছ প্রতাপ? বোমা যে ফাটিয়েছে তাকে বলোগে।'

'ঠিক আছে,' বলল শরখেল, 'তবে শুনে রাখো, আরেকটা বোমা ফাটলে আমরা বোমাবাজকে পাকড়াও করব এবং পনেরো বছরের জন্য খোঁয়াড়ে ঢোকাব।'

'তাই কোরো, প্রতাপ। আচ্ছা যাই' বলে ভিড়ের সাথে মিশে গেল রাজিব।

সোজা চলে গেল শ্যাম কাক্কড়ের লছমী হোটেলে। শ্যাম কাক্কড় বসে আছে তার হোটেলের সামনে বাঁধানো বেদীর ওপর। হিপ্পি চেহারার দুই তরুণ আমেরিকান ট্যুরিস্টের সঙ্গে কথা বলছে। ওরা তার ফটো নিল। দশ ডলারের একটা নোটও দিল তাকে। শেষে হাত নাড়তে নাড়তে বিদায় নিল।

BanglaBook.org

'ট্যুরিস্ট ব্যবসা খুব গরম নাকি,' জিজ্ঞেস করল রাজিব।

'আরে খাণ্ডেওয়ালজী যে! আহেন। পুরা জমে নাইক্কা। মাস খানেক লাগব।' হাঙ্গর-মার্কা দৃষ্টিতে লক্ষ করল রাজিবকে। 'বোমা যারে কয়! শমসেরের পাওনা মিট্যা গ্যাছে!'

'শ্যাম, দীর্ঘদেহী, মাথায় হলুদ পাগড়ী, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—এরকম কাউকে জানো?'

'কুশাভাউ ঠাকরে,' বলল শ্যাম মুখ বিকৃত করে।

'কে সে?'

চারদিক দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে শ্যামলাল বলল, 'অশোক দুগালের ডান হাত, খুনী।'

'তাকে কোথায় পাব?'

'অরে পাওনের দরকার নাই। বিষ! গোখরার বিষের লাহান।'

'শ্যাম, বলো কোথায় তাকে পাব।'

'কি মুশকিলে ফ্যালাইলেন। এই দিগে আইলে শমসেরের ডেরায় থাকে। মাফিয়ার ট্যাকা তোলার লাইগ্যা আহে মাসের পয়লা তারিখের আগে।'

'ধন্যবাদ, শ্যাম,' বলে রাজিব ফিরে গেল অপেক্ষমাণ সুভাষের কাছে। সুভাষকে বলল, 'পুলিশ নিশ্চিত যে বোমাটা আমিই ফাটিয়েছি। শরখেল আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছে। তবে তাদের হাতে প্রমাণ নেই।'

'পুলিশ অনেক কথা আন্দাজেও বলে। তাদের কথা বাদ দাও। কুশাভাউয়ের ব্যাপারে কি করবে বলো। কুশাভাউ! কী বিদঘুটে নাম!'

'ফাটিয়ে ফেলব। এমন জোরে ফাটাব যে বাকি জীবন হুইল চেয়ারে ঘুরবে,' বলল রাজিব গাড়ি স্টার্ট দিয়ে।

BanglaBook.org

'কখন?'

'আজ রাতে। সাতটার দিকে। শমসেরের আস্তানার কাছে ওঁৎ পেতে থাকব।'

'কাজটা বিপজ্জনক হতে পারে,' বলল সুভাষ।

'হলে হবে।'

'তুমি কুশাভাউকে, আমি শমসেরকে সামলাব,' বলল সুভাষ।

ঘরে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

বেজে উঠল টেলিফোন। 'মি. খাণ্ডেওয়াল?' মেয়েলীকণ্ঠে প্রশ্ন শোনা গেল।

'ঠিক ধরেছেন, আপনি কে?'

'আমি মি. অশোক দুগালের সেক্রেটারি।' ঝনঝনে ধাতব কণ্ঠ। বয়স বোঝার উপায় নেই।

'মি. দুগাল কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে। আপনি কি পাঁচটায় ল্যান্স ডাউন রোডে হোটেল অ্যাপোলো-তে আসবেন? আমি লবীতে অপেক্ষা করব আপনার জন্য। আপনি এলে নিয়ে যাব মি. দুগালের রুমে।'

জবাবে রাজিব কিছু বলতে পারার আগেই টেলিফোন রেখে দিল মহিলাটি খট্ করে।

রাজিব জানাল ব্যাপারটা সুভাষকে।

ওরা দু'জনেই জানে যে হোটেল অ্যাপোলো মুম্বাইয়ের অন্যতম সেরা সৌখিন ও দামী হোটেল।

'যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি,' জবাব দিল রাজিব।

BanglaBook.org

পাঁচটা বাজবার মিনিট কয়েক আগে রাজিব প্রবেশ করল হোটেল অ্যাপোলোর জাঁকালো লবীতে। লোকজন, ঠাটবাট দেখেই বোঝা যায় বড় লোকদের জায়গা।

তিনি অপেক্ষা করছিলেন রিসেপশন টেবিলের কাছে। দীর্ঘদেহী মহিলা। কালো চুল। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। তবে দেহটা এত আকর্ষণীয় যে চোখ সরে না। সাদা সিল্কের শাড়ীতে মানিয়েছে অপূর্ব! আর মুখের যা গড়ন! যেন পটে আঁকা ছবি!

হাত তুললেন রাজিবকে দেখে। কাছে এসে বললেন, 'মি. খাণ্ডেওয়াল তো? আমি হচ্ছি নীলম। নীলম কি, তাতে কিছু যায়-আসে না। নীলম বলেই আমাকে সকলে জানে।'

'ধন্যবাদ, নীলম,' বলে রাজিব তাকাল ওর দেহটার দিকে। পুরুষ যা চাইতে পারে সবই রয়েছে। 'ব্যাপার কি বলুন তো?' প্রশ্ন করল রাজিব।

'মি. দুগাল কথা বলতে চান। সাবধানে কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে। চেহারায় যা মনে হয় আসলে তিনি সে রকম নয়।'

ছ'তলায় উঠে লম্বা করিডর পার হয়ে ওরা থামল এক দরজার সামনে। চাবি দিয়ে লক খুলে থামল নীলম। রাজিবের দিকে চেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হুঁশিয়ার!' দরজা খুলে দিল সে। রাজিব প্রবেশ করল বিলাসবহুল মস্ত এক ঘরে।

'মি. দুগাল! মি. খাণ্ডেওয়াল এসেছেন,' বলল নীলম গলা উঁচু করে। তারপর রাজিবকে বলল, 'যান, তিনি ব্যালকনিতে আছেন।'

রাজিব গেল ব্যালকনিতে।

অশোক দুগাল দাঁড়িয়ে আছে সৈকতের দিকে চেয়ে। বিস্মিত হলো রাজিব। মনে করেছিল দেখবে এক ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারার দৈত্যাকৃতি মানুষ। কিন্তু দেখল হাসিখুশি, খর্বকায়, মোটাসোটা এক লোক। যেন ছুটি ভোগরত কোন বড় ব্যবসায়ী। ওজনটা একটু বাড়তির দিকে। মাথায় সামান্য টাক। পোশাক নিখুঁত মারাঠী। মাথায় হলদে পাগড়ী, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। নাকটা বোঁচা। চোখ

BanglaBook.org

কুতকুতে। চোয়াল চওড়া। মেজাজও মনে হলো খোশ।

'এসে ভালই করেছেন, খাণ্ডেওয়ালজী,' বলে তিনি হাত বাড়ালেন রাজিবের দিকে। 'আসুন, একটু বসি। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।' দুগাল রাজিবকে এক টেবিলের দিকে নিয়ে গেলেন।

'কফি, না ড্রিঙ্কস?'

'কিছু না, ধন্যবাদ,' বলল রাজিব।

'তাহলে চা?'

'তা-ও না।'

'তাহলে আলাপটা সেরে ফেলি। আমি ব্যস্ত মানুষ। আপনিও। আমাদের উচিত নয় একে অন্যের সময় নষ্ট করা।'

রাজিব নীরবে অপেক্ষা করে রইল।

পায়ে পা তুলে বসে দুগাল বলল, 'মিস অগ্নিকা ডি-মেলোর ব্যাপারে আমার আন্তরিক দুঃখের কথা আপনাকে জানাতে চাই। আমি চাই আপনি বিশ্বাস করুন যে এই শয়তানের কর্মটি আমার অজ্ঞাতেই করা হয়েছে। যে করেছে, সেই লোকটা ঘটনাচক্রে আমার অধীনে কাজ করে। সে হলো এক বিবেকহীন লোক। টাকার জন্য সবই করতে পারে। আমার জেরার উত্তরে স্বীকার করেছে যে এই শয়তানের কাজটির জন্য সে পনেরো হাজার টাকা পেয়েছে। টাকাটা তাকে দিয়েছে শমসের খান। শমসের টাকা দিয়ে কাজটা করিয়েছে অন্যের পক্ষ হয়ে। আমার লোকটা জানে না শমসের কার পক্ষে কাজ করেছে।'

শুনতে শুনতে রাজিবের মনে পড়ল সিটি ব্যাংকের সেই ঘটনার কথা। তার মনে পড়ল দর্শনা রামারামের হুমকি: এর জন্য তোমাকে পস্তাতে হবে। পস্তাতে বাধ্য হবে···তাহলে দর্শনাই শমসেরকে টাকা দিয়ে খুনী ভাড়া করিয়েছিল।

BanglaBook.org

'খাণ্ডেওয়ালজী, শমসের খানের সঙ্গে আপনার শোধবোধ হয়ে গেছে। আমিও হিসাব চুকিয়েছি আমার লোকের সঙ্গে,' বলে থামল দুগাল। তার চোখ দু'টির রং হঠাৎ ইস্পাত-নীল হয়ে গেল। 'সে এখন অতীতের বস্তু। আমার সংগঠন বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ না করে ওরকম লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শমসেরকে আমি বরখাস্ত করেছি। আপনি চাইলে, খুশি হলে, তাকেও করে দিতে পারি অতীতের বস্তু। বলুন, করব কিনা?'

'না, দুগালজী, তাকে বাঁচতে দিন।'

'আপনি ক্ষমাশীল মানুষ, খাণ্ডেওয়ালজী। আপনার প্রতি ওই দু'জন যা করেছে সেরকম আমার প্রেমিকার সাথে করলে আমি ক্ষমা করতাম না।'

'তাকে বেঁচে থাকতে দিন। আমি তার জীবন বিষময় করে দেব।' বলল রাজিব।

'আমি নিশ্চিত যে আপনি তা করবেন।'

নীলম এল ট্রে ভর্তি কফির পাত্র, কাপ, ইত্যাদি নিয়ে। সে এতই লোভনীয় যে রাজিব অতিকষ্টে ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখল।

দুগাল তা লক্ষ করে বলল, 'মেয়েটা খুব কাজের। ওর বাপ এক সময় কাজ করত আমাদের জন্য। বাপ মারা গেলে আমি ওকে সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করি। এখন সে অপরিহার্য।'

রাজিব কোন মন্তব্য করল না।

'খাণ্ডেওয়ালজী, আসুন আলাপটা শেষ করে ফেলি। আশা করি আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার লোকটা আর নেই। খতম হয়ে গেছে। শমসের খানের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিলাম আপনার হাতে। আমি মনে করি, শমসেরের রেস্তোরাঁ ধ্বংস করে খুব দ্রুত প্রতিশোধ নিয়েছেন আপনি। তবে বোমা বোমাই। মুম্বাইয়ের মত শহরে

BanglaBook.org

বোমা ফাটলে ধনী লোকরা ঘাবড়ে যায়। তাই আর কোন বোমা ফাটুক, তা আমি চাই না। আমার কারবার ধনীদের সাথে। বোমা আরও ফাটবে ভাবলে তারা আর এ শহরে আসবে না। পালাতে থাকবে। সেটা আমার কারবারের পক্ষে ক্ষতিকর। আপনি বুদ্ধিমান লোক। কি বলছি বুঝতে পারবেন। তবে আমার কথা শুনে আরও বোমা ফাটাতে প্রলুব্ধও হতে পারেন। সেটা করবেন না,' বলে দুগাল কালনাগের হাসি হাসল। 'আপনি হয়তো জানেন যে আমি গোটা মহারাষ্ট্র এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বড় বড় শহরে সক্রিয় একটি বৃহৎ সংগঠনের অংশ। এই কারণে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি এ শহরে আর কোন গোলমাল না বাধাতে। উপদেশটা না মানলে পরে আফসোস করবেন।'

'আপনার বক্তব্য শুনলাম, দুগালজী,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রাজিব। তারপর চলল দরজার দিকে।

নীলম অপেক্ষায় ছিল। রাজিবকে দেখে দরজার কাছে এল। দাঁড়াল দরজার হাতলে হাত রেখে। চোখাচোখি হলো দু'জনার। যত মেয়ে দেখেছে রাজিব, কারও সাথে তুলনা হয় না এর। অগ্নিকাকে যেভাবে ভালবেসেছে সেভাবে ভালবাসার মত নারী নয় এ। তার গভীর কালো চোখের চাহনি অপ্রতিরোধ্য, বিপজ্জনক মোহময়। তাছাড়া রয়েছে তার লোভনীয় দেহ এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাস।

দরজা খুলে দিল নীলম। রাজিব বেরিয়ে যাবার সময় ফিসফিস করে বলল, 'আজ রাতে। এগারোটায়। শকুন্তলা রেস্তোরাঁ।'

কি শুনল তা প্রথমে বিশ্বাস হলো না রাজিবের। কথাগুলো নীলম বলেছে কিনা জিজ্ঞেস করার জন্য ফিরে তাকাতেই দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

ছ'টায় ঘরে ফিরল রাজিব। দুগালের সাথে আলাপের বিবরণ দিল সুভাষকে। মনোযোগ দিয়ে শুনল সুভাষ।

BanglaBook.org

'অগ্নিকা হত্যার ব্যাপারটা আমার মনে হয় শিবসেনা মাফিয়ার কাজ নয়,' বলল রাজিব। 'ব্যক্তিগত আক্রোশের কাজ। শমসের আর কুশাভাউ টাকা খেয়ে করেছে। কুশাভাউকে মেরে কোথায় পুঁতে ফেলেছে মাফিয়ারা তা কেউ জানবে না কোনদিন। এখন বাকি রইল শমসের...'

'হ্যাঁ, শমসের,' সায় দিল সুভাষ।

'আমরা দেখা করব তার সাথে। অ্যাসিড মারার জন্য কে তাকে নিয়োগ করেছিল সেই খবর বের করব তার কাছ থেকে। অনুমানে বুঝতে পারছি দায়ী দর্শনা রামারাম। তবু নিঃসন্দেহ হতে চাই। দর্শনা হলে আমরা তাকে শায়েস্তা করব।'

'কিন্তু শমসেরের মত অতবড় গরিলাকে কথা বলতে বাধ্য করব কেমন করে?' বলল সুভাষ।

'ভাল একটা সিগারেট লাইটার জোগাড় করো।'

হাসল সুভাষ। 'ঠিক বলেছ! ভাল আইডিয়া। একটুখানি পুড়িয়ে দিলে গড়গড় করে কথা বলবে। আচ্ছা, সিঙ্গালকে কেমন মনে হলো?'

'ভয়ঙ্কর! সাপের মত। হেলাফেলা করার মত লোক নয়।' এরপর সে বলল নীলমের কথা। সুভাষ শুনল চোখ কপালে তুলে।

'দেখা করতে যাবে ওর সঙ্গে?'

'কেন যাব না? শকুন্তলা রেস্তোরাঁ সম্পর্কে কিছু জানো?'

'জুহু সৈকতের কাছে। খুব ব্যয় বহুল!'

'ঠিক আছে, সুভাষ। তুমি তৈরি হও। আমি টেলিফোনে কথা বলব শমসের খানের সঙ্গে।'

সুভাষ বেরিয়ে গেল। রাজিব আলমারি খুলে দু'জোড়া হ্যান্ডকাফ বের করল। নিজের ·৩৮ পিস্তলটা নিল। লোড করে পকেটে রাখল। তার পরে টেলিফোন বুক থেকে শমসেরের নম্বর

BanglaBook.org

খুঁজে নিয়ে রিং করল।

বার কয়েক চেষ্টার পরে শমসের খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'কে?'

পুলিশী স্টাইলে গলা গম্ভীর করে রাজিব বলল, 'শমসের খান? পুলিশ সদর দফতর থেকে বলছি।'

'জ্বি? বলুন, বলুন, গুণ্ডাটাকে ধরেছেন?'

'সেই ব্যাপারেই দু'য়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করার আছে। আমরা দু'জন গোয়েন্দা পাঠাচ্ছি আপনার কাছে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেন। তাড়াতাড়ি। ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার বাইরে যাব।'

সুভাষ ফিরে এল একটা সিগারেট লাইটার কিনে। বলল, 'ভাল জিনিস, টিপ দিলেই জ্বলে ওঠে।'

'ঠিক আছে, চলো।'

দশ মিনিটে ওরা পৌঁছে গেল সেই বহুতল বাড়িটিতে, শমসের খানের ফ্ল্যাটের দোরগোড়ায়। রাজিব পিস্তল হাতে একপাশে সরে দাঁড়াল দেয়ালে হেলান দিয়ে। সুভাষ বেল টিপল।

হুস্ করে দরজা খুলে গেল। শমসের দাঁড়িয়ে দরজার মুখে। বিশাল গরিলা দেহের ঊর্ধ্বাংশ উদাম। পরনে পাঠানী সালোয়ার। এমন পেশীবহুল দেহ পেশাদার বক্সার ছাড়া আর কারও হয় না।

'তোমরা পুলিশের লোক? আমি চিনি তোমাদেরকে! বের হও এখান থেকে। নইলে নাক-মুখ ভোঁতা করে দেব,' বলল শমসের।

জবাবে সুভাষ প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল। কথা শুনতে পায়নি শমসের। তাই শোনার জন্য মুখটা সুভাষের দিকে ঝুঁকিয়ে দিল। এটাই চেয়েছিল সুভাষ। পেতলের নাক্‌ল-ডাস্টার পরা হাতের মারাত্মক ঘুষি লাগাল শমসেরের চোয়ালে। শব্দ হলো 'থোয়াক'।

চোখ উল্টে ফেলল শমসের। খড়্গের এক ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত পাঁঠার

BanglaBook.org

মত চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

'এক্কেবারে হালুয়া!' বলল সুভাষ নাক শিঁটকে।

বিরাট দেহটা দু'জনে ওরা টেনে নিয়ে গেল বসার ঘরে। হাত দুটো পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল। তার পরে হ্যান্ডকাফ পরাল দু'পায়ে।

সুভাষ দরজা বন্ধ ও লক করে দিল।

'সুভাষ, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাও দামড়াটার।'

সুভাষ কিচেন থেকে আধ বালতি পানি এনে ঢেলে দিল শমসেরের মুখের ওপর। লাইটারটা জ্বালল। একটুখানি আঁচ লাগাল শমসেরের কানের লতিতে।

নড়ে উঠল শমসের। চোখ খুলল। রাজিব কড়া লাথি মারল তার পাঁজরে। ফাঁদে পড়া বুনো বেড়ালের মত সে দাঁত-মুখ খিঁচাল। তার কপালে পা রেখে রাজিব প্রশ্ন করল, 'অগ্নিকাকে অ্যাসিড নিক্ষেপের জন্য কে তোকে ত্রিশহাজার টাকা দিয়েছিল, বল্!'

হ্যান্ডকাফ থেকে ছাড়া পাবার জন্য বৃথা চেষ্টা করতে করতে শমসের বলল, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'সুভাষ, একটুখানি লাগাও তো।'

'এই যে লাগাচ্ছি,' বলে লাইটারটা বাড়াল শমসেরের বুকের দিকে। আগুনের নীলচে শিখা সাপের জিহ্বার মত স্পর্শ করল বুকটা। চিৎকার করে উঠল শমসের। তার দাঁত খিঁচুনি, মেজাজ দেখানো সবই গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে।

'না, না, আগুন না। আমি বলব, আমি বলব।'

'বল্।'

'দর্শনা।'

'খুলে বল্।'

BanglaBook.org

'দর্শনা আসে আমার কাছে। কিরণের টাকা তাকে পেতে দাওনি বলে রেগে গিয়েছিল তোমার ওপর। অ্যাসিড তারই আইডিয়া। তিরিশ হাজার দেবে বলায় আমি কুশাভাউকে রাজি করাই। আমি ওকে মারতে চাইনি। কসম খেয়ে বলছি, মারতে চাইনি মেয়েটাকে। ভেবেছিলাম মুখের চামড়াটা একটু পুড়ে যাবে। সে যে রাস্তার মাঝখানে ছুটে গিয়ে ট্রাকচাপা পড়বে তা ভাবিনি। কসম করে বলছি…'

'টাকা পেয়েছিলি?'

'পেয়েছি। দর্শনা জবান দিলে রাখে। আমি পেয়েছি পনেরো, কুশাভাউ পনেরো। আধাআধি ভাগ।'

'কুশাভাউ কোথায় জানিস?'

'জানি না। কাল রাতে ওর কল্ আসে একটা। কাজে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায়। আর ফিরে আসেনি।'

'কোথায় যাচ্ছে বলেনি?'

'জিজ্ঞেস করিনি। পাগল ছাড়া কুশাভাউকে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে যাবে কে? জানি না সে কোথায় আছে।'

'ঠিক আছে, শমসের। দর্শনার কথা বল্। সে তোকে প্রতিমাসে এক লাখ রূপী দেয়, তাই না?'

'না, আমাকে না। কুশাভাউকে। কুশাভাউ ঠাকুরে আমার রেস্তোরাঁকে ব্যবহার করত। সপ্তায় পাঁচ হাজার দিত আমাকে। এই ফ্ল্যাটটাও তার। আমাকে থাকতে দেয়। আমি আর কিছু জানি না।'

'থামবি না, বলে যা,' ধমক দিল রাজিব।

'লোকরা এসে বন্ধ খামে টাকা দিয়ে যায়। দর্শনাও তাই করে। আমি সব খাম একটা ব্যাগে ভরে রাখি। প্রশ্ন করি না। মাসের পয়লা তারিখে কুশাভাউ আসে। ব্যাগটা তুলে দি তার হাতে। ব্যস।'

'দর্শনাকে কেন ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে?'

BanglaBook.org

'জানি না। কুশাভাউ জানে। আমি জানতে চাই না। দর্শনার কোন গোপন কথা কুশাভাউ জানে। খুব গরম গোপন কথা। সেটা চাপা রাখার জন্যই টাকা দিয়ে যাচ্ছে। দর্শনার মাথায় ছিট আছে। সব সময় ছিল।'

রাজিবের মনে হলো সে সত্য কথাই বলছে।

'সুভাষ, ওর হ্যান্ডকাফ খুলে দাও।'

তাই করল। রাজিব পিস্তল হাতে নজর রাখল শমসেরের ওপর। শমসের উঠে বসল। দু'হাতের কব্জি রগড়ে তাকাল রাজিবের দিকে।

'শোন্ কান পেতে। এ শহরে তোর জন্য আর কোন জায়গা নেই। কুশাভাউর কর্তার সাথে আমার আলাপ হয়েছে। তার দেহ এখন শূক কীটদের আহার। তাকে আর দেখবি না তুই। দশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি তোকে। এর মধ্যে মুম্বাই ছেড়ে চলে যাবি। আর যেন তোকে না দেখি। দেখলে দুই হাঁটুতে দুটো বুলেট। হাঁটতে পারবি না আর। বুঝলি?'

'আমি···কোথায় যাব···টাকা-পয়সাও নাই···' বলতে গেল শমসের।

'চুপ্! যা বলেছি তাই করবি,' বলে লিফটে উঠে ওরা নেমে গেল রাস্তায়।

BanglaBook.org

সাত

শকুন্তলা রেস্তোরাঁ বাইরে থেকে দেখতে তেমন কিছু নয়।

দরজা ঠেলে রাজিব প্রবেশ করল ছোট্ট লবীতে। আঠারো-বিশ বয়সী এক তরুণী মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আসুন, স্যার। আপনার টেবিল রিজার্ভ করা আছে?'

'না। আমার আসার কথা আছে। আমার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন।'

'আপনি কি মি. খাণ্ডেওয়াল?'

'ঠিক বলেছেন।'

একটা বেল-বোতাম টিপে মেয়েটি বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন স্যার।'

পরক্ষণেই বেঁটে, মোটা এবং কালোপ্যান্ট সাদাশার্ট পরা একজন এসে বলল, 'মি. খাণ্ডেওয়ালের জন্য মিস নীলম আনজারিয়া অপেক্ষা করছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

লোকটার পিছে পিছে আরেকটি প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করল রাজিব। অনেক টেবিল, প্রচুর লোক। চোখ-ধাঁধানো পোশাকে সুন্দরী মহিলারা। বেয়ারারা ব্যস্তভাবে ঘুরছে টেবিলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে।

রুমটার শেষপ্রান্তে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পরে দরজা। টোকা দিয়ে দরজা খুলে লোকটা বলল, 'মিস আনজারিয়া, খাণ্ডেওয়ালজী এসেছেন!'

রুমটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। নীলম বসে আছে এক ছোট্ট টেবিলে। সামনে ডিনারের সরঞ্জাম। তার পরনে গাঢ় লাল শাড়ি। কালো চুল পিঠে ছড়ানো। তাকে দেখেই লোকের মাথা ঘুরে যেতে পারে। কিন্তু রাজিবের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রচুর। মুখোমুখি চেয়ারে বসল সে। খাবার পরিবেশিত হলো।

'ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে। আগে খেয়ে নেয়া যাক,' বলল নীলম।

BanglaBook.org

গুনে গুনে পাঁচটা ঝিনুক সাবাড় করে রাজিব বলল, 'কথা বলতে চান তো বলুন না।'

'এখন নয়। আরও কয়েক প্রস্থ বাকি আছে। সী-ফুড, গল্‌দা চিংড়ি, কাঁকড়া, ভুনা খিচুড়ি। ওসবের পরে কফি। কফি শেষ করে কথা।'

হাসল রাজিব। খেতে তার আপত্তি নেই। খেতে খেতে সে ভাবল, নীলমের সবই আছে। মুনী-ঋষিও ঠেকাতে পারবে না তার আকর্ষণ। কিন্তু তার দু'চোখে এমন এক দ্যুতি রয়েছে যা বলে দেয় মেয়েটি অতি বিপজ্জনক।

'কি বলতে চান?' কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করল রাজিব।

'এই পচা শহরে আপনিই একমাত্র পুরুষ যার বুকের পাটা আছে। বুকের পাটাওয়ালা মানুষের বড় দরকার আমার।'

'বুকের পাটা আমার আছে বলে ভাবছেন কেন?'

'যে লোক "পাঠান মাসালার" মত পচা আড্ডাখানা বোমা দ্বারা গুঁড়িয়ে দিতে পারে, শমসের খানের মত গরিলাকে ভয় দেখিয়ে শহরছাড়া করতে পারে, তার বুকের পাটা আছে বৈকি,' বলল নীলম।

'সে শহর ছেড়েছে জানলেন কিভাবে?'

'আধ ঘণ্টা আগে টেলিফোন করেছিল। কথা বলতে চেয়েছিল অশোক দুগালের সাথে। গলার আওয়াজে চিনতে পেরে আমি তাকে বলি, দুগাল অন্যত্র কাজে ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করি, কি বলতে চায়। সে জানায় আপনি তাকে মারধর করেছেন। দর্শনা রামারামের টাকা খেয়ে সে যে অ্যাসিড মারার ঘটনাটা ঘটিয়েছিল সেই স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। আরও বলল, 'শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু টাকা চায় মি. দুগালের কাছে। আমি তাকে বলি

BanglaBook.org

সোজা নরকে চলে যেতে। পরে আমাদের একজনকে দিয়ে খোঁজ নিয়েছি। শমসের চলে গেছে।'

রাজিব শুনে গেল। জানে যে নীলমের বক্তব্য শেষ হয়নি।

'দর্শনা রামারাম সম্পর্কে আমাকে শমসের যা বলেছে সেসব আমি জানাইনি মি. দুগালকে। দর্শনা তাঁর কাছে খুব দামী। অ্যাসিডের ব্যাপারটার পেছনে দর্শনা ছিল এটা জানলে তিনি নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে তুমি প্রতিশোধ নেবে দর্শনার ওপর। সেক্ষেত্রে তুমি দশ মিনিটও টিকতে না।'

'সে যাই হোক, আমি তাকে শায়েস্তা করব।'

'খাণ্ডেওয়াল, পরিস্থিতিটা যাতে বুঝতে পারো সেজন্য তোমাকে কিছু তথ্য জানাতে চাই।'

'কেন? তোমার গরজ বা স্বার্থটা কি?'

'তোমাকে আগেই বলেছি, একজন বুকের পাটাওয়ালা মানুষ আমার দরকার। তোমাকে পেয়েছি। আমি চাই না যে প্রতিহিংসার পেছনে ছুটতে গিয়ে তুমি খতম হয়ে যাও। শিবসেনা মাফিয়ার সংগঠন বড় শক্ত। ওটা ভাঙতে পারবে না। কি বলছি শোনো। অশোক দুগাল মুম্বাই শহরের বড়কর্তা। তার কাজ সংগঠনের জন্য টাকা তোলা। মুম্বাই হচ্ছে টাকার খনি। আর প্রত্যেক টাকাওয়ালা লোকেরই একটা গোপন কথা থাকে। সেই গোপন কথাটা গোপন রাখার জন্য অনেকেই ব্ল্যাক মেলারদের টাকা দেয়। বড় বড় স্টোর, জুয়ার আড্ডা, নামজাদা হোটেল, পতিতালয়—এরা দেয় রক্ষামূল্য বা চাঁদা। অশোক দুগাল হোটেল আপোলোতে থাকে বিনা পয়সায়। ওই হোটেলে কর্মচারীরা ইউনিয়ন করে না। দুগাল হাতের কড়ে আঙুলটা নিচু করলেই গোলমেলে কর্মচারী বাপ্ বাপ্ করে পালায়। মুম্বাই থেকে মাসিক সংগ্রহ প্রায় ১০ কোটি রুপী। আয়ের এই অঙ্কটা বজায় রাখা বা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব দুগালের ওপর। এটাই

BanglaBook.org

তার বিপদ আয় কমতে থাকলে সংগঠন তাকে সরাবে। এজন্যই সে কোন গোলমাল চায় না। রামারামের মেয়ের কাছ থেকে মোটা টাকা পায়। তুমি ওর পেছনে লাগলে সেই টাকাটা দুগাল পাবে না। সেক্ষেত্রে সংগঠন বিরক্ত হবে তার ওপর। এমনিতেই বাল ঠাকরেজী সন্তুষ্ট নন, নানা কারণে। হয়তো আর কাউকে বসাতে চান দুগালের জায়গায়। তোমাকে দুগাল ইতিমধ্যেই উড়িয়ে দেয়নি কেন জানো? কারণ, তোমাদের ভীমসেন সেকোয়াত বড় বেশি নামী লোক। তাছাড়া পুলিসের কেউ কেউ তোমার বন্ধু। দুগাল প্রচারকে ভয় পায়।'

'আমাকে এসব কেন বলছ, নীলম?' বলল রাজিব। 'তুমি তো দুগালের কর্মচারী এবং তিনিও তোমার জন্য ভাবেন।'

তিক্ত হাসি হেসে নীলম বলল, 'আসছি সে কথায়। দুগাল কেন আলাপ করতে চেয়েছিল তোমার সঙ্গে? তোমাকে এটা বিশ্বাস করাতে যে অ্যাসিডের ব্যাপারটায় সে বড় দুঃখিত। তার কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ যে কুশাভাউকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। অশোক দুগাল একজন সেরা মিথ্যাবাদী। কুশাভাউ হচ্ছে তার ডান হাত। তার ব্ল্যাকমেলের গোটা কারবারটা কুশাভাউ চালায়। ওকে দুগাল মারতে যাবে কেন? সে জীবিত এবং কর্মরত। তবে শমসেরের মত বোকার সর্দারকে শেষ করে দেবে দুগাল। নিখোঁজ হয়ে যাবে সে।'

'তুমি বলছ আমার প্রেমিকাকে অ্যাসিড ছুঁড়েছিল যে হারামজাদা সে এখনও বেঁচে আছে?'

'তাই তো বলছি,' বলল নীলম।

'ওকে কোথায় পাব বলো তো?'

'পাবে না। ওকে দেখতে কেমন তাও তো জানো না।'

'দীর্ঘদেহী, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হলুদ পাগড়ী, চওড়া

BanglaBook.org

কাঁধ...'

'তাতে কি? পোশাক আর চেহারা সে বদলে ফেলেছে। কপালের ফোঁটা, মাথার পাগড়ী নেই। এখন সে স্যুট-টাই-হ্যাট পরা সাহেব। আমার সাহায্য ছাড়া তাকে কোনদিন খুঁজে পাবে না।'

'তুমি কেন সাহায্য করবে?'

পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল নীলমের মুখ। কালো দুই চোখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা গেল।

'কারণ সে আমার বাবাকে হত্যা করেছে,' কথাগুলো বলল হিশহিশ শব্দে, ফিসফিসিয়ে।

'কেন হত্যা করেছিল?'

'তার জায়গায় অশোক দুগাল যাতে বসতে পারে সেজন্য। আমার বাবা মুম্বাই মাফিয়ার কারবারটা ভালই চালাত। আমি ছিলাম বাবার সেক্রেটারি।' পেছনে হেলান দিয়ে নীলম রাজিবকে ইশারা করল একটা সিগারেট দেয়ার জন্য।

'তুমি কি মাফিয়ার দলে আছ?'

'নিশ্চয়ই, তবে এখন আমি আপেলের মধ্যে কীট। বাবার মৃত্যুর পরে তার লাশ সামনে রেখে শপথ নিয়েছিলাম। তাই খুঁজছিলাম একজন বুকের পাটাওয়ালা পুরুষ। একটা কীটের চেয়ে দুটো ভাল, কি বলো?'

'অশোক দুগালের সেক্রেটারি হলে?'

'হলাম। বাবাকে যে সে-ই হত্যা করিয়েছে তা জানতাম। কিন্তু আমি যে জানি, তা জানা ছিল না তার। ফলে তার সেক্রেটারি হতে অসুবিধা হয়নি। বাবার সেক্রেটারি হিসাবে তিন বছর কাজ করেছি। মুম্বাইয়ের কারবার ও সংগঠন সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা দুগালের সেটা ছিল না। ফলে, আমি কাজটা চাওয়া মাত্রই খুশি হয়ে আমাকে নিয়োগ করল।'

BanglaBook.org

'কিভাবে কাজ করো ওর সঙ্গে? তাকে দেখামাত্রই তোমার গা জ্বলে যায় না?'

'জ্বলে। কিন্তু আমি যে ওর মসৃণ আপেলের ভিতরে কীট। একটা বছর অপেক্ষা করেছি সুযোগের জন্য। জানতাম অশোক দুগাল আর কুশাভাউ ঠাকরেকে দমন করতে পারব না অন্যের সাহায্য ছাড়া। এখন একজনকে পেয়েছি। তোমার জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আমার পিতৃহত্যা আর তোমার প্রেমিকা হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারব।'

'তুমি তাহলে বলছ যে কুশাভাউকে অকেজো করে দিলে দুগালের পতন হবে?'

'হ্যাঁ। তবে মাফিয়ার কারবার বন্ধ হবে না। দুগালের জায়গায় আরেকজন বসবে। কুশাভাউয়ের স্থান অন্যে গ্রহণ করবে। সংগঠনকে কেউ অচল করতে পারবে না। তবে আমরা আমাদের দুই শত্রুকে খতম করতে পারব।'

রাজিব ভাবল প্রস্তাবটা নিয়ে। শিবসেনা মাফিয়ার একজনের সাথে মিলে কাজ করার আইডিয়াটা তার ভাল লাগল না। কিন্তু এ ছাড়া কুশাভাউকে খতম করার আর উপায় কি?

'ঠিক আছে। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। প্রথমে কি করতে হবে বলো?'

'প্রথম কাজ কুশাভাউকে খুঁজে বের করা। সে দুগালের সাথে যোগাযোগ রাখে ফোনে। গা ঢাকা দিয়ে আছে। শমসের খান যে অ্যাসিড সংক্রান্ত ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে তা নিশ্চয় ওর কানে গেছে। তবে সে যে বেঁচে আছে, মরেনি, এটা তোমার জানা বলে ভাবতে পারবে না সে। তাই অসতর্ক সে হয়ে উঠতে পারে। ভাড়া করা বাসায় ফিরবে না। অন্য জায়গায় থাকবে। তার সন্ধান পেতে কষ্ট হবে আমাদের।'

BanglaBook.org

'মোটরবোট শিবশক্তিতে গিয়ে আস্তানা গাড়তে পারে না?'

চমকে উঠে নীলম জিজ্ঞেস করল, 'শিবশক্তির কথা কে বলল তোমাকে?'

'কে বলল সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, নীলম।'

'ওখানে থাকবে না সে। শিবশক্তি হচ্ছে স্রেফ টাকা গ্রহণের জায়গা। মাসের পয়লা তারিখে অশোক দুগাল যায় ওখানে, টাকা গ্রহণ করে, তারপরে চলে যায় গোয়ার দিকে। কুশাভাউ মোটরবোটে থাকার লোক নয়। তার দরকার খোলামেলা জায়গা।'

'তার একটা বর্ণনা দিতে পারো?'

মাথা নেড়ে নীলম বলল, 'কখনও দেখিনি। কেবল টেলিফোনে কথা হয়েছে।'

'তার নিশ্চয় কোন মেয়ে বন্ধু আছে?'

'হ্যাঁ। টেলিফোনে কথা বলার সময় দুগাল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল "আসিনা" কেমন আছে। আসিনা হয়তো তার মেয়ে বন্ধু।'

রাজিবের মনে পড়ে গেল সেই পতিতা আসিনা সিং-এর কথা। শমসের খানের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। কুশাভাউয়ের রক্ষিতা হলে ঘাবড়ানো আশ্চর্যের বিষয় নয়। শমসের হয়তো চুরি করে যেত তার কাছে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, ভাবল সে।

'নতুন আড্ডাটা কোথায় হতে যাচ্ছে জানো? পাঠান মাসালা তো নেই। ব্ল্যাকমেলের শিকার যারা তারা টাকা দেবে কোথায়?'

'জানি না, তবে জেনে নেব।'

'ব্ল্যাকমেলের টাকা তোলার জন্য কুশাভাউ নিশ্চয়ই হাজির হবে মাসের পয়লা তারিখে। আট দিন সময় আছে আমাদের হাতে। নতুন আড্ডা কোথায় জেনে নাও।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা, নীলম। দর্শনা রামারামকে কি কারণে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে?'

'জানি না। ওসব জানে কুশাভাউ। অশোক দুগাল জানে না। ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। টাকা পেলেই খুশি।'

'কি বলছ, নীলম? কোটি কোটি টাকা যারা প্রতিমাসে দিয়ে যাচ্ছে তাদের নাম-ধাম, গুপ্ত পাপের কেচ্ছা, কিছু জানে না?'

'কেন জানবে। কুশাভাউয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে সে। একটা বিরাট মাদক-চক্রও চালায়। ওটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ব্ল্যাকমেলের আর খুন-খারাবির কারবারটা কুশাভাউয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে।' হাতের ঘড়ি দেখে নীলম বলল, 'আমি যাই। দুগালের ফেরার সময় হয়েছে।'

বিলটা চুকিয়ে বিদায়ের মুহূর্তে রাজিবের দিকে ফিরে নীলম বলল, 'কুশাভাউকে পেলে মেরে ফেলো না। তাকে আমিই খুন করতে চাই।'

রাত একটায় রাজিব শকুন্তলা রেস্তোরাঁ থেকে ফিরল তার ঘরে। সুভাষ ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু নীলমের দেয়া তথ্যগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে রাজিব জেগে রইল আরও ঘণ্টাখানেক।

পরদিন সকাল দশটায় কফিতে মুখ দিতে দিতে সুভাষকে সে জানাল নীলমের সাথে আলাপের বিবরণ।

'এখন কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

'কুশাভাউকে শায়েস্তা করব। তারপরে দর্শনাকে। তোমাকে লাগিয়ে রাখব দর্শনার পেছনে। সে কি করে, কোথায় যায়, কার সঙ্গে আলাপ করে সব জানতে চাই।'

'তুমি কি করবে?'

'আমি চলে যাব সেই বস্তির ধারে, পুরানো বহুতল বাড়িটাতে।

BanglaBook.org

যেখানে কিরণের খোঁজে গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম পতিতা আসিনা সিংয়ের। কথা বলব দরওয়ানটার সাথে। কুশাভাউ হয়তো সেখানে গিয়ে লুকিয়ে আছে আসিনা সিংয়ের ঘরে। মোটকথা, সে যেখানে থাকুক, তাঁকে খুঁজে বের করব। তুমি লেগে যাও দর্শনার পেছনে,' বলে বিদায় নিল রাজিব।

এগারোটায় সে পৌঁছল বাড়িটার সামনে। একটা গাছের ছায়ায় ঝাড়ুর হাতলে ভর দিয়ে বসে আছে দরওয়ানটা। রাজিবকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ।

'আবার আইছেন? কিরণ মুণ্ডেরে পাওয়া গেছে?' প্রশ্ন করল সে।

'না। আরেকজনকে খুঁজছি। লম্বা, গাট্টাগোট্টা শরীর, চওড়া কাঁধওয়ালা লোক, দেখেছ? আসিনা সিংয়ের কাছে আসে?'

'ওরকম লোক তো কত আসে-যায়,' বলল দরওয়ান।

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ রুপীর একখানা নোট ধরিয়ে দিল রাজিব।

'পরিষ্কার শেভ করা?'

'হ্যাঁ। এখন হয়তো মাথাও কামিয়ে ফেলে।'

'এসেছিল কাল রাতে। আবর্জনা ফেলতে বেরিয়ে তাকে দেখেছি আসতে। কে জানে, হয়তো এখনও আছে।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।' রাজিব পৌঁছে গেল আসিনা সিংয়ের ফ্ল্যাটের সামনে।

দরজায় একটা স্টিকার লাগানো:

।। বিরক্ত করবেন না ।।

রাজিব দরজায় কান পেতে রাখল। খুব অস্পষ্ট স্বরে নারী-পুরুষের আলাপ চলছে ভেতরে। রাজিব নেমে গেল সিঁড়িপথে। একটু দূরে বস্তি ঘেঁষে পার্ক করা রয়েছে তার গাড়ি। গাড়িতে উঠে বসে রইল। অপেক্ষা করবে যতক্ষণ লাগে।

BanglaBook.org

পৌনে ২টায় শেষ হলো তার প্রতীক্ষা। আসিনা সিং বেরিয়ে এল। সাথে যে দীর্ঘাকৃতি শক্ত সমর্থ মুণ্ডিতমস্তক ভয়ঙ্কর গুণ্ডা চেহারার লোকটি, সে কুশাভাউ না হয়ে যায় না।

কয়েক পা যেতেই সামনে রাস্তার পাশে একটা মারুতি। ঝকঝকে লাল। ড্রাইভারের দরজা খুলে কুশাভাউ বসল চালকের আসনে। আসিনা বসল পেছনের সীটে।

ওদের গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজিবও ইঞ্জিন স্টার্ট দিল এবং চলল পিছু পিছু।

এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে কুশাভাউ মোড় নিল জুহুর দিকে। ৪৯, জুহু-তে থামল এক পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁর সামনে। দরওয়ান ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল এবং কুশাভাউ নামতেই স্যালুট ঠুকল তাকে। রাজিব পাশ কাটিয়ে ধীরে ড্রাইভ করে চলে গেল রাস্তার শেষ প্রান্তে। যাবার সময় ড্রাইভিং আয়নায় লক্ষ করল কুশাভাউ আর আসিনা প্রবেশ করছে রেস্তোরাঁয়।

গাড়ি পার্ক করে রেখে রাজিব রাস্তার বিপরীত পাশ দিয়ে হেঁটে ফিরে গেল পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁর কাছাকাছি। একটা ছোট্ট অস্থায়ী ভাজাভুজির দোকান দেখে থামল সেখানে। গরম ডালপুরি খেল। চা খেল পর পর তিন কাপ। কিন্তু সর্বক্ষণ চোখ রাখল বিপরীত দিকের পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁর দরজায়। ঘণ্টাখানেক পরে বেরিয়ে এল আসিনা সিং। পায়ে হেঁটে ফিরে চলল নিজের আস্তানায়। রাজিবও চলল তার গাড়ির দিকে। যেতে যেতে কুশাভাউর গাড়ির নম্বরটা নোট করল। তারপর গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে বের হলো কুশাভাউ। সাথে পাতলা, লম্বা, কালো চশমাধারী এক লোক। পরনে বুক খোলা শার্ট আর জিনস-এর প্যান্ট।

দু'জন উঠল মারুতিতে। রাজিবের সামনে দিয়েই গাড়ি

BanglaBook.org

হাঁকিয়ে গেল ওরা। আবারও রাজিব অনুসরণ করল মারুতিকে।

মালাডে পর্যন্ত গিয়ে ডান দিকে মোড় নিতেই রাজিব পড়ে গেল যানজটে। অসহায়ভাবে বসে বসে অভিশাপ আর গাল দিতে দিতে সে বুঝল যে কুশভাউকে হারিয়ে ফেলেছে। অগত্যা কি আর করা যায়। গাড়ি ঘুরিয়ে চলল বন্দর এলাকার দিকে, শ্যাম কাক্কড়ের লছমী হোটেলে।

কাক্কড় যথারীতি তার বেদিতে। সামনে বীয়ারের টিন।

গাড়ি থেকে নেমেই শ্যামলালের হাতে দু'খানা দশ রুপীর নোট গুঁজে দিয়ে রাজিব বলল, 'দেরি কোরো না। একটা পাতলা লম্বা লোক, কালো চশমা, বুকখোলা শার্ট, জীন্‌স-এর প্যান্ট। বলো, কে?'

'বিষ! বিষ! খাণ্ডেওয়ালজী। নাম অমর ভাণ্ডারী। অশোক দুগালের মোটরবোট সে-ই চালায়।'

'তাকে কোথায় পাব?'

ডানে-বাঁয়ে চোরা দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে কাক্কড় বলল, 'আপনে আমারে মারবেন, খাণ্ডেওয়ালজী। মাদাম কামা রোডের মাঝামাঝি জায়গায় ওর ছোট্ট বাড়ি। মোটরবোট নিয়ে কোথাও ছোটাছুটি না করলে ওই বাড়তেই থাকে।'

'ধন্যবাদ, শ্যামলাল,' বলে বিদায় নিল রাজিব।

চলল মেরিন ড্রাইভ, মানে, নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে মাদাম কামা রোডের দিকে।

অমর ভাণ্ডারীর বাড়িটি ছোট হলেও সুন্দর। চারদিকটা বেশ ফাঁকা। উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটে এবং বাড়ির বারান্দায় ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার কয়েকজনকে দেখা গেল। এরা পাহারা দিচ্ছে। কাকে? রাজিবের ধারণা হলো এখানেই আস্তানা গেড়েছে কুশাভাউ। এখান থেকে বের না হলে ওর কাছে ঘেঁষা যাবে না।

BanglaBook.org

ফিরে আসার পথে এক জায়গায় থেমে সে ফোন করল নীলম আনজারিয়াকে হোটেল অ্যাপোলোতে।

'এক মিনিট, স্যার,' বলল টেলিফোনের মেয়েটি। একটু পরেই নীলম এল লাইনে।

'কে বলছেন, প্লীজ?'

'তোমার অসুবিধা নেই তো কথা বলতে?'

'যা বলবার বলো তাড়াতাড়ি। দুগাল বারান্দায় আছে।'

'দেখা হওয়া সম্ভব?'

'সম্ভব। ছটায়। শকুন্তলা···দুঃখিত, রং নাম্বার,' বলে রিসিভার রেখে দিল সে।

রাজিব বুঝে নিল যে অশোক দুগাল বারান্দা ছেড়ে রুমে এসেছে।

গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ ভাবল রাজিব। তারপর গেল থানায়। বন্ধু ইনস্পেক্টর প্রতাপ শরখেলের কাছে।

শরখেলকে পাওয়া গেল তাঁর টেবিলে। অন্য দুই অফিসার কিসব টাইপ করছে।

'কেমন আছ, শরখেল? খুব ব্যস্ত?' বলল রাজিব একটা চেয়ার টেনে সামনাসামনি বসে।

কড়া পুলিশী দৃষ্টিতে রাজিবকে দেখে নিয়ে শরখেল বলল, 'কাল মাঝরাতের দিকে কোথায় ছিলে বলো তো?'

'তোমার জানা একান্তই দরকার হলে বলতে পারি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ভোজন করছিলাম।'

'কাকে নিয়ে? নাম কি?'

'কি শুরু করলে প্রতাপ? তুমি জানো যে ওরকম প্রশ্ন তুমি করতে পারো না। তাছাড়া, আমি কোথায় ছিলাম তা জানা তোমার দরকার হলো কেন?'

BanglaBook.org

টেবিল থেকে একটা ফিল্ম তুলে নিয়ে সে বলল, 'এইমাত্র এসেছে। গোয়ার পুলিশ জানিয়েছে যে শমসের খানের দেহটা তারা বন্দরের পানি থেকে তুলেছে। মাথার পেছনটায় গুলি করা হয়েছিল।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল রাজিবের দেহের মধ্যে। একটা গেছে, দুটো বাকি: দর্শনা আর কুশাভাউ।

মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে রাজিব বলল, 'এমন কাজ কে করল?'

'তুমি ছাড়া আর যে কেউ, তাই না?'

'সেটাই ঠিক,' বলল রাজিব। 'ওই গরিলাটার মৃত্যুতে ক্ষতি বলা যায় না। আচ্ছা প্রতাপ, আমার জন্য কি খবর আছে? অ্যাসিডের ব্যাপারটা সম্পর্কে আর কিছু তথ্য পাওয়া গেল?'

অন্যদিকে তাকিয়ে প্রতাপ বলল, 'কিছুই পাওয়া যায়নি। দুঃখিত। আমরা যা জানি তা তুমিও জানো।'

'অমর ভাণ্ডারী সম্পর্কে কিছু জানো?'

'অশোক দুগালের প্রমোদ তরী যে চালায়?'

'হ্যাঁ, তার সম্পর্কে।'

'কোন রেকর্ড নেই।'

'প্রতাপ, অ্যাসিডের ব্যাপারটা ছাড়ছি না। অগ্নিকা ছিল আমার পছন্দের মেয়ে। তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলাম। আমি তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছি। প্রকৃত তথ্য কিছু পেলে আসব তোমার কাছে।'

'এসো। কিছু প্রমাণ পেলেই আমরা অ্যাকশনে যাব।'

'ভাণ্ডারীর বিষয়ে কিছু জানো?'

'রাজার হালে চলে। পাহারাদার রাখে। কিন্তু তাকে ধরার মত কিছু পাচ্ছি না।'

'আরেকটা প্রশ্ন, প্রতাপ। কুশাভাউ ঠাকরে কে, কি এবং কি

BanglaBook.org

করে?'

এবার চমকে উঠল প্রতাপ শরখেল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজিবের দিকে চেয়ে বলল, 'ওই হারামজাদার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'আমি নিশ্চিত যে অ্যাসিডটা সে-ই ছুঁড়েছিল। বর্ণনার সাথে তার চেহারা মিলে যায়। তার ভাড়া করা ঘরে শমসেরকে রাখত। ওরা দু'জনে মিলে অগ্নিকাকে শেষ করেছে।'

'প্রমাণ? প্রমাণ আছে?' বলে সামনে ঝুঁকল প্রতাপ শরখেল।

'এখনও নেই, তবে পাব। তখন তুমিও পাবে।'

'দেখো রাজিব,' গম্ভীরভাবে বলল শরখেল, 'কিসের মধ্যে পা দিচ্ছ তা তুমি জানো না। কুশাভাউ সত্যিকারের বিপজ্জনক লোক। অগ্নিকার ব্যাপারে তোমার অনুভূতির কথা জানি। অ্যাসিড স্প্রে করেছিল হয়তো কুশাভাউ। ওসব কাজ সে করে। কিন্তু সে ভীষণ চালাক। কোন প্রমাণ রাখে না। তাকে স্পর্শ করতে তুমি পারবে না। ভুলে যাও কুশাভাউর কথা। শমসের তো মরেছে। তোমার শোধ নেয়া তো হয়েছে বলা যায়।'

'এ শহরের শত শত লোককে যে ব্ল্যাকমেল করা হয় জানো? মাসে কত কোটি রুপী ওরা আদায় করে তা-ও বোধ হয় জানো না।'

'ব্ল্যাকমেলের কারবার সম্পর্কে আমরা জানি, তবে আদায়ের পরিমাণ যে অত বেশি তা জানি না। তুমি জানলে কেমন করে?'

'আমার খবরদাতা আছে, প্রতাপ। এখন শোনো, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ব্ল্যাকমেলের শিকার লোকেরা টাকা শোধ করে। হোমরাচোমরারা টাকা নিয়ে যেত শমসেরের "পাঠান মাসালায়"। চুনোপুঁটিরা যায় দুগালের মোটরবোটে, রাত তিনটার দিকে। তাদের টাকা জমা নেয়া হয় সেখানে। জাহাজঘাটে তখন লোকজন থাকে না, তোমাদের দুই সিপাহি ছাড়া। ওখানে যারা ডিউটি দেয়

BanglaBook.org

তারা দুগালের টাকা খায়।'

'শমসেরের রেস্তোরাঁ তো খতম। এখন ওরা কি করবে?'

'আরেকটা আড্ডা খুলবে। ওটা কোথায় জানাব তোমাকে।'

ক্যাপ খুলে মাথায় হাত বুলাল প্রতাপ শরখেল। বলল, 'আলাপ করা দরকার কর্তাদের সঙ্গে।'

'আমিও চাই তাই করো। মাস পয়লা আসছে সাতদিন পরে,' বলে উঠে দাঁড়াল রাজিব।

'কুশাভাউকে ঘাঁটাতে যেয়ো না। তাকে সামলানো তোমার পক্ষে, এমনকি আমাদের পক্ষেও কঠিন।'

'তোমরা গোটা শিবসেনা মাফিয়া সামলাতে পারবে না জানি। তার জন্য কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লাগবে। কিন্তু ওদের ব্ল্যাকমেল চক্রটা তো ভাঙতে পারো প্রতাপ।'

'একটা সুসংগঠিত ব্ল্যাকমেল চক্র ভাঙা কঠিন কাজ। দুগাল আর কুশাভাউ ওটা চালায়। আমরা জানি। কিন্তু জানাই যথেষ্ট নয়। আমাদের কাছে কোন অভিযোগ আসে না। যার কোন গোপন কলঙ্ক আছে, পাপ আছে, সে তা লুকিয়ে রাখতে চায়। সেজন্য টাকা দিয়ে যায়। সে অভিযোগ করবে কেন? আর অভিযোগ করবেই বা কোন্ সাহসে? গুপ্ত হত্যা থেকে আমরা তাকে বাঁচাব কিভাবে? ব্ল্যাকমেলের শিকার যারা তারা সাহস করে কোর্টে মামলা করলেও বিচার পাবার আগেই লাশ হয়ে যাবে। তাদের লাশ পড়ে থাকবে বন্দরের পানিতে, কিংবা কোন নালা-ডোবায়।'

'এ জন্যই তোমরা হাত-গুটিয়ে বসে রয়েছ?' বলল রাজিব।

'তাই ধরে নিতে পারো।'

ঘরে ফিরল রাজিব। সুভাষ চেট্টিয়ার নেই। সম্ভবত নজর রাখছে দর্শনার ওপর। এ সুযোগে একটু ঘুমিয়ে নিল রাজিব। দেহ এবং

BanglaBook.org

মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিল একটুখানি। পাঁচটায় ধড়মড় করে জেগে উঠে স্নান করল। তাজা হয়ে পোশাক বদলে চলল শকুন্তলা রেস্তোরাঁয়।

রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করল, 'মিস নীলম আনজারিয়া এসেছেন?'

'অপেক্ষা করছেন। আপনি সোজা চলে যান তাঁর টেবিলে।'

নীলমকে পাওয়া গেল সেদিনকার রুমটায়।

'রাজিব! যা বলার জলদি বলো। সময় খুবই কম।'

রাজিব বসল তার মুখোমুখি। নীলম যেন এক চুম্বক। চোখ ফেরানো যায় না তার দিক থেকে।

'কুশাভাউকে দেখেছি। সে কোথায় আস্তানা গেড়েছে তা বোধ হয় আমি জানি।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল নীলমের চোখ দুটো। সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, 'দেখেছ? কিভাবে?'

রাজিব নীলমকে খুলে বলল কুশাভাউকে খুঁজে বের করার কাহিনী। বলল অমর ভাণ্ডারী নামের একজন সহ তাদের বন্দরের দিকে যাত্রা এবং যানজটের সুযোগে হারিয়ে যাবার কথা।

'হ্যাঁ, লোকটা কুশাভাউই বটে। অমর ভাণ্ডারীর সঙ্গে সেই দুর্গের মত সুরক্ষিত বাড়িটাতে থাকে। বাড়িটা অশোক দুগালের। ওই বাড়িতে ঢুকে কুশাভাউর কিছুই করা যাবে না।'

'আমরা অপেক্ষা করব। সে বের হবেই মাঝে-মধ্যে। তখন আমরা অ্যাকশনে যাব।'

'মাসের শেষ দিন অবশ্যই বের হবে। তখন ধরব তাকে,' বলল নীলম কুটিল হাসি হেসে।

'তুমি তো দেখোনি তাকে। দেখেছি আমি। সে বের হলে কি করব, বলো।'

'পাকড়াও করব। তাকে জীবিত অবস্থায় চাই আমি। তড়পিয়ে

BanglaBook.org

ওড়াপিয়ো মারব।'

'দেখো, কুশাভাউকে জাপটে ধরা ার মাকড়সার জাল দিয়ে বাঘপাখি ধরা একই কথা।'

'উপায় একটা হবেই। অশোক দুগাল দিল্লী যাচ্ছে বাল ঠাকরের এক গোপন মিশনে। তিনদিন থাকবে না। বৃহস্পতিবার এখানে দেখা হবে আমাদের,' বলে বিদায় নিল নীলম। যাবার আগে রাজিবের কাঁধে দু'হাত রেখে একটুখানি হাসল, কঠিন ধারাল হাসি।

আট

সুভাষ ফিরল রাত ১০টায়। রাজিব এক গ্লাস হুইস্কি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করছিল।

বৃষ্টি নেমেছে। জানালায় বৃষ্টিপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাজিব দাঁড়াল সুভাষের জন্য একটা গ্লাস ভরার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দরজায় বৃষ্টিভেজা বর্ষাতি গায়ে দাঁড়ানো সুভাষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল।

'কোন কথা বলবে না। ভুনা খিচুড়ি আর আস্ত মুরগী খাব। তারপরে কথা।'

'আরে খাবে তো বুঝলাম। অত তড়পানোর কি আছে,' বলল রাজিব।

'ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি। একটা দোসা খেয়ে আট ঘণ্টা বসেছিলাম বৃষ্টির মধ্যে। কাজেই, কথা একদম চলবে না!'

BanglaBook.org

সুভাষ হচ্ছে সুভাষ। জাত পেটুক। রাজিব বর্ষাতিটা পরল। ঘর লক করে দু'জন মিলে চলে গেল মাঝারি মানের এক রেস্তোরাঁয়—যেখানে ভুনা খিচুড়ি আর ঝাল-মুরগী পাওয়া যায়।

চল্লিশ মিনিট ধরে পেট ভরে খেয়ে ঢেকুর তুলে হাসল সুভাষ। উপোষী উদ্বাস্তুর মত নয়। তার মুখে ফুটে উঠল চুরি করে দুধের হাঁড়ি সাবাড় করা বেড়ালের মুখের পরিতৃপ্ত ভাব।

'বুঝেছি, খাটুনি খুব বেশি গেছে। তা রিপোর্ট করার মত কিছু নেই?'

'এখনও নয়,' বলে এক গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের অর্ডার দিল সুভাষ।

অতিকষ্টে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল রাজিব।

অবশেষে দইটা চেটেপুটে খেয়ে হেলান দিয়ে বসে সুভাষ বলল, 'শোনো রাজিব, না খেয়ে কথা বলার মত অবস্থা ছিল না আমার। সকাল দশটা থেকে নজর রাখছিলাম দর্শনার বাড়ির ওপর। তার কোন চিহ্নই নেই। দুপুরের দিকে বাজারের থলে হাতে বেরিয়ে এল সালমা খান—গাঙ্গুর বৌ। চলে গেল বাজার করতে। মিনিট দশেক পরে দেখা দিল দর্শনা। তখন বৃষ্টি হচ্ছে বেশ জোরে। পরনে জীন্স-এর প্যান্ট আর শার্ট। চোখে গগলস। ভিজে ভিজে হাঁটতে লাগল বাগানময়। আমি যেখানে বসেছিলাম গাড়িটাতে ওটা ছিল লুকানোর জন্য উপযুক্ত জায়গা। পরিষ্কার দেখছিলাম দর্শনা খাঁচায় আবদ্ধ বুনো বেড়ালের মত ঘুরছে বাগানের মধ্যে। কথা বলছে নিজে নিজে। থামছে বারে বারে। হাত মুঠো করে কপালে আঘাত করছে। সুখকর দৃশ্য নয় ওটা। মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুঁড়ছে। আবার হাঁটছে, কথা বলছে নিজের সাথে। পাগলের মত আচরণ করছে। তারপর একসময় ফিরে গেল ঘরে। দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা।

'আমি বসে রইলাম। তারপর সালমা বুড়ি ফিরল বাজার করে।

BanglaBook.org

এর পরে দুই ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। অ্যাকশন শুরু হলো দু'ঘণ্টা পরে। তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল কটেজ থেকে। রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার মত চিৎকার। ছুটে গিয়ে বসার ঘরের জানালা দিয়ে দেখলাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখলাম সালমা খান এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, আর দর্শনা ইয়া বড় একখানা বাঁকা ছোরা নিয়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত পাঠানির ওপর। সালমা খান ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছে দর্শনার সাথে। দর্শনা চিৎকার করে বলছে, 'তুই বেরিয়ে যা। আমি কিরণকে চাই! কিরণ কোথায়? কিরণকে আন্!'

দৃশ্যটা যেন অবিকল কোন হরর ফিল্মের। একদিকে ওই খেপা মেয়েটি, বাঁকা ছোরা হাতে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সামনে সালমা খান—কোণঠাসা হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সামনের দরজায় ছুটে গিয়ে জোরে বেল টিপতে লাগলাম। দর্শনার 'কিরণকে আন্! কিরণ কোথায় বল্' চিৎকার থেমে গেল। মিনিট কয়েক পরে দরজা খুলল। সালমা খানের ঘর্মাক্ত মুখ দেখা গেল দরজায়।

"মাফ করবেন, আমি ফিল্ম ফেয়ার পত্রিকা থেকে এসেছি…মিস দর্শনার…" আর কিছু বলার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল আমার মুখের ওপর। দুই-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার গেলাম বসার ঘরের জানালায়। দর্শনা বসে আছে চেয়ারে। দু'হাতে কিল মারছে কপালে। ছোরা পড়ে আছে ফ্লোরে। সালমা খান এসে ওটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে রেখে এল। খপ্ করে ধরল দর্শনাকে। কষে এক চড় লাগাল দর্শনার মুখে। এক চড়েই যেন জ্ঞান হারাল দর্শনা। সালমা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে গেল ভেতরের ঘরে। আমি গাড়িতে ফিরে গিয়ে বসে রইলাম। তারপরে আর কিছু ঘটেনি। এই হচ্ছে আমার রিপোর্ট। দর্শনা মেয়েটি বদ্ধ পাগল। ওকে পাগলা গারদে রাখা উচিত।'

BanglaBook.org

'ভাইয়ের জন্য চেঁচাচ্ছিল, না?'

'হ্যাঁ।'

'গাঙ্গু খান বলেছিল ভাই চলে যাবার পরে মরার মত হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। কি হয়েছে ওর ভাইয়ের? কোথায় আছে সে? আমার সব সময় মনে হয়েছে সব রহস্যের চাবিকাঠি হলো কিরণ,' বলল রাজিব।

'ঠিক আছে। এখন কি করার আছে, বলো।'

'তুমি আবার যাও দর্শনার ওখানে। আমি যাচ্ছি মিসেস উর্মিলা রামারামের কাছে। তারপরে কথা বলতে হবে সালমা খান আর গাঙ্গু খানের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, বলছ যখন যাচ্ছি। কিন্তু দর্শনার কটেজ কি আমি গোটা রাত পাহারা দেব?' জানতে চাইল সুভাষ।

'আরে যাও না। কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করো। মিসেস রামারামের সাথে কথা বলেই আসছি তোমার কাছে,' বলল রাজিব।

রামারামদের বাড়ি অন্ধকার। আলো দেখা যাচ্ছে কেবল গাঙ্গু খানের ঘরে।

স্পষ্টত, মিসেস রামারাম বাইরে। যাবে কি যাবে না ভেবে একটু দেরি করল রাজিব। শেষে স্থির করল যে গাঙ্গু খানের সঙ্গে কথা বলবে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। মিসেস রামারাম সহসা ফিরতেও পারেন ভেবে বেল টিপল সে। চারবার বেল টেপার পর দরজা খুলল।

বাইরে মুখ বাড়িয়ে গাঙ্গু বলল, 'গোয়েন্দা ভদ্রলোক না? আমার মনিব ঘরে নেই।'

'আমি তোমার সঙ্গেই কথা বলতে চাই,' বলে প্রায় জোর করেই রাজিব ভেতরে প্রবেশ করল।

থপ থপ করে গাঙ্গু চলল তার রুমের দিকে। হাঁটার ভঙ্গি

BanglaBook.org

দেখেই রাজিব আন্দাজ করল গাঁজা সমানে টানছে।

রুমে ঢুকে ধপাস করে গাঙ্গু বসে পড়ল চেয়ারে। দুই হাত কোলের ওপর রেখে তাকাল রাজিবের দিকে।

'শমসেরের খবর পেয়েছ?'

'পেয়েছি, খাণ্ডেওয়াল সাহেব। তাকে আমি বারবার হুঁশিয়ার করেছি। শোনেনি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, মনে করত তার বড় মুরুব্বী আছে। আল্লাহ তারে শান্তি দিক।'

'তুমি আমাকে বলেছিলে কিরণ আর দর্শনা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল?'

'ভাইকে খুব ভালবাসত দর্শনা। চোখের আড়াল করত না। কিরণ যতক্ষণ তার ঘরে গীটার বাজাত ততক্ষণ বাইরে সিঁড়ির ওপর বসে দর্শনা শুনত। ভাই খাচ্ছে কিনা সময়মত, সেদিকে খেয়াল রাখত। বাপ বিরূপ ছিল কিরণের ওপর। মা ছিল উদাসীন। ছোট বোন হয়েও দর্শনা মায়ের ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করত। কিরণ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় মাথা একেবারে বিগড়ে যায় দর্শনার। আমার বৌ ছাড়া আর কেউ সামলাতে পারে না তাকে।'

'দেখো, আমার একটা তত্ত্ব আছে: মি. গণপত রামারাম ছেলের জীবন দুর্বিষহ করে দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে। তখন দর্শনার যা মানসিক অবস্থা দাঁড়ায় তাতে সে কি এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না যে বাপ মরে গেলে কিরণ ফিরে আসবে?'

'দর্শনার মনে তখন কি ভাব জেগেছিল তা জানি না।'

'আমার ধারণা দর্শনা গায়ে পড়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। ঝগড়ার ফলে উত্তেজিত হয়ে পড়ায় মি. রামারামের হার্ট অ্যাটাক হয়। ওই অবস্থায় দর্শনা তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মাথায় আঘাত লাগায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।'

গাঙ্গ খান জবাব দিল না। নিশ্চল বসে রইল শূন্যের দিকে দৃষ্টি

BanglaBook.org

মেলে।

'কি বললাম শুনেছ তো খান। আমার ধারণা, দর্শনাই তার বাবাকে খুন করেছে যাতে তার ভাই বাড়িতে ফিরে আস্‌তে পারে। আমার বিশ্বাস, কেউ এটা দেখেছে এবং তাকে এটা নিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে। এ জন্যই সে ব্ল্যাকমেলকারীকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। গাঙ্গু খান, টাকাটা সে দিয়ে যাচ্ছে তোমার ছেলের মাধ্যমে।'

একটা ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে গাঙ্গু খান বলল, 'আপনার ধারণা ভুল, হুজুর। হ্যাঁ, তুমুল ঝগড়া হয়েছিল বাপ-মেয়েতে। কিন্তু গণপতজী পড়ে যাবার আগেই দর্শনা ওখান থেকে চলে গিয়েছিল। ঝগড়ার আওয়াজ শুনে আমি ছুটে যাই। দেখি যে ঘরে আর কেউ নেই। গণপতজী তাঁর টেবিল থেকে ট্যাবলেট নেয়ার চেষ্টা করছেন। হৃদরোগের আক্রমণের সময় ওই ট্যাবলেট খেতেন তিনি। ট্যাবলেট আমি খুঁজে পাই। পেয়ে সরিয়ে ফেলি। তিনি পড়ে যান। পড়ার সময় টেবিলে মাথা লাগে। তাঁকে না ছুঁয়ে আমি বাইরে যাই। আবার ফিরে এসে দেখি তিনি মারা গেছেন। এইভাবেই তাঁকে আমি মেরে ফেলি।'

'গাঙ্গু, তুমি কি বলছ তা জানো তো? মি. রামারামকে তুমিই হত্যা করেছ?'

'জ্বি হ্যাঁ। আমি তাঁকে হত্যা করেছি বললাম এজন্য যে তাঁকে আমি মরতে দিয়েছি।'

'কেন এমন কাজ করলে?'

আগের মতই স্থির বসে থেকে শূন্যের দিকে দৃষ্টি মেলে খান বলল, 'সে এক লম্বা কাহিনী, সাহেব। প্রায় তিরিশ বছর কাজ করছি এখানে। উর্মিলাজীর সাথে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে এসেছি তাঁদের বিয়ের পরে। ভাল বাবুর্চি ছিলাম। সাহেবী খানা পাকাতাম। গণপতজী খুশি ছিলেন আমার ওপর। গোলমাল শুরু হলো আমার

BanglaBook.org

ছেলের জন্মের পর থেকে। এক সময় আমার অনুরোধে গণপতজী শমসেরকে বাগানের কাজ দেন। বেতনও একটা স্থির করে দেন। বাগানের কাজ সে মন দিয়েই করতে থাকে। তারপর দর্শনা শুরু করে পাগলামি। ওর বয়স তখন মাত্র ১৩। শমসেরের ২১। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে ওঠে। উর্মিলাজী টের পেয়ে যান। শমসেরকে বের করে দেয়া হয় বাড়ি থেকে। তারপরে সে পড়ে যায় পুলিশের নজরে। জেল খাটে ছ'মাস।'

কিছুক্ষণ দম নেয় গাঙ্গু খান। তারপর আবার শুরু করে, 'ছেলেকে নিয়ে বৌয়ের সঙ্গে শুরু হয় আমার নিত্য ঝগড়া। মনের দুঃখে গাঁজা ধরি। মাঝে মাঝে বাইরে গেলে মদও খাই। একদিন গণপতজী আমাকে ডেকে বলেন যে এত বছর তাঁদের সেবা করছি বলে তিনি খুশি হয়ে তাঁর উইলে আমাকে ৫০ হাজার টাকা দেয়ার ব্যবস্থা রাখবেন। অঙ্কটা আপনার কাছে কিছু না, কিন্তু আমার কাছে বিরাট। একদিকে শমসেরের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে তার জন্য আমার দুশ্চিন্তা এবং গাঁজার নেশা। একদিন টের পেয়ে যান মালিক। বলেন মাস শেষে বিদায় করে দেবেন। উইল থেকেও কেটে দেবেন আমার নাম। ওটা ছিল এক কঠিন আঘাত। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। গণপতজী কঠোর লোক।... তারপর শমসের এসে আমার কাছে টাকা চায়। বলে, বন্দরে পাঠান রেস্তোরাঁ খুলবে। আমি তাকে বললাম কিছুদিন সবুর করতে। ভাবলাম, গণপতজী যদি উইল বদলানোর আগে মারা যান তবে চাকরি থাকবে, উইলের টাকাও পাব। শমসেরও টাকা পাবে। এই সময় দর্শনার সঙ্গে মনিবের ঝগড়াটা হলো। ঝগড়ার পরে কিভাবে তিনি মারা গেলেন সেটা তো বলেছি আপনাকে। দর্শনা এখানে কাজ করেছে আজরাইলের হাতের মত। না জেনে বাপের হার্টফেল ঘটিয়েছে। আমি আমার চাকরি বাঁচিয়েছি, টাকাও পেয়েছি। কিন্তু

BanglaBook.org

কি লাভ হলো? শমসের তো নেই! আমারও এখন একমাত্র ইচ্ছা মরে যাওয়া। পাঠানের বাচ্চা হয়ে এত বড় বেঈমানি করলাম মণিবের সাথে। আমার আর বাঁচার অধিকার নেই!'

আর শোনার ইচ্ছা হলো না রাজিবের। উঠে দাঁড়াল সে। দুঃখ হলো এই বিধ্বস্ত এবং মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া বুড়ো মানুষটার জন্য।

'দেখো খান, গণপত রামারামের মৃত্যু নিয়ে কোন প্রশ্ন কেউ তোলেনি! পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলেছিল হার্ট-অ্যাটাকজনিত পতন এবং টেবিলের কোণা মাথায় লাগার দরুন মৃত্যু। ওটাই মেনে নিয়েছে সবাই। তুমি যা বললে আমাকে, তা ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছি। যাই, খান। আর বিরক্ত করব না তোমাকে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল গাঙ্গু খান। সেই অবস্থায় বিদায় নিল রাজিব। হালকা বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে গিয়ে উঠল পার্ক করা গাড়িতে।

পানিভরা মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। নিচে মুম্বাই শহরের আলোর মালা রচনা করেছে এক অপূর্ব রংধনু। রাজপথে ধাবমান অগণিত যানবাহনের চোখধাঁধানো হেডলাইট। তারিমধ্যে গাড়িতে বসে রাজিব ভাবতে লাগল গাঙ্গু খানের কথা। চরম অপদার্থ ছেলের কি স্নেহপ্রবণ পিতা! যাকগে, এখন সুভাষ কি করছে বা করেছে খবর নেয়া দরকার। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দে থমকে গেল সে। দেখল, একটা অ্যাম্বুলেন্স পেছনে আরেকটি গাড়ি মোড় নিল দর্শনার কটেজের দিকে। রাজিব জানে সুভাষ আছে ওখানে। কাজেই সে না নড়ে স্থির বসে রইল। চল্লিশ মিনিট পরে মিসেস রামারামের গাড়িও গেল সেই গলিপথে। আবার প্রতীক্ষা। আরও আধঘণ্টা কাটল রাজিবের অসহ্য নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে। তারপর আবার বেজে উঠল সাইরেন। অ্যাম্বুলেন্স এবং পেছনের সেই গাড়িটি ধীরগতিতে চলে গেল শহরের দিকে। এর মিনিট দশেক

BanglaBook.org

পরে মিসেস রামারামের গাড়িও ফিরে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

এবার ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে প্রবেশ করল গলিতে। গেট-এর কাছে গিয়ে হেডলাইট জ্বালিয়ে সঙ্কেত দিল সুভাষকে। ছুটে এল সুভাষ। দরজা খুলে বসে পড়ল পেছনের সীটে।

'ঘটনা কি, বলো সুভাষ।'

'ঘটনা সব দেখেছি বসার ঘরের জানালা দিয়ে। দারুণ ঘটনা! সালমা খান বসে ভাবছিল কি করবে। একটু পরে দেখলাম বসার ঘরের দরজা খুলে গেল আস্তে আস্তে। দেখা দিল দর্শনা রামারাম। হাতে কিচেনের বঁটি। পা টিপে টিপে এগুতে লাগল সালমার দিকে। হিংস্র পাগল মূর্তি দর্শনার। ভয় পেয়ে গেলাম তার ওই মূর্তি দেখে। জানালা ভেঙে সালমা খানকে সাবধান করতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সে বিপদ টের পেল। সালমা খানকে তো দেখেছ, জাপানী কুস্তিগিরের মত শরীর। ওই শরীরে যা দেখাল! উঠে দাঁড়াল তড়াক করে। দর্শনা হাতের কাছে আসতেই এক থাপ্পড়ে ফেলে দিল ছুরিটা। এমন এক চড় মারল যাতে দর্শনা ছিটকে পড়ল রুমের শেষ প্রান্তে। খপ্ করে ধরল তাকে। শূন্যে তুলে নিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

'মিনিট দশেক পরে এসে টেলিফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করল। বুঝলাম, সে কারও কাছে সহায়তা চাচ্ছে। সহায়তার জরুরী দরকার তার। তারপর শুরু হলো দর্শনার চিৎকার। সালমা খান বোধ হয় বেঁধে রেখে এসেছে। সে চিৎকার করছে কিরণকে ডেকে ডেকে। কুড়ি মিনিট পরে অ্যাম্বুলেন্স...'

'জানি। দেখেছি ওদের আসতে। তারপরে কি ঘটেছে বলো।'

'ওরা দর্শনাকে স্ট্রেচারে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেল। তারপরে মিসেস রামারাম এলেন। ডাক্তার দু'জনের সঙ্গে কথা বললেন। ওরা বিদায় নিল। এ সময়টায় সালমা খান দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

শুনছিল নীরবে। মিসেস রামারাম কিসব বলতে লাগলেন তাকে। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছিল কথাগুলো মোটেও শ্রুতিসুখকর ছিল না। কথা শেষ করে হ্যান্ডব্যাগ খুলে পাঁচশো রুপীর বিশখানা নোট গুনে নিয়ে টেবিলে ছুঁড়ে ফেললেন। আমার ধারণা, মিসেস রামারাম সালমা খানকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নিতে বলেছেন।'

'ঠিক আছে, সুভাষ। একটু অপেক্ষা করো। আমার মনে হয় সালমা খানের সঙ্গে কথা বলার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ।'

গাড়ি থেকে নেমে রাজিব কটেজের দরজার বেল টিপল। তারপর দেখল দরজা খোলা। বসার ঘরে ফ্লোরে বসে আছে সালমা খান। রাজিবের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'কি চান আপনি?' রাগ, বিদ্বেষ, কৌতূহল কিছুই নেই তার কণ্ঠস্বরে।

'মিসেস রামরাম তোমাকে চলে যেতে বলেছেন, তাই না?'

'জ্বি। আমি চলে যাব। গেলে আমার হাড় জুড়াবে। আমি চলে যাব আপনজনদের কাছে।'

'শুনে খুশি হলাম। যাবার আগে এই রামারামদের ব্যাপারে কিছু বলবে আমাকে?'

'হ্যাঁ, বলব। যাবার আগে কারও কাছে কিছু কথা বলে যেতে চাই। নইলে কথাগুলো চেপে থাকবে আমার বুকের ওপর। আমার চার ভাই, তিন বোন। বড় পরিবার। আমি গেলে সবাই খুশি হবে। অনেক বছর আগেই চলে যেতাম। পারিনি দর্শনা মেয়েটার জন্য। জন্মের পর থেকে আমিই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। জানতাম মাথাটা একটু খারাপ। ওর জন্য অনেক করেছি। সব করেছি। সে-ও ভালবাসত আমাকে। মা-টিতো মানুষ না। খালি টাকা চেনে, আর চেনে পুরুষ। সাহেব থাকতেও যেমন, এখনও তেমনি। কোনদিন কিছুই করেনি মেয়েটার জন্য। দর্শনা ছিল

BanglaBook.org

ভাইয়ের বড় ভক্ত। ভাইয়ের গায়ে প্রায় লেপ্টে থাকত। কিন্তু কিরণ বড় হয়ে উঠল। বাইরে বেরুতে লাগল। ছোট বোনকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকা তো সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তাছাড়া, কিরণের ছিল গীটার বাতিক। সারাক্ষণ থাকত গীটার নিয়ে। তারপর বাপ-পুতে ঝগড়া। কিরণ বাড়ি ছাড়ল। যাবার সময় ছোট বোনটাকে একটু বলেও গেল না। এতে দারুণ আঘাত পেল দর্শনা। তার পর থেকে পাগলামি তার বাড়তে লাগল দিনের পর দিন। তাকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠল আমার পক্ষে। তারপরে মনিবজী মারা গেলেন হঠাৎ। দর্শনাকে দিয়ে গেলেন অঢেল টাকা, আর এই বাড়িটা। দর্শনা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে এই বাড়িতে। মা-কে এত ঘৃণা করে যে একদিনও থাকতে চায়নি মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে। কিছুই করত না মেয়েটা। সারাদিন বসে থাকত চেয়ারে। একদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করত একা একা। আমি একটা ভুল করেছি। ওর মা-কে বলে ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল ওই সময়। কিন্তু মনিবকে পছন্দ করতাম না। তাই বলিনি তাঁকে। আর তিনি তো কোনদিন খোঁজও নেননি মেয়েটা কেমন আছে, কি করছে। আমি চেষ্টা করেছি। নানা কাজে ব্যস্ত রেখে ওর পাগলামির ঝোঁক সারাতে পারব আশা করেছি। তারপর নিজেই ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করব ভাবছিলাম। এই সময় এসে হানা দিল এক লোক।'

থামল সালমা খান। ঘাম মুছল কপালের। 'ঘণ্টি বাজায়নি লোকটা। স্রেফ ঢুকে পড়ে। আমি রান্নাঘরে ছিলাম। লোকটার মাথা ছিল ন্যাড়া। মুখটা শয়তানের। শুনলাম সে দর্শনাকে বলছে কিরণ কোথায় আছে তা সে জানে। দর্শনা একদম বদলে যায়। আনন্দে প্রায় নেচে ওঠে। জিজ্ঞেস করে কোথায় কিরণ। লোকটা বলে, কিরণ কোথায় আছে তা কাউকে জানাতে চায় না। তবে ভাল আছে। ভাল রোজগার করছে। বোনকে স্নেহ জানিয়েছে। তারপর

BanglaBook.org

আসল কথা পাড়ল। বলল, কিরণ তার হেফাজতে আছে। 'তবে বিনা পয়সায় আমি কাউকে রক্ষা করি না। তুমি প্রতি মাসের পয়লা তারিখে শমসের খানের 'পাঠান মাসালা' রেস্তোরাঁয় গিয়ে এক লাখ টাকা দিয়ে আসবে। যত দিন এটাকা দিয়ে যাবে ততদিন তোমার ভাইকে রক্ষা করা হবে। না দিলে, হাতুড়ি দিয়ে কেউ থেঁতলে দেবে তোমার ভায়ের হাত। সে আর গীটার বাজাতে পারবে না।'

সালমা খান আবার থামল মুখ আর কপালের ঘাম মোছার জন্য। তার পর আবার বলে গেল: 'এটা মাস দশেক আগের ঘটনা। দর্শনা রাজি হলো টাকা দিতে। বুঝলাম, আমার পেটের সন্তান শমসের ওই লোকটার কবজায়। তার মউত কামনা করলাম আল্লাহর দরবারে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম দর্শনাকে। শুনল না। হুঁশিয়ার করলাম লোকটা ধোঁকাবাজ বলে। বললাম, কিরণ কোথায় আছে তা লোকটার জানার কথা নয়। 'না ওরা কিরণের হাত ভেঙে দেবে' বলে চেঁচাতে লাগল দর্শনা। প্রতি মাসে টাকা তুলে দিয়ে আসতে থাকে আমার বেঈমান হারামী ছেলের হাতে। টাকা দেয়া শুরু হবার পর থেকে দর্শনা শান্ত হয়ে যায়। মনে হয়, টাকা দিয়ে সে শান্তি পায়। ভাবে, ভাইয়ের হাত সে রক্ষা করছে।

'এর পরে ন্যাড়ামাথা সেই লোকটা আবার আসে। আমি রান্নাঘরের দরজার ফাঁকে কান পেতে শুনতে থাকি। সে বলে, পনেরো লাখ টাকা দিয়ে সে কিরণের সাথে দর্শনার দেখা করিয়ে দেবে। তারপরে আপনি আসেন। দর্শনাকে বলেন যে আপনি ওর ভাইকে খুঁজছেন যেহেতু সে ত্রিশ লাখ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছে। আপনি আরও বলেন যে টাকা মুম্বাই সিটি ব্যাংকে আছে। কিরণ গেলেই ব্যাংক তাকে টাকা দিয়ে দেবে। দর্শনা ভাবল ওই ত্রিশ লাখ টাকা তার দরকার। অর্ধেক টাকা ন্যাড়া মাথা লোকটাকে দিয়ে কিরণের সাথে দেখা করবে। পাগলা মাথায় ফন্দী আঁটল

BanglaBook.org

কাউকে কিরণ সাজিয়ে টাকা তুলবে ব্যাংক থেকে। কিরণ সাজাবার মত লোকের খোঁজে গেল আমার হারামী ছেলে শমসেরের কাছে আপনি তো জানেন এর পরে কি ঘটেছে। দর্শনা যখন ফিরে আসে ব্যাংক থেকে, তখন ওর কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! যেন এক হিংস্র জানোয়ার। ভয় পেয়ে বসে রইলাম রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে। অনবরত চেঁচাতে লাগল সে: 'ওই হারামজাদাকে শিক্ষা দেব আমি। তার নিশ্চয়ই বউ বা মেয়েবন্ধু আছে। শমসেরের সঙ্গে কথা বলব। শেষ করে দেব...'

'গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরে আসল তিন-চার ঘণ্টা পরে। তখন সে অনেক শান্ত। বলল, "ব্যাটাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" কি বলছে, কাকে শায়েস্তা করবে, কিছুই বুঝিনি। পরে শুনেছি অ্যাসিড-ছোঁড়ার ঘটনা। আমি বড় দুঃখিত, সাহেব। কিন্তু মেয়েটার মাথা খারাপ।'

'এখন দর্শনার কি হতে যাচ্ছে?'

'ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা বলে, ক্লিনিক। উর্মিলাজীর সঙ্গে ডাক্তার দু'জনের কথা শুনেছি। তারা বলেছে দর্শনা আর ভাল হবে না। ভাল হবার আর কোন আশাই নেই। ঘুমের অষুধ খাইয়ে আটক করে রাখতে হবে। উর্মিলাজী তাতে সম্মতি দিয়েছেন। মেয়েটাকে এখন মরাই বলা যায়।'

বেরিয়ে এল রাজিব দর্শনার বাড়ি থেকে। মেঘে ঢাকা আকাশতলে বৃষ্টিস্নাত বাগানে দাঁড়াল মিনিট কয়েক। শমসের খান মৃত, দর্শনা রামারাম পাগলাগারদে। দু'জন শেষ, একজন বাকি— কুশাভাউ ঠাকরে।

ওই ন্যাড়া শয়তানকে খতম করার আগে শান্তি পাবে না রাজিব। তাকে শেষ করার পরে প্রতিহিংসার যে আগুন জ্বলছে তার বুকের মধ্যে সেটা নির্বাপিত হবে।

BanglaBook.org

অপেক্ষারত সুভাষকে নিয়ে ফিরল তার ফ্ল্যাটে। কফি খেতে খেতে সুভাষকে জানাল সব কথা। দর্শনার, কিরণের আর কুশাভাউ-এর বৃত্তান্ত। শুধু গাঙ্গু খান গণপত রামারামের মৃত্যু সম্পর্কে যা বলেছে সেটা গোপন রাখল। কারণ, সে কথা দিয়েছে।

'আগামী কাল দেখা করব নীলম আনজারিয়ার সাথে। আমার একমাত্র ইচ্ছা কুশাভাউকে শায়েস্তা করা। এখন আমি ঘুমাব।'

তিনটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল রাজিব।

পরদিন তার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সুভাষের তৈরি ভারী ব্রেকফাস্ট শেষ করল। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'রাজিব খাণ্ডেওয়াল,' বলল সে।

'আমি শিবরাম। লছমী হোটেল। কাক্কড়জী দেখা করবার চান। তাইনে বইয়া থাকবো আপনের লাইগ্যা।'

'আসছি,' বলে রাজিব নামিয়ে রাখল রিসিভার।

সুভাষকে বলল শ্যাম কাক্কড়ের কাছে যাচ্ছে।

'আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' বলল সুভাষ। 'তুমি কথা বলবে ওর সঙ্গে, আমি গাড়িতে বসে অপেক্ষা করব।'

তাই হলো। দু'জন চলে গেল বন্দর এলাকায় লছমী হোটেলে। সুভাষকে অপেক্ষায় রেখে রাজিব ঢুকল ভিতরে। শ্যাম কাক্কড় যথারীতি কোণার বিশেষ টেবিলে বসে ভোজনরত। তার বিপরীত দিকের চেয়ারে রাজিব বসতেই কাক্কড় বলল, 'খাইবেন কিছু?'

রাজিব বলল খাবে না। ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছে। কিন্তু তার বীয়ার কই?

'শিবা কানা হয়া গ্যাছে। দ্যাখে না যে আমার সামনে বীয়ার নাই।'

রাজিবের ইঙ্গিতে শিবরাম বীয়ার এবং আরও এক প্লেট খাবার এনে রাখল তার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গরীয় মুখে পর পর তিনটি

BanglaBook.org

গরম পাকৌড়া নিক্ষেপ করে প্রায় আস্ত গিলে ফেলল শ্যাম কাক্কড়।

'খাণ্ডেওয়ালজী, আমি মাটিতে কান পাইত্যা রাখি। পশ্ন করি না। খালি হুনি। আপনে কিরণ মুণ্ডের খবর জানবার চাইছিলেন। অহনো জানবার চান?' বলল কাক্কড়।

'অবশ্যই চাই।'

ঢক ঢক করে আধ মগ বীয়ার গিলে সে বলল, 'পমোদ সরাভাইয়ের কাছে চইল্যা যান। মাদকের কারবার করতো। মাফিয়া হ্যার ব্যবসা কাইড়া নিছে। সরাভাই নাকি কিরণের দোস্ত আছিল। সরাভাই অহন অভাবে আছে। তার সামনে কিছু ট্যাকাকড়ি রাখেন। কিরণের কি অইছে কয়া দিব। তারে পাইবেন জালুয়া বস্তির শেষ সীমানার পাকা একতলা বাড়ির ১০ নম্বর কামরায়।'

'ধন্যবাদ, শ্যামলাল,' বলে ব্যাগ খুলে তাকে টাকা দিতে গেল রাজিব। কিন্তু টাকা নিল না সে।

বলল, 'আপনেরে বন্ধু মনে করি। আপনের থাইক্যা আর ট্যাকা নিমু না।'

রাজিব ফিরে গেল অপেক্ষমাণ সুভাষের কাছে। বলল সব কথা।

'জেলে বস্তির শেষ প্রান্তে? সেই পর্তুগীজদের জীর্ণ লম্বা ব্যারাকের মত বাড়িটায়? ওটাতে এখনও মানুষ থাকে? বস্তিসুদ্ধ ওই বাড়িটা তো কবেই ভেঙে ফেলার কথা।'

'তুমি এতসব জানো কিভাবে?'

সুভাষ হেসে জবাব দিল, 'দেখো, মাটিতে কেবল শ্যাম কাক্কড়ই কান পেতে থাকে না। চলো যাই।'

সাগর তীর ধরে ড্রাইভ করে ওরা চলে গেল জেলে বস্তির কাছে। গাড়ি রেখে নামল।

'আমি আছি তোমার পেছনে। তুমি চলে যাও। ওই দেখা যাচ্ছে ব্যারাকের মত লম্বা বাড়িটা।'

BanglaBook.org

এমন নোংরা, নিকৃষ্ট, দুর্গন্ধ, আবর্জনা পরিপূর্ণ বস্তি রাজিব আর কখনও দেখেনি। অতি কষ্টে বমি চেপে ওরা গিয়ে দাঁড়াল ১০ নম্বর ঘরের সামনে। দরজাটা বন্ধ।

রাজিব টোকা দিল দরজায় পর পর তিনবার। দরজা খুলল না, কেউ সাড়াও দিল না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে সে ধাক্কা দিল। এবার ক্যাঁক করে খুলে গেল দরজা।

ভয়ানক দুরবস্থা রুমটির। মাঝখানে একটা খালি প্যাকিং বাক্স। ওটার ওপর এবং মেঝেতে ছড়ানো পুরানো খবরের কাগজ, কবেকার উচ্ছিষ্ট খাবার, সিগারেটের পোড়া টুকরো ইত্যাদি। বসার টুল, সস্তা কাঠের একটা খাট। বহুদিন এ ঘরে কেউ ঝাড়ু দেয়নি।

খাটে অতি নোংরা বিছানায় শুয়ে আছে বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এক লোক। পরনে ছেঁড়া ময়লা জিনস-এর প্যান্ট। কাছে যেতেই তার গা থেকে বোটকা দুর্গন্ধ এসে আঘাত হানল রাজিবের নাকে। লোকটার শরীর কঙ্কালসার। মনে হলো ঘুমন্ত।

স্পর্শ করতে ঘৃণা হলেও বাহু ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে পুলিশী ঢং-এ রাজিব হাঁক দিল, 'এ্যাই সরাভাই! ওঠো!'

চোখদুটো খুলে গেল লোকটার। দেখল সে রাজিবকে। তারপর কাঠির মত পা দুটো নামাল মেঝের ওপর।

'কে তুমি?' প্রশ্ন করল সে ফ্যাঁসফেঁসে গলায়। এখন সে পুরোপুরি উপবিষ্ট।

'আমি কিছু পয়সা ওড়াতে চাই,' বলল রাজিব। মানিব্যাগ থেকে দুটো একশো রুপীর নোট বের করে দেখাল লোকটাকে। বলল, 'কিছু তথ্য চাই তোমার কাছ থেকে।'

নোট দুটো দেখে লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ।

'আহা, টাকার বড় দরকার আমার!' বলল লোকটা।

'আমার দরকার তথ্য, খবর।'

BanglaBook.org

'কি খবর?'

'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না যে তোমার হুঁশ-জ্ঞান আছে। তুমি সুস্থ আছ? ভাবনাচিন্তা করতে পারো ঠিকমত?'

নোংরা মেঝেতে দৃষ্টি রেখে নীরবে বসে রইল লোকটা মিনিট কয়েক। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে বলল, 'পড়ে পড়ে ঘুমাই। ঘুম ছাড়া আর কিছু করার নেই। প্রত্যেকবার ঘুমাবার আগে ভাবি, এ ঘুম আর ভাঙবে না। তবু জেগে উঠি। দেখি, এই জঘন্য নোংরা গর্তের মধ্যে পড়ে আছি। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার সাহস নেই। অথচ কি হবে আমার, জানি না। কোথায় যাব জানি না। এ আস্তানাটাও ভেঙে ফেলবে ওরা।'

'সরাভাই, যা জানতে চাই জানাও। তোমাকে এই নোট দু'টি, না—আরও একটি দেব।'

'কি জানতে চাও? তুমি পুলিশ নও তো?'

'না, পুলিশ নই। আমি কিরণ মুণ্ডেকে খুঁজছি।'

মাথার জট বাঁধা চুলে আঙুল দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে সরাভাই প্রশ্ন করল, 'কেন খুঁজছ?'

'কেন খুঁজছি তা জেনে তোমার কোন কাজ হবে না। আমি তোমাকে তিনশো রুপী দিতে চাচ্ছি এই শর্তে যে তার সম্পর্কে যা জানো তা আমাকে বলবে এবং কোথায় ওকে পাব তা জানাবে।'

'তিনশো রুপী ঠিকই দেবে তো? সব জেনে নিয়ে আমার মুখে থুথু ছিটিয়ে নোটগুলো ব্যাগে ভরে চলে গেলে?'

একটা নোট রাজিব ছুঁড়ে দিল তাকে। বলল, 'সরাভাই, বলা শুরু করো। বাকি দুটোও পাবে।'

নোটটায় হাত বুলিয়ে প্রমোদ বলল, 'জানো, তিনদিন ধরে কিছু খাইনি।'

'কিরণের কথা বলো, প্রমোদ। তার পরে খেয়ো পেট ভরে।'

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত বলল সরাভাই। কিরণের সাথে তার দেখা হয় পবন ভার্মার নন্দন ক্লাবে। দু'জনই মাদকাসক্ত। বন্ধুত্ব জমতে দেরি হয়নি। প্রমোদ চেষ্টা করছিল হেরোইনের ব্যবসাটা চাঙ্গা করতে। খদ্দের সংগ্রহে সে সাহায্য চায় কিরণের। কিরণ রাজি হয়। বিকাল বেলায় নিজেই বিক্রি করতে থাকে। কিশোরদের মধ্যে অনেক খদ্দের জুটিয়ে ফেলে কিরণ। তারা কিরণের গীটার বাজনার ভক্ত ছিল। ক্রমে হয়ে পড়তে লাগল হেরোইনের ভক্ত। প্রমোদ এক বুড়ো চীনার মাধ্যমে মাল যোগাড় করত। কিরণ তা বিক্রি করত।

'দু'জনেই টাকা কামাচ্ছিলাম। ভাল ঘরে থাকতাম। কিরণও একটা ভাল ঘর ভাড়া নিয়ে তার বান্ধবীকে নিয়ে ফুর্তি-টুর্তি করা শুরু করেছিল। তার পরেই ঘটল বিনামেঘে বজ্রপাত। একদিন মালের জন্য চীনা মার্কেটে গিয়েই পড়ে গেলাম হারামজাদা কুশাভাউর সামনে। কুশাভাউ কে জানো তো?'

রাজিব বলল, জানে। 'তারপরে কি হলো বলে যাও।'

'কুশাভাউ জানোয়ারটাকে দেখেই আমার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম করল। সে বলল আমার মাদকের কারবার শেষ। বলল, কিরণও যেন বিক্রি বন্ধ করে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলাম। কিরণকে ফোন করে জানালাম। কিরণ বলল ভয় না পেতে। সে আসবে আমার ঘরে। সুটকেস নিয়ে এল কিরণ। দু'জনে আলাপ করলাম। টাকা আয় করেছি, খরচ করেছি দু'হাতে। জমাইনি কেউ। এখন সাপ্লাই শেষ, বিক্রি বন্ধ, আয় শেষ। কিরণ বলল অন্য কারও কাছ থেকে মাল সংগ্রহ করতে। আমি কুশাভাউর কথা অমান্য করার সাহস পেলাম না। কিরণ অন্য এক চীনার কাছ থেকে মাল নিতে লাগল এবং কুশাভাউর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিক্রি করতে লাগল। জানতাম কিছু একটা ঘটবে। সপ্তাহ খানেক পরে ঠিকই ঘটল। সাবধান করেছিলাম কিরণকে। শোনেনি। কুশাভাউ

BanglaBook.org

হাজির হয় দুই খুনীকে নিয়ে আমার ঘরে। কিরণ ছিল আমার সাথে। ওরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি এক লাথি খেয়েই। জ্ঞান ফেরার পরে কুশাভাউ আমাকে বলে যে তার কথা মেনেছি বলে আমাকে খুন করল না। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল তারা। কিরণকেও নিয়ে গেল। ওকে আমি সাবধান করেছিলাম। বলেছিলাম, ওরা মাফিয়া। ওদের সাথে টক্কর দিতে যেয়ো না। তুমি জানতে চাও কিরণ কোথায় গেল? আমার অনুমান হচ্ছে, তার তুলোধুনা করা শরীরটাকে সিমেন্টের ওভারকোট পরিয়ে সাগরের তলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। কিরণকে তারা নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারলাম না। টাকাপয়সাও ছিল না। এই ঘরটায় এসে উঠলাম। খালি পড়ে ছিল। আমি এখন মরবার জন্য অপেক্ষা করছি।'

এই বদমাশটার জন্য কোন দুঃখ বা দয়া অনুভব করল না রাজিব। কচি কিশোরদের যে হেরোইন আসক্ত করে ব্যবসা করেছে তার জন্য কোন শাস্তিই যথেষ্ট নয়।

দু'খানা একশো রুপীর নোট তাকে ছুঁড়ে দিয়ে রাজিব বের হয়ে এল সেই দুর্গন্ধময় ঘর থেকে।

'সবই শুনেছি বাইরে থেকে। রামারামরা যে দুই সন্তান পয়দা করেছিল দু'টিই দেখা গেল খাঁটি রত্ন,' বলল সুভাষ ফেরার পথে।

'পিতামাতা হিসাবে রামারাম দম্পতিই বা কম রত্ন কিসের? অমন আদর্শ পিতামাতা ক'জন দেখেছ?' জবাব দিল রাজিব।

গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ বসে রইল ওরা। সুভাষ বলল, 'ঠিক আছে। শমসের খুন মরেছে। দর্শনা পাগলা গারদে বন্দী। কিরণ মৃত। বাকি রইল কুশাভাউ, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই। এ পর্যন্ত সব ঘটেছে সহজে। কিন্তু কুশাভাউ সহজ হবে না। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে আমার দেখা হবে নীলমের সাথে।

BanglaBook.org

সে কি ব্যবস্থা করেছে জানতে চাইব। আজকের রাত হচ্ছে অ্যাকশনের রাত।'

শকুন্তলা রেস্তোরাঁর রিসেপশনিস্ট উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল, 'মিস আনজারিয়া অপেক্ষা করছেন। সোজা চলে যান।'

তাই গেল রাজিব।

নীলম বসে আছে টেবিলে, দুটো গ্লাস সামনে নিয়ে।

'এসো, রাজ। তোমার গ্লাস ভরে নাও।'

'এখন নয়,' বলল রাজিব, মুখোমুখি বসে। আপাদমস্তক শুভ্র পোশাক। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা ঘন কালো চুল। ডাগর কালো দুই চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক। রাজিবের মনে হলো এমন যৌন আবেদনময়ী এবং শয়তান চেহারার নারী সে আর দেখেনি।

মার্টিনি ভরা গ্লাসে চুমুক দিয়ে নীলম বলল, 'কি বলবে আমাকে বলে ফ্যালো।'

'অশোক দুগালের এমাসের সংগ্রহে লাখ রুপীর ঘাটতি হবে।'

শক্ত ও স্থির হয়ে গেল নীলম। বলল, 'কেন এবং কিভাবে?'

রাজিব তাকে সংক্ষেপে বলল দর্শনার ঘটনা। 'দর্শনার লাখ রুপী আর জমা পড়বে না। তোমাদের লোকরা তো পাগলা গারদে বন্দী, একটা মেয়েকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারবে না,' বলে থামল রাজিব।

চেয়ারে হেলান দিয়ে কঠিন ধাতব শব্দে খুকখুক করে হাসল নীলম।

'এতেই চিৎপটাং হয়ে যাবে অশোক দুগাল। সংগঠন তাকে গুটিয়ে ফেলবে এবং অন্য লোক বসাবে তার জায়গায়।'

'অশোক দুগালের কি হবে-না হবে তাতে আমার কিচ্ছু যায়-আসে না। আমার ভাবনা কুশাভাউ ঠাকরেকে নিয়ে,' বলল রাজিব।

BanglaBook.org

'তা ঠিক,' বলল নীলম। 'আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়ে থেকে আত্মরক্ষা করতে জানে ব্যাটা। এখন তার কিছুই করা যাবে না। দেহরক্ষী ছাড়া চলে না। একটা মাত্র পথ আছে তাকে খতম করার। আমার একটা রিভলভার আছে। ওটা দিয়ে বুলেটে বুলেটে তার নোংরা দেহটা ঝাঁঝরা করে দেব। এটা আমি পারব।'

মাথা নেড়ে রাজিব বলল, 'না। এটা আমার পছন্দ হলো না। তার বডি গার্ডরা তোমাকে ছেড়ে দেবে? তাকে মারতে হয়তো পারবে, কিন্তু বডিগার্ডরা নির্ঘাত শেষ করে দেবে তোমাকে।'

শয়তানের হাসি হেসে বলল নীলম, 'না হে রাজিব। আমাকে স্পর্শ করার হিম্মত তাদের হবে না। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য হয় আমাকে জানে, অথবা আমার সম্বন্ধে শুনেছে। তারা জানে আমি অশোক দুগালের ডান হাত। অশোক দুগাল এখন দিল্লীতে। ফিরবে আগামী কাল রাতে। এসে যখন শুনবে আমি কুশাভাউকে মেরে ফেলেছি তখন হুকুম দেবে আমাকে হত্যা করার। ততক্ষণে আমি চলে যাব তার নাগালের অনেক বাইরে। আমি ইতোমধ্যেই সব বাঁধাছাঁদা করে ফেলেছি। কুশাভাউকে খতম করেই দেব উড়াল। হারিয়ে যাব। সংগঠন আমাকে খুঁজে পাবে না। আমার জন্য ভেব না তুমি। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে আমি জানি।'

নীলমের পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া মুখ আর কঠোর দৃষ্টি লক্ষ করে সায় দিল রাজিব। তার বিশ্বাস হলো যে নিজের দেখ্‌ভাল করার ক্ষমতা সত্যি আছে নীলমের।

'রাজ, তুমিও কুশাভাউয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও বলেছ। তুমি কেবল আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবে তাকে। তুমি তাকে দেখেছ, আমি দেখিনি। অন্য লোককে গুলি করে মারতে চাই না। স্রেফ দেখিয়ে দেবে কোন্‌টা কুশাভাউ—ব্যস।'

BanglaBook.org

একটু দ্বিধা করল রাজিব। কুশাভাউকে চিনিয়ে দিলে সে হয়ে পড়বে হত্যার সহযোগী। তারপর অগ্নিকার কথা ভাবল সে। অগ্নিকার মুখে এই হারামজাদা বর্বরটাই অ্যাসিড স্প্রে করেছিল। এর ক্ষমা নেই।

'কোন অসুবিধা হবে না,' বলল রাজিব।

'শমসের খানের হোটেলের পরে নতুন আড্ডা হয়েছে উধম সিংয়ের হোটেল। রাত তিনটার দিকে কুশাভাউ ওখানে আসবে লুটের টাকা নিয়ে যেতে। আমি আমার গাড়িতে থাকব। তোমাকেও থাকতে হবে। আমরা দু'টায় পৌঁছব। অপেক্ষা করতে হলে করব। তুমি শুধু আঙুল তুলে দেখাবে। বাকিটা আমিই করব।'

আমি থাকব,' বলে রাজিব উঠে দাঁড়াল।

রাজিব ফিরে গিয়ে মিলিত হলো পার্ক করা গাড়িতে অপেক্ষারত সুভাষের সঙ্গে।

'উধম সিংয়ের হোটেল?' প্রশ্ন করল রাজিব পেছনের সীটে বসে।

সুভাষ বলল, 'জেটি এলাকার শেষ প্রান্তে। চলত ভাল। বয়স বেড়ে যাওয়ায় উধম সিং এখন আর ঠিক মত চালাতে পারে না। কেন হঠাৎ প্রশ্নটা করলে?'

সুভাষকে নীলমের সাথে আলাপের পুরো বিবরণ দিল রাজিব। বলল, 'ওটাই এখন নতুন আড্ডা। ওটাই রঙ্গস্থল। আজ রাত দু'টায় আমরা ওই হোটেলের যত কাছে সম্ভব গাড়ি পার্ক করব। নীলম থাকবে তার গাড়িতে। কুশাভাউ আসা মাত্রই আমি আঙুল তুলে দেখাব। নীলম গুলি চালাবে। তুমি নিশ্চল থাকবে। প্ল্যান মত কাজ হলে নীলম ফিরে যাবে, আমরাও ফিরব ঘরে। গোলমাল হলে আমরা নীলমকে রক্ষার জন্য পিস্তল চালাব।'

'রাজিব, ধরো নীলম হত্যা করল কুশাভাউকে এবং চলে যেতে

BanglaBook.org

পারল। তার পরে কি আমরা সেকোয়াত সাহেবের সঙ্গে দেখা করে চাকরি ফিরে পাব? তুমি কি ভাববে যে অগ্নিকার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে?'

মিনিট খানেক চিন্তা করে রাজিব বলল তাই ভাববে সে। 'কুশাভাউ মরলে তুমি আর আমি চাকরিতে ফিরে যাব।'

'চমৎকার। এখন চলো খেতে যাই,' বলে গাড়ি স্টার্ট দিল সুভাষ।

পরিচিত এক মারাঠী হোটেলে নীরবে খেয়ে নিল তারা। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সুভাষ বলল, 'কাজটা হবে তো ঠিক মত?'

রাজিব বলল, 'নীলম সাধারণ মেয়ে নয়। আমার ধারণা তার প্ল্যান সফল হবে। না হলে, নীলমের দেহে গুলি লাগলে আমি কাজটা শেষ করব। নীলম বলেছে কুশাভাউর দেহরক্ষীরা ওকে ছুঁতে সাহস করবে না। দেখা যাক কথাটা সত্য কিনা। তবে তুমি ইচ্ছা করলে এখনও সরে দাঁড়াতে পারো। তোমার ব্যক্তিগত লড়াই নয় এটা।'

'উন্মাদের মত কথা বলবে না, রাজিব। চলো ঘরে যাই। তিন ঘণ্টা সময় আছে হাতে। একটু ঘুমিয়ে নেব।'

ফিরে যাবার সময় তারা লক্ষ করল, সাগর তীরে, জেটি এলাকায় জনা কয়েক নতুন পুলিশ। তরুণ এবং কড়া ধাঁচের বলে মনে হয় চেহারা দেখে। তার মানে, প্রতাপ শরখেল আগের ভুঁড়িওয়ালা কনস্টেবলগুলোকে সরিয়েছে।

ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে সুভাষ শুয়ে পড়ল। রাজিব দু'জনের রিভলভার দুটো পরিষ্কার করল ঘণ্টখানেক ধরে। তারপর সোফায় বসে সে-ও ঝিমাতে লাগল।

রাত ১:৪৫-এ রাজিব জাগিয়ে তুলল সুভাষকে। তারপর ওরা রওয়ানা হলো সাগরতীরে।

BanglaBook.org

'ডান দিকে দেখো, ওটাই উধম সিং-এর হোটেল,' বলল সুভাষ এক সময় গাড়ির গতি কমিয়ে।

হোটেলটার হতদরিদ্র অবস্থা। মলিন, জীর্ণ চেহারা। নোংরা জানালা দিয়ে ক্ষীণ আলোর আভাস। ভেতরে তেমন কারও নড়াচড়া নেই। প্রবেশপথের ঠিক ওপরটায় একটা উজ্জ্বল বাতি। আলো ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তা পর্যন্ত। সামনের জায়গাটা ফাঁকা।

হোটেলটার প্রায় তিরিশ গজ দূরে রাজিব গাড়ি রাখল। ইঞ্জিন বন্ধ করে বলল, 'আমাদের বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে একটু।'

গাড়িতে বসে ওরা লক্ষ করল নানা ধরনের লোক একের পর এক অন্ধকার থেকে এসে হোটেলে ঢুকছে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। তারা ব্ল্যাকমেলের শিকার। মাসিক কোটা দিয়ে যাচ্ছে। তারা আসছে আর যাচ্ছে এক অন্তহীন স্রোতের মত।

দু'টা বাজার মিনিট কয়েক পরে একটা মারুতি ডি-লাক্স এল।

'নীলম এসেছে,' বলল রাজিব। 'কোন গোলমাল হলে আমরা গুলি চালাব, ওকে কভার দেব, বুঝেছ সুভাষ? তুমি থাকো এখানে। আমি ওর কাছে যাই।'

'গোলমাল বাধলে আমরা কি হত্যার জন্য গুলি চালাব?'

'না চালালে আমরাই খুন হব। ওই শূকরীর বাচ্চাকে শেষ করতেই হবে।'

নীলম বসেছিল অন্ধকারে হুইল ধরে। রাজিব গাড়ির দরজা খুলে বসে পড়ল ওর পাশে।

নিঃশব্দে ওরা বসে রইল পাশাপাশি প্রায় আধঘণ্টা। নীলমকে রাজিবের মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তির মত। রাজিব মাঝে মাঝে হাত বুলাচ্ছে রিভলভারে। আগে কখনও কাউকে খুন করেনি সে, কিন্তু আজ রাতে খুন করতে প্রস্তুত।

BanglaBook.org

সে ভাবছে অগ্নিকা ডি-মেলোর কথা। ওর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোর কথা। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলো—অ্যাসিডে অন্ধ হয়ে যখন সে ট্রাকের চাকার তলে পিষ্ট হচ্ছিল! নীলম না পারলে কুশাভাউকে রাজিবই হত্যা করবে!

'এই যে আসছে তারা,' বলল নীলম ফিসফিস করে।

হেডলাইট না জ্বালিয়ে একটা বড় মারুতি অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে থামল হোটেলের সামনে। চার পিস্তলধারী লম্বা চওড়া ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারার লোক নামল গাড়ি থেকে। দু'ভাগ হয়ে ডানে-বাঁয়ে দাঁড়াল তারা। এর পরে বের হলো কুশাভাউ ঠাকরে।

'এটাই তোমার লোক,' বলল রাজিব।

'ধন্যবাদ, রাজিব,' বলে গাড়ি থেকে নেমে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল নীলম।

এই শব্দে সচকিত হয়ে দেহরক্ষীরা তাকাল নীলমের দিকে। নীলম বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সোজা এগিয়ে গেল কুশাভাউ আর তার দেহরক্ষীদের দিকে।

'তুমি কুশাভাউ?' পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল সে। 'আমি নীলম। অশোক দুগাল-এর কাছ থেকে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।'

কী অভিনয়! বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই নীলমের চেহারায়, ভাবভঙ্গি আর কণ্ঠস্বরে! এমন মেয়ে জীবনে দেখেনি রাজিব।

চার দেহরক্ষী পিস্তল নামাল। হা-করে দেখতে লাগল নীলমকে। ওর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যকে।

রাজিবও গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল অন্ধকারের মধ্যে। ডান দিকে তাকিয়ে দেখল, সুভাষও নেমে দাঁড়িয়েছে রিভলভার হাতে।

দেহরক্ষীরা পিছিয়ে গেল। কুশাভাউ দাঁড়িয়ে রইল বাতির নিচে।

BanglaBook.org

'তুমি নীলম?' বলল সে হাসিমুখে। 'দুগালজী অস্থির হলেন কেন?'

'তোমার জন্য একটা বিশেষ বার্তা আছে,' বলল নীলম কঠিন ধাতব কণ্ঠে।

'ঠিক আছে, নীলমজী, বার্তাটি কি বলে ফ্যালো।'

নীলমের হাতে একটা বড় হ্যান্ডব্যাগ। কুশাভাউর একেবারে ছয় ফুটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে সে।

'দিচ্ছি,' বলে নীলম বডিগার্ডদের ইশারা করল আরও পিছিয়ে যেতে। তারা পিছিয়ে গেল। হ্যান্ডব্যাগের জিপ খুলে ফেলল নীলম একটানে। ওর মধ্যে জড়তা বা আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। কুশাভাউর নিস্তার নেই আজ।

কুশাভাউর লুব্ধ দৃষ্টি লেহন করছিল নীলমের দেহকে। এমন সময় পর পর চারটি গুলি বিদ্ধ করল তাকে।

চার দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে। রাজিব কভারিং ফায়ার করার জন্য রিভলভার তুলল। কিন্তু তার দরকার হলো না। নীলম নিজেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করল।

'সব ঠিক আছে, সাথীরা। অশোক দুগালজী তাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন দৃশ্যপট থেকে। পুলিশ আসার আগেই লাশটা সরিয়ে ফ্যালো।'

দেহরক্ষীদের মধ্যে একটু কম মাথামোটা লোকটি বলল, 'আপনি যখন বলছেন, তাই করব আমরা।'

নীলম মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে দেখল রক্তাক্ত, ভূলুণ্ঠিত, মৃত কুশাভাউকে। তারপর ঘুরে ধীর অচঞ্চল পায়ে গিয়ে বসল নিজের গাড়িতে।

ঠাণ্ডা মাথায় সুন্দরভাবে মঞ্চায়িত হলো নাটক!

'দেখলে রাজিব? যা প্ল্যান করেছিলাম তাই হয়েছে। চলো,

BanglaBook.org

এখন কেটে পড়ি এখান থেকে পুলিশ আসার আগে।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে। বলল, 'আমাকে আর দেখবে না রাজিব।'

'হুঁশিয়ার থেকো, নীলম। শিবসেনা মাফিয়ার হাত বেজায় লম্বা।'

'আমার পা-ও বেজায় লম্বা,' বলে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাল সে।

দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন শুনল রাজিব। চার দেহরক্ষী তখন কুশাভাউর লাশ ঢোকাচ্ছে তাদের গাড়িতে। রাজিব ছুটে গিয়ে উঠল নিজের গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ তীর বেগে ছুটল সামনের দিকে।

রাজিব ভাবতে লাগল। শমসের গেছে, দর্শনা পাগলা গারদে, এখন শেষ হলো কুশাভাউ। শোধ নেবার জন্য আর কি করা বাকি আছে তার? আর কিছুই করার নেই। সে জানে, অগ্নিকাকে ভুলতে পারবে না কোনদিন।

'মেয়ে বটে একখানা! কি দেখাল! দারুণ পেশাদার। চলো, এখন ঘুমিয়ে পড়ি,' ঘরে ফিরে বলল সুভাষ চেট্টিয়ার।

'হ্যাঁ, কাজ তো শেষ। তোমাকে ধন্যবাদ, সুভাষ।'

অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজিবকে পর্যবেক্ষণ করে সুভাষ বলল, 'তোমাকে অগ্নিকার কথা ভুলতে হবে। অতীতমুখী হয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। ভবিষ্যৎই আসল কথা। চলো শুয়ে পড়ি।'

বালিশে মাথা রেখে রাজিব ভাবল, সুভাষ ঠিকই বলেছে। অতীত নিয়ে সে বাঁচতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

* * *

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG